ক্রিয়োড্ডীশতন্ত্রম্

(মূল সংস্কৃত, টিপ্পনী ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

অধ্যাপক শ্রীহেমন্তকুমার তর্কতীর্থ
সংস্কৃত কলেজ (গবেষণা বিভাগ), কলিকাতা

সম্পাদিত

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯

মূল্য: ছয় টাকা

শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ বিরচিত
শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

বৃহৎ তন্ত্রসার

(মূল, পাঠান্তর ও বঙ্গানুবাদসহ)
(যন্ত্রস্থ)

●

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ বংশোদ্ভব
শ্রীরামতোষণ ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত

প্রাণতোষিণীতন্ত্র (যন্ত্রস্থ)

অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
সংশোধিত পুনঃসম্পাদিত

●

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত
সমগ্র অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণাদি
(মূল, পাঠান্তর ও বঙ্গানুবাদসহ)
প্রখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর
আচার্য্য পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত
সংস্কৃত ভারতভাষা এবং রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত পণ্ডিত
অধ্যাপক ডঃ শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ সংশোধিত ও
তৎপ্রদত্ত ভূমিকাসহ ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত
হইতেছে—

যন্ত্রস্থ

॥ দেবীভাগবত ॥ ॥ অগ্নিপুরাণ ॥
॥ মৎস্যপুরাণ ॥ ॥ গরুড়পুরাণ ॥
॥ লিঙ্গপুরাণ ॥ ॥ মার্কণ্ডেয় পুরাণ ॥

মূল্য : দশ টাকা

ক্রিয়োড্ডীশতন্ত্রম্

বিষ্ণুর্ব্বরিষ্ঠো দেবানাং হ্রদানামুদধির্যথা।
নদীনাঞ্চ যথা গঙ্গা পর্ব্বতানাং হিমালয়ঃ॥
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং রাজ্ঞামিন্দ্রো যথা বরঃ।
দেবীনাঞ্চ যথা দুর্গা বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা।
তথা সমস্তশাস্ত্রাণাং তন্ত্রশাস্ত্রমনুত্তমম্॥

—মৎস্যসূক্তে

যদ্‌গৃহে নিবসেত্তন্ত্রং তত্র লক্ষ্মীঃ স্থিরায়তে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ সভায়াং রণমধ্যতঃ॥
নির্জ্জনে চ জলে ঘোরে শ্বাপদৈঃ পরিভূষিতে।
মাহাত্ম্যাত্তস্য দেবেশি চমৎকারী ভবেৎ প্রিয়ে॥

—বৃহন্নীলতন্ত্রে

অন্যান্যশাস্ত্রেষু বিনোদমাত্রং,
ন তেষু কিঞ্চিদ্ভুবি দৃষ্টমস্তি।
চিকিৎসিতজ্যোতিষতন্ত্রবাদাঃ,
পদে পদে প্রত্যয়মাবহন্তি॥

ক্রিয়োড্ডীশতন্ত্রম্

(মূল সংস্কৃত, টিপ্পনী ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

অধ্যাপক শ্রীহেমন্তকুমার তর্কতীর্থ
সংস্কৃত কলেজ (মহাচার্য্য বিভাগ), কলিকাতা
সম্পাদিত

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড । কলিকাতা-৯

॥ নিবেদন ॥

এই ক্রিয়োড্ডীশতন্ত্রের সম্পাদনায় দুইখানি পুস্তক আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে। একখানি বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত—মন্মথ স্মৃতিরত্ন সম্পাদিত অতি পুরাতন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। উহা 'ক' সংজ্ঞায় আখ্যাত হইয়াছে। অপরখানি বোম্বাই লক্ষ্মীবেঙ্কটেশ্বর প্রেসের প্রকাশিত দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত। উহাকে 'খ' সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। এই দুইখানি পুস্তকের যে পাঠবৈষম্য দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে যে পাঠটি সংগত মনে হইয়াছে সেইটি মূলে মুদ্রিত করিয়া অপর পুস্তকের পাঠটি পাদটীকায় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। অনুবাদকার্য্যে মূলের বক্তব্য পরিস্কার করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে।

বিশেষ বক্তব্য এই যে, এই ক্রিয়োড্ডীশ তন্ত্রটীর মুদ্রণকালে সম্প্রতি আমি অসুস্থ হইয়া হস্‌পিট্যালে থাকায় কোন কোন অংশের উপযুক্ত সংস্কার সাধন সম্ভব হইল না। ২০ পৃষ্ঠায় দশম পটলে একস্থানে "শব্দবীজদ্বয়ং ভদ্রে!" ইত্যাদি মূল পংক্তির অনুবাদে শব্দবীজ বলিতে কি বুঝায় তাহা বলা সম্ভব হয় নাই। বাগ্‌বীজই শব্দবীজ কি না সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল না। 'ভদ্রে' শব্দটী মন্ত্রের অন্তর্গত, অথবা মহাদেব কর্ত্তৃক পার্ব্বতীর সম্বোধন রূপে প্রযুক্ত তাহাও স্পষ্ট নহে। মনে হয় উহা সম্বোধনই, মন্ত্রের অন্তর্গত নহে।

একাদশ পটলে ২৩ পৃষ্ঠায় অনুবাদের প্রথম পংক্তিতে "ভানুরক্তাশ্বভাবজৈঃ" কথাটির অনুবাদে মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটিয়াছে। ঐ স্থানে মূলের পাঠ 'স্বভাবজৈঃ' হইতে পারে। তাহা হইলে "সূর্য্যমুখীর স্বভাবজাত (অর্থাৎ যাহা দোহদ-প্রয়োগাদি কৃত্রিম উপায়ে অকালে উৎপাদিত নহে) পুষ্পে" এইরূপ অনুবাদ হইবে। অন্যথা "সূর্য্যমুখী ও অশ্বগন্ধার পুষ্পে" এইরূপও হইতে পারে।

দ্বাদশ পটলে ২৮ পৃষ্ঠায় ১৫ পংক্তিতে 'কাত্বং ত্বল্লাকিনী' এইরূপ মুদ্রিত হইয়াছে। উহা "কাত্বং (কাণ্ডং ?) ত্বল্লাকিনী (তল্লাকিনী ?)" এইরূপে মুদ্রিত করা আমার অভিপ্রায় ছিল। মন্ত্র-কোষ-তন্ত্র দেখিবার সুযোগ হয় নাই। মন্ত্র-মহোদধিতেও লাকিনী বীজ পাই নাই। 'কাণ্ডং' পাঠ হইলে 'ক' এর পরবর্ত্তী 'খ' বর্ণটি পাওয়া যায়। তাহাতে মন্ত্রটি হয়ত "ওঁ হ্রীং খং খং লাং ঊং মণ্ডচামুণ্ডে অমুকং বশমানয় স্বাহা" এইরূপ হইতেও পারে।

তন্ত্রশাস্ত্রে রহস্য গোপনের অভিপ্রায় থাকায় তাহা আজিও গুরুগম্য হইয়া রহিয়াছে। বিশেষ অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে নিঃসংশয়ে মন্ত্রোদ্ধার করা কঠিন। থাকিলে তাহা আরও দুষ্কর হইয়া পড়ে। এ বিষয়ে ত্রুটী বিচ্যুতি স্বাভাবিক। তজ্জন্য অভিজ্ঞ পণ্ডিতবৃন্দের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। যাঁহারা তন্ত্রোক্ত কার্য্যকলাপে ব্রতী হইবেন তাঁহারা অবশ্যই তান্ত্রিক গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিবেন, তদ্বিদ্য-সংবাদ ব্যতিরেকে তন্ত্রার্থ-প্রতীতি সহজ নহে।

ক্রিয়োড্ডীশ তন্ত্রটি 'খ' পুস্তকে একবিংশ পটল পর্য্যন্তই মুদ্রিত দৃষ্ট হয়। 'ক' পুস্তকে মঙ্গলচণ্ডী প্রয়োগ নামক দ্বাবিংশ পটল মুদ্রিত আছে। কিন্তু

গ্রন্থসমাপ্তিসূচক কোন কথা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সুতরাং অন্য কোন হস্ত লিখিত পুস্তকে আরও কিছু অতিরিক্ত অংশ আছে কিনা বলা যায় না।

পরিশেষে দুরূহ ও দুর্লভ তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকাশনায় ব্যাপৃত নবভারত পাব্‌লিশার্স-এর কর্ত্তৃপক্ষকে তাঁহাদের এই সাধু প্রচেষ্টার জন্য সাধুবাদ জানাইয়া এই প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

সংস্কৃত পুস্তকের প্রকাশনা সম্প্রতি বিশেষ লাভজনক না হওয়ায় বহুগ্রন্থই পুনর্মুদ্রণের অভাবে দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। সাধন-ভজনে আগ্রহশীল লোকের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় তন্ত্রশাস্ত্রের পাঠক ও গ্রাহক সংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এ অবস্থায় শাস্ত্র প্রচার ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দুর্লভ তন্ত্র-পুরাণাদি শাস্ত্রের পুনর্মুদ্রণে আগ্রহী হইয়া এবং তদুদ্দেশ্যে বহু অর্থ নিয়োজিত করিয়া নবভারত পাব্‌লিশার্সের কর্ত্তৃপক্ষ সংস্কৃতানুরাগী ও শাস্ত্রামোদী ব্যক্তিবর্গের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের এই উদ্যমের প্রশংসা করি এবং শ্রীভগবানের অজস্র আশীর্ব্বাদ তাঁহাদের প্রতি নিরন্তর বর্ষিত হউক, এই কামনা করি।

অবশেষে বক্তব্য এই যে ৩৪এ হুজুরীমল লেন, কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর ভট্টাচার্য ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের সহৃদয় সৌজন্যে বিগত গ্রীষ্মা-বকাশের মধ্যে তাহাদের বাটীতে অবস্থান করিয়া এবং তাহাদের পিতৃদেব আমার পরম পূজনীয় স্বর্গীয় ৺রমনীরঞ্জন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সংগৃহীত তন্ত্রসারাদি পুস্তকের সাহায্য লইয়া এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি নির্ম্মাণ, অনুবাদ ও পাঠান্তর সংকলনাদি কার্য সম্পন্ন করিবার সুযোগ হইয়াছিল। তজ্জন্য তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করি এবং ভগবচ্চরণে তাহাদের কল্যাণময় দীর্ঘজীবন কামনা করি।

সম্পাদক ও অনুবাদক
শ্রীহেমন্তকুমার তর্কতীর্থ

ক্রিয়োড্ডীশতন্ত্রম্

প্রথমঃ পটলঃ

॥ ওঁ নমো গণেশায় ॥

আনন্দশিখরারূঢ়ং পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করম্।
পপ্রচ্ছ গিরিজা কান্তা পুনর্নত্বা বৃষধ্বজম্ ॥ ১

শ্রীদেব্যুবাচ—

ভগবন্ দেবদেবেশ সর্ব্বজ্ঞানময় প্রভো।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি ক্রিয়োড্ডীশং বিভো। বদ[১] ॥ ২

ঈশ্বর উবাচ—

শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি উড্ডীশতন্ত্রমুত্তমম্।
গোপিতব্যং প্রযত্নেন মম স্বপ্রাণবল্লভে! ॥ ৩

শান্ত্যাদি ষট্‌কর্ম্মাণি তেষাং লক্ষণং চ—

স্বদেবতা-দিক্‌কালাদি জ্ঞাত্বা কর্ম্মাণি সাধয়েৎ।
শীতাংশু-সলিল-ক্ষৌণী[২]ব্যোমবায়ুহবির্ভুজঃ[৩]।
এতেষাং বীজযোগেন গ্রথনাদিক্রমেণ চ*।
কর্ম্ম সাধয়েৎ। ঠং বং লং হং যং রং[৪] ॥ ৪

তত্তদ্দেবতাঃ—

রতির্বাণী রমা জ্যেষ্ঠা মাতঙ্গী কুলকামিনী।
দুর্গা চৈব ভদ্রকালী কর্ম্মাদৌ তাঃ প্রপূজয়েৎ[৫]।
[৬]বসন্তাদ্যৃতুকালনিয়মঃ ॥ ৫

ইতি ক্রিয়োড্ডীশে মহাতন্ত্ররাজে দেবীশ্বরসংবাদে প্রথমঃ পটলঃ ॥ ১

একদা পার্ব্বতীর সহিত আনন্দের অতি উচ্চস্তরে বিরাজমান (অথবা আনন্দদায়ক কৈলাসশিখরে সমারূঢ়) মহাদেবকে প্রণামপূর্ব্বক পার্ব্বতী পুনঃ-পুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ১

পার্ব্বতী বলিলেন—হে সর্ব্বদেবতার অধীশ্বর সর্ব্বজ্ঞানময় ষড়ৈশ্বর্য্যশালী প্রভু, এক্ষণে ক্রিয়োড্ডীশ তন্ত্র শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। কৃপাপূর্ব্বক বলুন। ২

মহাদেব বলিলেন—দেবি! অত্যুত্তম উড্ডীশতন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে প্রাণবল্লভে! ইহা যত্ন সহকারে গোপনীয়। ৩

শান্তি প্রভৃতি ছয়টি কর্ম্ম, তাহাদের লক্ষণ, স্ব স্ব দেবতা ও দিক্, কাল প্রভৃতি জানিয়া কর্ম্ম করিবে। চন্দ্র, জল, পৃথিবী, আকাশ, বায়ু ও অগ্নি—ইহাদের বীজমন্ত্র যথোক্ত ক্রমানুসারে সংযোজন করিয়া কার্য্য করিবে। ঐ বীজমন্ত্র-গুলি হইতেছে—ঠং বং লং হং যং রং। ৪

১। ক—বদ শিব। ২। খ—ক্ষোণী। ৩। ক—ভুর্জাম্।
৪। অয়মংশো ন মূলান্তর্গত ইতি প্রতিভাতি। * 'চ'কার উভয়ত্রাপি নাস্তি, যুজ্যতে তু। ৫। খ—বং। ৬। ক—বসন্তাদিদিক্‌কালনিয়মঃ।

দ্বিতীয়ঃ পটলঃ

অথ সর্ব্বরোগমুক্তিকবচম্

শ্রীদেব্যুবাচ—

দেবদেব মহাদেব সুরাসুর-নমস্কৃত।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি রোগমুক্তঃ কথং প্রভো॥ ১
নাস্তি ত্রাতা চ জগতাং ত্বাং বিনা পরমেশ্বর।
জ্বরাদিবারণং শীঘ্রং কৃপয়া পরয়া বদ॥ ২

ঈশ্বর উবাচ—

কথয়ামি তব স্নেহাৎ কবচং বারণং মহৎ—

ওঁ নমো ভগবতি! বজ্রশৃঙ্খলে! হনতু ভক্ষতু খাদতু অহো রক্তং পিব পিব [১]নরবক্ষোঽস্থিরক্তপটে! ভস্মাঙ্গি! ভস্মলিপ্ত-শরীরে! বজ্রায়ুধে! বজ্রপ্রাকারনিচিতে! পূর্ব্বাং দিশং মুঞ্চতু দক্ষিণাং দিশং মুঞ্চতু পশ্চিমাং দিশং মুঞ্চতু উত্তরাং দিশং মুঞ্চতু নাগার্থং ধনগ্রহপতিং বন্ধতু [২]নাগপীঠং বন্ধতু যক্ষ-রাক্ষস-পিশাচান্ বন্ধতু প্রেতভূত-গন্ধর্ব্বাদয়ো যে কেচিদুপদ্রবাস্তেভ্যো রক্ষতু উর্দ্ধং রক্ষতু অধো রক্ষতু শ্যেনিকাং মুঞ্চতু জ্বল মহাবলে এহ্যেহি তু মোটি মোটি সটাবলি বজ্রাগ্নি বজ্রপ্রাকারে ঐং ফট্ হ্রীং হ্রীং শ্রীং ফট্ হ্রীং হং ফং ফেং ফঃ সর্ব্বগ্রহেভ্যঃ সর্ব্বব্যাধিভ্যঃ সর্ব্বদুষ্টোপদ্রবেভ্যঃ হ্রীং অশেষেভ্যো মাং রক্ষতু।

ইতীদং কবচং দেবি! সুরাসুর-সুদুর্লভম্।
গ্রহজ্বরাদিভূতেষু সর্ব্বকর্ম্মসু যোজয়েৎ[৩]॥ ৩

তত্তৎকার্য্যে পূজনীয় দেবতা—রতি, বাণী, রমা, জ্যেষ্ঠা, মাতঙ্গী, কুল-কামিনী, দুর্গা ও ভদ্রকালী। কর্ম্মারম্ভে ইঁহাদের পূজা করিবে। ইহাতে বসন্তাদি ঋতুকালের নিয়ম রহিয়াছে। ৫

হর-পার্ব্বতীর কথোপকথনে মহাতন্ত্ররাজ ক্রিয়োড্ডীশের প্রথম পটল সমাপ্ত। ১

দ্বিতীয় পটল

দেবী বলিলেন—হে সুরাসুরপূজিত দেবাদিদেব মহাদেব! হে প্রভু, এক্ষণে শুনিতে ইচ্ছা করি—কি প্রকারে রোগমুক্তি হইতে পারে? হে পরমেশ্বরী! আপনি ভিন্ন জগতের ত্রাণকর্ত্তা আর কেহ নাই। পরমকৃপা-পূর্ব্বক সত্বর জ্বরাদি রোগ নিবারণের উপায় বলুন। ১-২

মহাদেব বলিলেন—তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ রোগনিবারণের একটী মহাকবচ বলিতেছি "ওঁ...রক্ষতু"। হে দেবি! সুরাসুরগণের সুদুর্লভ এই

১। 'নরবক্ষোঽসৃগ্‌রক্তপটে'। ইতি ভবিতুমুচিতম্। ক—নররক্ষ্যাঙ্ক্ষি—।
২। ক—নাগপটিং। ৩। ক—জপেৎ।

ন দেয়ং [১]যস্য কস্যাপি কবচং মন্মুখাচ্চ্যুতম্।
[২]তদ্দত্তে সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ যোগিনীনাং ভবেৎ পশুঃ ॥ ৪
দদ্যাচ্ছান্তায় বীরায় সৎকুলীনায় যোগিনে।
সদাচাররতো[৩] যশ্চ নির্জ্জিতাশেষ এব হি ॥ ৫
[৪]ঐকাহিকো দ্ব্যাহিকশ্চ ত্র্যাহিকশ্চাতুরাহিকঃ।
সর্ব্বে জরা বিনশ্যন্তি কবচং ধারয়েদ্ যদি ॥ ৬
স্ত্রিয়া বামকরে ধার্য্যং [৫]পুংসা চ দক্ষিণে করে।
অবশ্যমেব সিদ্ধিঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং বরাননে ॥ ৭

ইতি ক্রিয়োড্ডীশে মহাতন্ত্ররাজে দেবীশ্বরসংবাদে দ্বিতীয়ঃ পটলঃ ॥ ২

কবচটি গ্রহোপদ্রব, ভূতোপদ্রব ও জ্বরাদি সর্ব্বরোগনিবারণ কার্য্যে প্রয়োগ করিবে। ৩

আমার মুখনিঃসৃত এই কবচটি যাকে তাকে প্রদান করিবে না। যাকে তাকে দান করিলে সাফল্যের হানি হইবে এবং সেই ব্যক্তি যোগিনীগণের ভক্ষ্য পশুরূপে পরিণত হইবে। ৪

যে ব্যক্তি সদ্বংশজাত, সদাচারনিরত, শমগুণান্বিত এবং বীরাচারপরায়ণ ও সর্ব্বজয়ী অর্থাৎ যাহার জেতব্য (কামক্রোধাদি) কিছুই জয় করিতে বাকী নাই, এরূপ ব্যক্তিকে ইহা প্রদান করিবে। ৫

এই কবচ ধারণ করিলে ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক ও চাতুরাহিক প্রভৃতি সমস্ত জ্বর বিনষ্ট হয়। ৬

স্ত্রীলোক বামহস্তে এবং পুরুষ দক্ষিণ হস্তে ইহা ধারণ করিবে। অবশ্যই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। হে বরাননে! আমি বলিতেছি ইহা ধ্রুব সত্য। ৭

হর-পার্ব্বতীর কথোপকথনে মহাতন্ত্ররাজ ক্রিয়োড্ডীশের
দ্বিতীয় পটল সমাপ্ত। ২

১। ক—যত্র কুত্রাপি। ২। ক—তৎ দত্তে। ৩। ক—রতা যে চ।
৪। ক—ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকং চ ত্র্যাহিকং চাতুর্মাসিকম্। ৫। ক—পুরুষো।

তৃতীয়ঃ পটলঃ

অথ সর্ব্বরোগবিনাশায় পার্থিব-শিবলিঙ্গ-পূজন-প্রকরণম্ ।

অতঃ পরং মহেশানি ! পূজনং পার্থিবং শিবম্ ।
বিশেষতঃ সর্ব্বরোগে ত্র্যম্বকস্য প্রপূজনম্ ॥ ১
যৎ কৃত্বা সর্ব্বতঃ শান্তির্ভবেদ্দেবি । ন সংশয়ঃ ।
ততঃ প্রয়োগং সর্ব্বেষাং বশ্যাদীনাং চ কারয়েৎ ।
বিধানং তত্র বক্ষ্যামি শৃণুষ্ব কমলাননে ॥ ২

শিবপূজাবিধানম্—

মৃদা লিঙ্গং বিনির্ম্মায় শততোলকমানয়া ।
তত্রানীয় মৃতং মুণ্ডং স্থাপয়িত্বা মমার্চ্চনম্ ॥ ৩
পূর্ব্বমগ্নিং চ সংস্থাপ্য যজ্ঞস্থানং চতুর্ব্বিধম্ ।
উত্তরে দক্ষিণে বাপি পূর্ব্বে চ পশ্চিমে তথা ।
সর্ব্বকামেষু হোতব্যমন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ৪

ঘটং সংস্থাপ্য মম পূজাং [১]যথাশক্তি কুর্য্যাৎ । ততো বহ্নিস্থাপনম্ । মুণ্ড-স্থাপনম্ । নর-মহিষ-মার্জ্জার-মুণ্ডত্রয়ম্ । অথবা নৃমুণ্ডত্রয়ম্ । একমুণ্ডং বা । তদুপরি মাং সংপূজ্য গন্ধোদকৈঃ স্নাপয়িত্বা বিতস্তিপ্রমিত-ধরাতলে পোথয়িত্বা তস্যোপরি বেদীং কল্পয়েৎ ।

তত্রৈব ভূতনাথাদীংশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমর্চয়েৎ ।

পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা প্রকরণ

হে মহেশ্বরি ! অতঃপর পার্থিব শিবপূজার বিধান । হে দেবি ! সমস্ত রোগে শিবপূজা বিশেষভাবে কর্ত্তব্য । যাহা করিলে সর্ব্বতোভাবে শান্তি হইবে সন্দেহ নাই । তাহার পর সমস্ত বশ্যাদি প্রয়োগ করিবে । হে কমলাননে ! তাহার (শিবপূজার) বিধান বলিতেছি, শ্রবণ কর । ১-২

একশত তোলা পরিমিত মৃত্তিকায় শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে মৃত-মুণ্ড আনয়ন করিয়া তাহা স্থাপনপূর্ব্বক আমার অর্চ্চনা করিবে । ৩

প্রথমে অগ্নিস্থাপন করিয়া লইতে হইবে । পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে চতুর্ব্বিধ যজ্ঞস্থান হইবে । সমস্ত কামনাতেই এইভাবে হোম করিতে হইবে । নতুবা ফল হইবে না । ৪

অগ্রে ঘটস্থাপনপূর্ব্বক আমার যথাশক্তি পূজা করিবে । অতঃপর অগ্নি-স্থাপন ও মুণ্ডস্থাপন কর্ত্তব্য । মনুষ্য, মহিষ ও মার্জ্জারের মুণ্ডত্রয় অথবা নর-মুণ্ডত্রয়, অন্ততঃপক্ষে একটি নরমুণ্ড স্থাপন করিতে হইবে । তাহার উপরে আমার পূজা করিয়া গন্ধোদকে স্নান করাইয়া একবিঘত মাটীর নীচে লিঙ্গটি প্রোথিত করিয়া তাহার উপরে বেদী নির্ম্মাণ করিবে । সেই বেদীতে চারিদিকে ভূতনাথাদির অর্চ্চনা করিবে ।

১। ক—শক্তিসহিতং ।

পূর্ব্বে 'ওঁ ভূতনাথায় নমঃ' ইতি পাদ্যাদিভিঃ পূজয়িত্বা বলিং দদ্যাৎ। এবং দক্ষিণে 'শ্মশানাধিপায়'। পশ্চিমে 'কালভৈরবায়'। উত্তরে চ 'ঈশানায়'। বেদীমধ্যে 'হৌং' প্রেতবীজং বিলিখ্য তত্রৈব ভারতীং পূজয়েৎ।

পুষ্পাঞ্জলিঃ—

'রে বীর শব দেবেশ মুণ্ডরূপ! জগৎপতে!
দয়াং কুরু মহাভাগ সিদ্ধিদো ভব মজ্জপে'॥

ইতি পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা আগ্নেয্যাং 'হ্রীং…নমঃ'। নৈঋর্ত্যাং 'হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ' [১]বায়ব্যাং 'হ্রীং ভদ্রকাল্যৈ নমঃ'। ঈশানে 'হ্রীং দয়াময্যৈ নমঃ'।

'শ্মশানবাসিনো যে যে দেবা দেব্যশ্চ ভৈরবাঃ।
দয়াং কুর্ব্বন্তু তে সর্ব্বে সিদ্ধিদাশ্চ ভবন্তু মে'॥
অনেন প্রণবাদ্যেন পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং ক্ষিপেৎ।
ততঃ স্থানং তু সংস্পৃশ্য 'বন্ধ্যো ভব' বদেদিতি॥ ৫
[২]ততঃ স্নানং তত্র লিঙ্গং[৩]সংস্থাপ্য পরমেশ্বরি।
স্নানং তু পঞ্চগব্যেন দধিদুগ্ধাদিকং তথা॥ ৬
অথবা পরমেশানি শর্করামধুনা যুতম্।
পঞ্চামৃতৈস্ততঃ স্নানং কারয়েৎ পরমেশ্বরি॥ ৭
'ঈশানায়' প্রথমং স্নানং 'বামদেবায়' দ্বিতীয়কম্।
তৃতীয়ে 'সদ্যোজাতায়' চতুর্থে চ 'পিনাকধৃক্'॥ ৮
পঞ্চমং 'দেবদেবেশং' পূজয়েৎ পার্থিবং শিবম্।
মধুনা মূলমন্ত্রেণ শর্করয়া গায়ত্রীকং পরম্॥ ৯
ততো জীবন্যাসং কৃত্বা ন্যাসাদিকং ততঃ পরম্।
ধ্যানং শৃণু মহাদেবি! স্নেহেন কথিতং ময়া॥ ১০

পূর্ব্বদিকে 'ওঁ ভূতনাথায় নমঃ' এই মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া বলি (মাষভক্তাদি) দিবে। এইরূপে দক্ষিণে 'ওঁ শ্মশানাধিপায় নমঃ' এই মন্ত্রে, পশ্চিমে 'ওঁ কালভৈরবায় নমঃ' এই মন্ত্রে, উত্তরে 'ওঁ ঈশানায় নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিয়া বলি দিবে। বেদীর মধ্যভাগে 'হৌং' এই প্রেতবীজ লিখিয়া তদুপরি ভারতীর পূজা করিবে।

'হে বীর শব' ইত্যাদি মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া অগ্নিকোণে, নৈঋতে, বায়ুকোণে ও ঈশানে উপরি-উক্ত মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিবে। তদনন্তর প্রণবযুক্ত 'শ্মশানবাসিনো যে যে' ইত্যাদি মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। তার পর সেই স্থানটি স্পর্শ করিয়া বলিবে 'বন্ধ্যো ভব'। ৫

তারপর স্নান। হে পরমেশ্বরি! লিঙ্গ স্থাপন করিয়া দধিদুগ্ধাদি সহযোগে পঞ্চগব্যে স্নান করাইবে। হে পরমেশ্বরি! অথবা শর্করা ও মধুসংযোগে স্নান করাইবে। অতঃপর পঞ্চামৃতে স্নান করাইবে। প্রথমে স্নান 'ঈশানায়' মন্ত্রে, 'বামদেবায়' মন্ত্রে দ্বিতীয় স্নান, তৃতীয় স্নান 'সদ্যোজাতায়' মন্ত্রে, চতুর্থ স্নান 'পিনাকধৃক্' মন্ত্রে এবং পঞ্চম স্নান 'দেবদেবেশ' মন্ত্রে হইবে। তারপর পার্থিব

১। ক—বায়বে। ২। তদনন্তরং। ৩। ক—সঙ্কল্পং।

ধ্যানমন্ত্রঃ—

"হস্তাভ্যাং কলসদ্বয়ামৃতরসৈরাপ্লাবয়ন্তং শিরো
দ্বাভ্যাং তৌ দধতং মৃগাক্ষবলয়ে দ্বাভ্যাং বহন্তং পরম্।
অঙ্কে ন্যস্তকরদ্বয়ামৃতঘটং কৈলাসকান্তং শিবং
স্বচ্ছাম্ভোজগতং নবেন্দুমুকুটং দেবং ত্রিনেত্রং ভজে" ॥
পুনর্ধ্যাত্বা তু সম্পূজ্য অঙ্গন্যাসং ততঃ পরম্ ॥ ১১

অঙ্গন্যাসঃ—

ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং হৃদয়ায় নমঃ, ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং শিরসে স্বাহা, ভর্গোদেবস্য ধীমহি শিখায়ৈ বষট্, উর্ব্বারুকমিব বন্ধনাৎ কবচায় হুঁ, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, মৃত্যোর্মুক্ষীয়[১] মামৃতাৎ অস্ত্রায় ফট্। এবং করন্যাসঃ। ততঃ ষোড়শোপচারৈঃ পূজা।

[২]জবাপরাজিতা কৃষ্ণা বিল্বপত্রং চ পিপ্পলম্।
[৩]করবীরমপামার্গং প্রত্যেকং জুহুয়াচ্ছিবে।
অষ্টাধিকশতেনৈব পূজয়েৎ ॥ ১২
অতঃ পরং মহেশানি! মধু দেয়ং বিশেষতঃ।
গুড়ার্দ্রকরসেনৈব সুরাস্তু ব্রাহ্মণস্য তু ॥ ১৩
নারিকেলোদকং চৈব কাংস্যে তু ক্ষত্রিয়স্য চ।
কাংস্যস্থং মাক্ষিকং...বৈশ্যস্য...।
শূদ্রস্য তাম্রপাত্রে তু মধুযুক্তং নিবেদয়েৎ ॥ ১৪

শিবলিঙ্গের পূজা করিবে। মধু দ্বারা স্নান হইবে মূলমন্ত্রে এবং শর্করা-স্নান গায়ত্রী মন্ত্রে হইবে। তদনন্তর জীবন্যাস করিয়া অন্যান্য ন্যাস করিবে। হে মহাদেবি! আমি স্নেহবশে বলিতেছি, ধ্যানটী শ্রবণ কর। ৬-১০

"হস্তাভ্যাং...ভজে"—এইটি ধ্যানমন্ত্র। উহার অর্থ—যিনি দুইটি হস্ত দ্বারা কুম্ভদ্বয়নির্গলিত অমৃতরসে নিজমস্তক আপ্লাবিত করিতেছেন, দুই হস্তে সেই অমৃতকুম্ভদ্বয় ধারণ করিয়া আছেন, অপর দুই হস্তে মৃগমুদ্রা ও অক্ষমালা ধারণ করিতেছেন, যাঁহার ক্রোড়দেশে বিন্যস্ত দুইটী হস্তে অমৃতকুম্ভ রহিয়াছে, নবোদিত চন্দ্রকলা যাঁহার মুকুটরূপে বিরাজিত, নির্ম্মল পদ্মোপরি উপবিষ্ট নয়নত্রয়শালী কৈলাসাধিপতি সেই মহাদেবের ভজনা করি। এইভাবে পুনরায় ধ্যান করিয়া [মানসোপচারে] পূজা করিবে এবং পরে অঙ্গন্যাস করিবে। ১১

অঙ্গন্যাস—মন্ত্র উপরে উক্ত হইয়াছে। এইভাবে করন্যাসও করিতে হইবে। অতপরঃ [বিশেষার্ঘ্য স্থাপনাদিপূর্ব্বক] ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। জবা-ফুল, কৃষ্ণাপরাজিতা, বিল্বপত্র, অশ্বত্থ, করবীর ও অপামার্গ প্রত্যেকের হোম করিবে। উহাদের প্রত্যেকের ১০৮টি দ্বারা পূজা করিবে। ১২

হে মহেশ্বরি, অতঃপর বিশেষভাবে মধু প্রদান করিবে। গুড় ও আদার রসে ব্রাহ্মণের সুরাদান হইবে। কাংস্যপাত্রস্থ নারিকেলোদকে ক্ষত্রিয়ের, কাংস্য-পাত্রস্থ মধুদ্বারা বৈশ্যের এবং তাম্রপাত্রস্থ মধুদ্বারা শূদ্রের সুরাদান কর্ত্তব্য। ১৩-১৪

১। ক—মোক্ষীয়। ২। খ—জপা। ৩। ক—অপামার্গং করবীরং।

অথবা সার্ষপং তৈলমাজ্যেন হোময়েদ্ দ্বিজঃ।
জুহুয়াৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি [১]কথিতানি মহেশ্বরি॥ ১৫
মন্ত্রং শৃণু মহাদেবি। কথিতং তব শ্রদ্ধয়া।

[২]ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং ভর্গো দেবস্য ধীমহি উর্ব্বারুকমিব বন্ধনাৎ ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ।

অষ্টাধিকং জপেল্লক্ষং পুরশ্চরণ-পূর্ব্বকম্॥ ১৬
উক্তবিধানং সর্ব্বকর্ম্মসু[৩]।

স্থানভেদঃ—

শূন্যাগারে নদীতীরে পর্ব্বতে বা চতুষ্পথে।
বিল্বমূলে শ্মশানে বা নির্জ্জনে চ প্রপূজয়েৎ॥ ১৭
[৪]ভবাদ্যষ্টমূর্ত্তীঃ পূজয়েৎ। অণিমাদ্যষ্টশক্তীশ্চ।
বন্ধ্যা বা মৃতবৎসা বা [৫]বদ্ধো বা রাজশত্রুকে।
সর্ব্বশান্তিকরং দেবি [৬]পূজনং ত্র্যম্বকে শিবে॥
অতএব কথিতং মে সত্যং সত্যং বরাননে॥ ১৮

ইতি ক্রিয়োড্ডীশে মহাতন্ত্ররাজে দেবীশ্বরসংবাদে তৃতীয়ঃ পটলঃ॥ ৩

অনন্তর ব্রাহ্মণ সর্ষপতৈল ও ঘৃতদ্বারা হোম করিবে। হে মহেশ্বরি! তোমার নিকট সমস্ত অনুষ্ঠান সবিস্তরে বলিলাম। ১৫

হে মহেশ্বরি! তোমার শ্রদ্ধা দৃষ্টে মন্ত্রও বলিতেছি, শ্রবণ কর; 'ওঁ তৎ সবিতুঃ'......, ইত্যাদি মন্ত্র। এই মন্ত্র পুরশ্চরণপূর্ব্বক অষ্টাধিক লক্ষ জপ করিবে। সমস্ত কার্য্যেই এই বিধান জানিবে। ১৬

শূন্যগৃহে, নদীতীরে, পর্ব্বতে অথবা চতুষ্পথে, বিল্বমূলে কিংবা শ্মশানে অথবা নির্জ্জন স্থানে পূজা করিবে। ভবাদি অষ্টমূর্ত্তি ও অণিমাদি অষ্টশক্তির পূজা করিবে। ১৭

হে দেবি! বন্ধ্যা অথবা মৃতবৎসা কিংবা রাজা বা শত্রুকর্ত্তৃক বদ্ধ ব্যক্তি, যেই হউক, ত্রিলোচন মহেশ্বরের পূজা সর্ব্ববিষয়ে শান্তি বিধান করে। হে বরাননে! এইজন্য ইহা তোমার নিকটে বলিলাম। ইহা ধ্রুব সত্য। ১৮

হরপার্ব্বতীর কথোপকথনে মহাতন্ত্ররাজ ক্রিয়োড্ডীশের
তৃতীয় পটল সমাপ্ত। ৩

১। ক—কথিতং তে মহেশ্বর।
২। ক—প্রণবাদি তৎসবিতু—।
৩। অয়মংশঃ খ-পুস্তকে নাস্তি।
৪। 'সর্ব্বাদ্যষ্টে'তি যুজ্যতে।
৫। ক—বদ্ধং।
৬। ক—পূজনে।

চতুর্থঃ পটলঃ

অথ সর্ব্বব্যাধিবিমোচনম্

শৃণু বক্ষ্যামি চার্ব্বঙ্গি। সর্ব্বব্যাধিবিমোচনম্।
একাদশ পূজয়েদ্ রুদ্রান্ দশাংশং গুগ্‌গুলৈর্ঘৃতৈঃ॥ ১
চত্বারঃ কুম্ভাঃ[১] সংস্থাপ্যাঃ পঞ্চপল্লবসংযুতাঃ।

উক্তমন্ত্রেণ রৌপ্যাষ্টদল-পদ্মমধ্যে লিঙ্গং পূজয়েৎ। প্রতিবাসরং সপ্তলিঙ্গং পূজয়েৎ। লক্ষং জপ্ত্বা—পলাশসমিধা হোমমুক্তমন্ত্রেণ তৎক্রমাৎ॥ ২

অত্র পীঠে যজমানমভিষেকয়েৎ। দক্ষিণাং দদ্যাদ্ গো-ভূ-হেম-তিলাঞ্জলীন্ ব্রাহ্মণেভ্যঃ। কিঞ্চিদ্ [২]দেয়মাচার্য্যায় দদ্যাৎ॥ ৩

ইতি ক্রিয়োড্ডীশে মহাতন্ত্ররাজে দেবীশ্বরসংবাদে চতুর্থঃ পটলঃ॥ ৪

হে সুন্দরি, সর্ব্বব্যাধি বিমোচনের আর এক উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর। দশাংশ গুগ্‌গুল ও ঘৃত দ্বারা একাদশ রুদ্রের পূজা করিবে। পঞ্চপল্লবযুক্ত চারিটী কুম্ভ স্থাপন করিবে। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে রৌপ্যনির্ম্মিত অষ্টদলপদ্মমধ্যে শিবলিঙ্গের পূজা করিবে। প্রতিদিন সাতটী লিঙ্গের পূজা কর্ত্তব্য। একলক্ষ জপ করিয়া পলাশ সমিধ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে সেই ক্রমানুসারে হোম করিবে। ১-২

ইহাতে পীঠোপরি বসাইয়া [পূর্ব্বোক্ত কুম্ভোদকে] যজমানকে অভিষিক্ত করিবে। গো, ভূমি, সুবর্ণ, তিলাঞ্জলি ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দিবে। কিঞ্চিদ্ দানীয় বস্তু আচার্যকে দান করিবে। ৩

হর-পার্ব্বতীর কথোপকথনে মহাতন্ত্ররাজ ক্রিয়োড্ডীশের
চতুর্থ পটল সমাপ্ত। ৪

১। ক—সংস্থাপ্য। ২। ক—খ—দেয়া।

পঞ্চমঃ পটলঃ

[1]অথ ক্রিয়োপদেশঃ

বশীকরণাদিকর্ম্মাণি বারতিথিনক্ষত্রমণ্ডলবিশেষে [2]কর্ত্তব্যানি। স্ফাটিকী মালা সর্ব্বসিদ্ধিদা। মণিসংখ্যা—

পঞ্চবিংশতিভির্মোক্ষঃ পুষ্টৌ তু সপ্তবিংশতিঃ।
ত্রিংশদ্ভির্ধনসিদ্ধি[3]স্তু পঞ্চাশন্মন্ত্রসিদ্ধয়ে ॥
অষ্টোত্তরশতৈঃ সর্ব্বসিদ্ধিঃ। ১
শিবমন্ত্রসমাযুক্তমৌষধং সফলং ভবেৎ।

মূলিকোৎপাটন-চ্ছেদনাদি-[4]বিধিঃ পূর্ব্বতন্ত্রে কথিতঃ[5]। বন্ধ্যাদিদোষ-নিবারণম্। স্ত্রীণাং বাধকমোচনম্। রক্তমাদ্র্যাদি চতুর্বিধ-বাধকদোষ-নিবারণম্।

তত্র যন্ত্রম্—

ত্রিকোণমথ ষট্‌কোণং নবকোণং মণ্ডলাকৃতিঃ।
যন্ত্রাণ্যেতানি সংলিখ্যাবাহয়েন্মন্ত্রপূর্ব্বকম্।
তত্র পূজনাদৌষধাদিভক্ষণাদ্দোষশান্তিঃ ॥ ২

ইতি ক্রিয়োড্ডীশে মহাতন্ত্ররাজে দেবীশ্বরসংবাদে পঞ্চমঃ পটলঃ ॥ ৬

বশীকরণাদি ক্রিয়াসমূহ বিশেষ বিশেষ বার, তিথি ও নক্ষত্রে বিশেষ বিশেষ মণ্ডলে করণীয়। স্ফটিকের জপমালা সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধিপ্রদ। মণিসংখ্যা নিম্নরূপ। ২৫টী মণির মালায় মোক্ষলাভ। পৌষ্টিক কার্য্যে ২৭টী, ধনলাভার্থে ৩০টী এবং মন্ত্রসিদ্ধির জন্য ৫০টী স্ফটিক মণি দিয়া মালা গাঁথিতে হইবে। ১০৮টীতে সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ১

শিবমন্ত্র সংযোগে ঔষধ ফলপ্রদ হয়। মূল উৎপাটন ও ছেদনাদির বিধান পূর্ব্বোক্ত তন্ত্রে কথিত হইয়াছে। বন্ধ্যাদি দোষ নিবারণ, স্ত্রীলোকদিগের বাধক দোষ নিবারণ, রক্তমাদ্রি প্রভৃতি চারিপ্রকার বাধক দোষ নিবারণ—এই সমস্ত কার্যে ত্রিকোণ, ষট্‌কোণ, নবকোণ ও মণ্ডলাকৃতি যন্ত্র অঙ্কন করিয়া তাহাতে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আবাহন করিবে। সেই যন্ত্রে পূজা করিলে এবং ঔষধাদি ভক্ষণ করিলে দোষ শান্তি হইয়া থাকে। ২

মহাতন্ত্ররাজ ক্রিয়োড্ডীশের পঞ্চম পটল সমাপ্ত। ৫

১। খ—'অথ' নাস্তি। ২। ক—কর্ত্তব্যং। ৩। ক—'তু' নাস্তি।
৪। ক—বিধিপূর্ব্বং। ৫। ক—তম্।

ষষ্ঠঃ পটলঃ

[১]অথ মৃতবৎসাদিশান্তিকবচম্

মৃতবৎসা-[২]মৃতগর্ভা-পুত্রহীনানাং শান্তিকবচধারণাৎ।

কবচং প্রথমম্—

ওঁ নমো নরসিংহায় নমো মহাবিপন্নাশায় দিব্যরূপায় নরসিংহায় নমঃ। স্ত্রৌং সৌং ক্ষ্রৌং রামায় নমঃ। রাং রামায় নমঃ। ওঁ হ্রীং শ্রীং ফণং হুং হাং ফোৎকারশব্দেন সর্ব্ববালকস্য সর্ব্বভয়োপদ্রবনাশায়* ইমাং বিদ্যাং পঠতি ধারয়তি যদি তদা নরসিংহো রক্ষতি সদা হুং ফট্ স্বাহা॥ ১

[৩]প্রকারান্তরেণ দ্বিতীয়কবচম্—

ওঁ নমো নরসিংহায় হিরণ্যকশিপোর্ব্বক্ষঃস্থল-বিদারণায় ত্রিভুবনব্যাপকায় ভূতপ্রেত-পিশাচ-ডাকিনী-[৪]কুলনাশায় স্তম্ভোস্তবায় সমস্তদোষান্ হর হর বিষ বিষ পচ পচ মথ মথ হন হন ফট হুং[৫] ফট্ ঠঃ ঠঃ এহি রুদ্রো জ্ঞাপয়তি স্বাহা।

ওঁ ক্ষ্রৌং নমো ভগবতে নরসিংহায় জ্বালামালিনে দীপ্তদ্রংষ্ট্রায় অগ্নিনেত্রায় সর্ব্বরক্ষোঘ্নায় সর্ব্বভূতবিনাশায় সর্ব্বজ্বরবিনাশায় দহ দহ পচ পচ রক্ষ রক্ষ হুং ফট্ স্বাহা॥ ২

গোরোচনয়া ভূর্জ্জে বিলিখ্য স্বর্ণস্থা গুটিকা স্ত্রিয়া বামকরে পুরুষেণ দক্ষিণে করে ধার্য্যা। কদাপি ন দোষঃ॥

ইতি ক্রিয়োড্ডীশে মহাতন্ত্ররাজে দেবীশ্বরসংবাদে ষষ্ঠঃ পটলঃ॥ ৬

মৃতবৎসা, মৃতগর্ভা ও অপুত্রতা দোষ শান্তির জন্য দুই প্রকার মন্ত্রময় কবচ কথিত হইয়াছে। ঐ দুই প্রকার মন্ত্রময় কবচ গোরোচনা দ্বারা ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া গুটিকা করিয়া মাদুলির মধ্যে স্ত্রীলোকের বাম হস্তে ও পুরুষের দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিতে হইবে। তাহা হইলে কখনও ঐ দোষ হইবে না।

হর-পার্ব্বতীর কথোপকথনে মহাতন্ত্ররাজ ক্রিয়োড্ডীশের
ষষ্ঠ পটল সমাপ্ত। ৬

১। খ—'অথ' নাস্তি। ২। ক—গর্ভে মৃতা। * ক—পুস্তকে 'য' ইত্যধিকমস্তি।
৩। ক—প্রকারান্তরং দ্বিতীয়ম্। ৪। ক—কুলোন্নাশায়। ৫। ক—হুং ওঁ।

সপ্তমঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

শ্রুতং কবচচরিতমপূর্ব্বং দেববাঞ্ছিতম্।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি যন্ত্রং কথয় মে প্রভো ॥ ১

ঈশ্বর উবাচ—

(যন্ত্রম্)

মাত্রাহীনং[১] বকারং তু পার্শ্বে-শীর্ষং তথা পুনঃ।
[২]মায়াত্মকং তেন ভবেৎ ষট্‌কোণং যন্ত্রমুত্তমম্।
[৩]মায়াবীজ-হ্রীং-গর্ভম্ ॥ ২
[৪]স্ত্রিয়া বামহস্তে ধারণাদ্ বন্ধ্যা পুত্রবতী ভবেৎ।
বালায়া বালকস্যাপি কণ্ঠে [৫]ধার্য্যং সুখী ভবেৎ।
ভূর্জ্জে গোরোচনয়া বিলিখ্য স্বর্ণস্থং ধারয়েৎ ॥ ৩

ষোড়শী[৬]চক্রস্য গোরোচনয়া ভূর্জ্জে-বিলিখ্য ধারণাৎ স্ত্রীণাং[৭] সৌভাগ্যবৃদ্ধিঃ। চতুষ্কোণচক্রং সংলিখ্য হ্রীংগর্ভং বাহৌ ধারণাৎ নারী জীবপুত্রিকা[৮]। অথবা চতুষ্কোণে প্রণবাদি ক্ষং পুনর্মীনচক্রং সংলিখ্য ধারণাদ্ বন্ধ্যা [৯]জীবপুত্রিকা ভবতি ॥ ৪

অতঃপরম্—অষ্টদল-কর্ণিকামধ্যে মায়া। ততঃ পরং দলমধ্যে[১০] দ্বে দ্বে মায়াবীজে পুনঃ পুনঃ। ইতঃ পরং নবদলং মায়াবীজং[১১] বিলিখ্য বাহৌ

শ্রীপার্ব্বতীদেবী বলিলেন—দেববাঞ্ছিত অপূর্ব্ব-কবচ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। হে প্রভো! এক্ষণে শুনিতে ইচ্ছা করি, আমার নিকট যন্ত্রের কথা বলুন। মহাদেব বলিলেন—প্রথমে মাত্রাবিহীন 'ব' লিখিয়া পরে পুনরায় পার্শ্বে মস্তক রাখিয়া সেইরূপ মাত্রাবিহীন মায়াবীজযুক্ত ব-কার লিখিবে। ইহাতে উত্তম ষট্‌কোণ যন্ত্র হইবে। মায়াবীজ 'হ্রীং' উহার গর্ভদেশে থাকিবে। ১-২

স্ত্রীলোকের বামহস্তে ধারণ করিলে বন্ধ্যা পুত্রবতী হইবে, বালিকা বা বালকের কণ্ঠে ধারণ করাইলে সুখী হইবে। ভূর্জ্জপত্রে গোরোচনা দ্বারা লিখিয়া স্বর্ণমধ্যে ধারণ করিতে হইবে। ৩

ভূর্জ্জপত্রে গোরোচনা দ্বারা ষোড়শীচক্র লিখিয়া ধাধণ করিলে রমণীদের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। মধ্য স্থানে হ্রীংযুক্ত চতুষ্কোণ চক্র লিখিয়া বাহুতে ধারণ করিলে জীবপুত্রা হইবে। অথবা চতুষ্কোণ মধ্যে প্রণবযুক্ত ক্ষং এবং পুনরায় মীনচক্র লিখিয়া ধারণ করিলে বন্ধ্যা পুত্রবতী ও জীবপুত্রা হইবে। ৪

আর একটি, অষ্টদল পদ্মের কর্ণিকামধ্যে হ্রীং, তারপর প্রত্যেকটি দলে দুই দুইটী হ্রীং, পরে পুনরায় হ্রীং-যুক্ত নবদল পদ্ম লিখিয়া বাহুতে ধারণ করিলে

১। খ—রকারং। ২। ক—তেনৈব জায়তে যন্ত্রং ষট্‌কোণং মায়য়াত্মকম্। ৩। ক-খ—মায়াবীজং। ৪। স্ত্রীতি যুক্তঃ পাঠঃ। ৫। ক—ধার্য্যা, খ—সদ্ধার্য্য। ৬। ক—চক্রং। ৭। ক—সৌভাগ্যদায়িনং। ৮-৯। খ—জীবৎপুত্রিকা। ১০। ক—দ্বৌ দ্বৌ মায়া পুনঃ পুনঃ। ১১। ক—লিখ্য।

ধারণান্মৃতবৎসা জীববৎসা[১] ॥ গোরোচনাকুঙ্কুমেন সংলিখ্য রক্তসূত্রেণ সংবেষ্ট্য। গুটিকাং পঞ্চামৃতৈঃ পঞ্চগব্যৈঃ স্নাপয়িত্বা।

প্রণবেন তু সংমন্ত্র্য স্নাপয়েদ্ গন্ধদ্রব্যকৈঃ।
প্রাণান্ প্রতিষ্ঠাপ্য দেবতাখ্যাং গুটিকাং সম্পূজ্য ধারয়েৎ ॥ ৫

শিবস্নানম্—

ঘৃতেন মধুনা বাপি স্নাপয়েদ্ বশ্যকর্ম্মণি।
দুগ্ধাদিনা [২]তথা দেবি! শান্তৌ মৃত্যুঞ্জয়েঽপি চ।
আকর্ষণে তু মধুনা ভস্মনা ক্রূরকর্ম্মণি ॥ ৬

অস্য পরিমাণম্—

শততোলকমানেন দ্রব্যমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্।
তন্মানং সম্বিদা-চূর্ণং নৈবেদ্যং চ সুরেশ্বরি ॥ ৭
বিল্বপত্রং তথা পুষ্পং দদ্যাদষ্টোত্তরং শতম্।
শান্তিকাদৌ দ্রোণ-পুষ্পং বর্ব্বরা চাভিচারকে ॥ ৮
স্তম্ভনে মোহনে চৈব ধুস্তুরং কনকাহ্বয়ম্।
বিদ্বেষোচ্চাটনে দেবি বিজয়াপ্যপরাজিতা ॥ ৯
চতুর্দ্দশ্যাং সমারভ্য যাবদন্যা চতুর্দ্দশী।
একৈকং ক্রমশো লিঙ্গং পূজয়েদ্ ভক্তিভাবতঃ ॥ ১০
অষ্টাধিক-সহস্রন্তু জপং কুর্য্যাদ্ দিনে দিনে।
সপ্তাহে সপ্ত লিঙ্গানি পঞ্চাহে বাথ পঞ্চকম্ ॥ ১১
চণ্ডোগ্রেণ বিধানেন জপপূজাদিকং স্মৃতম্।
বটুকেন তু মন্ত্রেণ মঞ্জুঘোষেণ বা প্রিয়ে ॥ ১২

মৃতবৎসার সন্তান বাঁচিয়া থাকিবে। গোরোচনা ও কুঙ্কুম দ্বারা লিখিয়া রক্তসূত্রে বেষ্টিত করিয়া গুটিকাটীকে পঞ্চামৃত ও পঞ্চগব্যে স্নান করাইয়া প্রণব দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া গন্ধদ্রব্য দ্বারা পুনরায় স্নান করাইবে। প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবতাত্মিকা সেই গুটিকাটিকে পূজা করিয়া ধারণ করিবে। ৫

শিবস্নানবিধি—বশীকরণ কার্য্যে ঘৃত অথবা মধুদ্বারা স্নান করাইবে। হে দেবি! শান্তিকার্য্য ও মৃত্যুঞ্জয়প্রয়োগে দুগ্ধাদিদ্বারা, আকর্ষণ কার্য্যে মধুদ্বারা এবং অভিচার কার্য্যে ভস্ম দ্বারা স্নান করাইবে। ৬

ইহার পরিমাণ—এই সমস্ত স্নানদ্রব্যের পরিমাণ একশত তোলা। হে সুরেশ্বরি! একশত তোলা পরিমিত সিদ্ধিচূর্ণ নৈবেদ্য দিবে। পুষ্প ও বিল্বপত্র ১০৮ করিয়া দিতে হইবে। শান্ত্যাদিকার্য্যে দ্রোণপুষ্প, অভিচার কার্য্যে বাবুই তুলসীর ফুল, স্তম্ভন ও মোহন কার্য্যে কনকনামক ধুস্তুর পুষ্প (কনক ধুতরা), বিদ্বেষণ ও উচ্চাটন কার্য্যে বিজয়া (সিদ্ধি) ও অপরাজিতা পুষ্প প্রদেয়। ৭-৯

চতুর্দ্দশীতে আরম্ভ করিয়া আর এক চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত প্রতিদিন ভক্তিভাবে এক একটী শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে। প্রতিদিন ১০০৮ অষ্টাধিক সহস্র সংখ্যক জপ করিবে। অথবা সাতদিনে সাতটী, কিংবা পাঁচদিনে পাঁচটী লিঙ্গের পূজা করিবে। এই পূজা ও জপাদি চণ্ডোগ্র শূলপাণির পূজাদির বিধানানুসারে

১। খ—জীবদ্বৎসা। ২। ক—স্নাপয়েৎ।

[1]ত্রৈয়ম্বকেন দেবেশি শান্তিকে জপপূজনম্ ।
তত্তৎকল্পবিধানেন [2]জপং পূজাং সমাচরেৎ ॥ ১৩
জাতিধ্বংসে কুলোচ্ছেদে [3]জ্বরাদৌ রোগসঙ্কটে ।
মহাভয়ে সমুৎপন্নে সর্ব্বাভিচার-সম্ভবে ।
যত্নেন পূজয়েদ্ দেবি ! লিঙ্গমষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ১৪
অতিরুদ্রপ্রয়োগাদৌ রুদ্রাধ্যায়েন বা পুনঃ ।
নীলকণ্ঠেন বা দেবি স্তবেন তোষয়েচ্ছিবম্ ॥ ১৫

স্তবঃ—

সর্ব্বজ্ঞ-জ্ঞানবিজ্ঞান[4]-প্রদায়ৈক-মহাত্মনে ।
নমস্তে [5]সর্ব্বদেবেশ সর্ব্বভূতহিতে রত[6] ॥ ১৬
অনন্তকান্তিসম্পন্ন অনন্তাসন-সংস্থিত[7] ।
অনন্তকান্তিসম্ভোগ[8] ! পরমেশ ! নমোঽস্তু তে ॥ ১৭
পরাপর পরাতীত উৎপত্তিস্থিতিকারক[9] ।
সর্ব্বার্থ-সাধনোপায় ! বিশ্বেশ্বর ! নমোঽস্তু তে ॥ ১৮
সর্ব্বার্থ-নির্ম্মলাভোগ[10] সর্ব্বব্যাধিবিনাশন ।
যোগিযোগী মহাযোগী যোগীশ্বর নমোঽস্তু তে ॥ ১৯
কৃত্বা লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাং চ ধ্যাত্বা দেবং সদাশিবম্ ।
পূজয়িত্বা বিধানেন স্তবপাঠমুদীরয়েৎ ॥ ২০
লিঙ্গস্তবং মহাপুণ্যং যঃ শৃণোতি সদা নরঃ ।
নোৎপদ্যতে চ সংসারে স্থানং প্রাপ্নোতি শাশ্বতম্ ॥ ২১
তস্মাৎ সর্ব্ব-প্রযত্নেন শৃণুয়াচ্চ সুসংস্তবম্ ।
পাপকর্ত্তা কলেমু´ক্তঃ[11] প্রাপ্নোতি পরমং পদম্ ॥ ২২

ইতি ক্রিয়োড্ডীশে মহাতন্ত্ররাজে দেবীশ্বরসংবাদে সপ্তমঃ পটলঃ ॥ ৭

করিতে হইবে। হে প্রিয়ে ! হে সুরেশ্বরি ! শান্তকার্য্যে বটুকভৈরবমন্ত্রে অথবা মঞ্জুঘোষমন্ত্রে অথবা ত্র্যম্বক মন্ত্রে জপ ও পূজাদি কার্য্য বিহিত। তত্তৎ প্রকরণোক্ত বিধানানুসারে জপ ও পূজাদি করিতে হইবে। ১০-১৩

দেবি ! জাতিধ্বংস, বংশনাশ, জ্বরাদি রোগসঙ্কট, এবং পরপ্রযুক্ত সর্ব্ববিধ অভিচারক্রিয়া-জনিত মহাভয় উপস্থিত হইলে অষ্টোত্তর শত শিবলিঙ্গের যত্ন-সহকারে পূজা করিবে। অতিভয়ানক প্রয়োগাদির ক্ষেত্রে রুদ্রাধ্যায় অথবা নীলকণ্ঠ স্তব দ্বারা মহাদেবের সন্তোষ বিধান করিবে। ১৪-১৫

স্তব যথা—'সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানবিজ্ঞান......যোগীশ্বর নমোঽস্তু তে'। লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া সদাশিব দেবতার ধ্যান পূর্ব্বক যথাবিধানে পূজা করিয়া এই স্তব পাঠ করিবে। এই মহাপবিত্র লিঙ্গস্তব যে-ব্যক্তি সর্ব্বদা শ্রবণ করে সে শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হয়, সংসারে জন্মগ্রহণ করে না। সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে এই উত্তম স্তবটি·

১। খ—ত্র্যম্বকমন্ত্রেণ। ২। ক—পূজা-জপং। ৩। ক—মহাজ্বরে।
৪। খ—প্রদানৈ। ৫। খ—দেবদেবেশ। ৬। ক—রতঃ।
৭। ক—সংস্থিতঃ। ৮। ক—সম্ভোগঃ। ৯। ক—কারকঃ।
১০। ক—নির্ম্মলভোগঃ। ১১। ক—কলির্মুক্তঃ।

অষ্টমঃ পটলঃ

[১]অথ রুদ্রকবচম্

ভৈরব উবাচ—

বক্ষ্যামি দেবি ! কবচং মঙ্গলং প্রাণরক্ষকম্ ।
অহোরাত্রং মহাদেবরক্ষার্থং দেবমণ্ডিতম্ ॥ ১

অস্য শ্রীমহাদেবকবচস্য বামদেব ঋষিঃ পংক্তিশ্ছন্দঃ [২]সৌঃ বীজং রুদ্রো দেবতা সর্ব্বার্থসাধনে বিনিয়োগঃ ।

রুদ্রো মামগ্রতঃ পাতু পৃষ্ঠতঃ [৩]পাতু শঙ্করঃ ।
কপর্দ্দী দক্ষিণে পাতু বামপার্শ্বে তথা হরঃ ॥ ২
শিবঃ শিরসি মাং পাতু [৪]ললাটে নীললোহিতঃ ।
নেত্রং মে ত্র্যম্বকঃ পাতু বাহুযুগ্মং মহেশ্বরঃ ॥ ৩
হৃদয়ে চ মহাদেব ঈশ্বরশ্চ তথোদরে ।
নাভৌ কুক্ষৌ কটিস্থানে পাদৌ পাতু মহেশ্বরঃ ॥ ৪
সর্ব্বং রক্ষতু ভূতেশঃ সর্ব্বগাত্রাণি মে হরঃ ॥ ৪
পাশং শূলং চ দিব্যাস্ত্রং [৫]খড়্গাঞ্চ বজ্রমেব চ ।
নমস্করোমি ভূতেশ[৬] ! রক্ষ মাং জগদীশ্বর ॥ ৫

শ্রবণ করিবে। কলির পাপকারী ব্যক্তিও পাপমুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। ১৬-২১

হরপার্ব্বতীর কথোপকথনে মহাতন্ত্ররাজ ক্রিয়োড্ডীশের
সপ্তম পটল সমাপ্ত। ৭

অষ্টম পটল

রুদ্রকবচ

“ভৈরব বলিয়াছিলেন—হে দেবি ! দিবারাত্র মহাদেব-কর্তৃক রক্ষার জন্য প্রাণরক্ষক মঙ্গলময় নামাত্মক দেবতালংকৃত কবচ বিবৃত করিব। এই মহাদেব-কবচের ঋষি বামদেব, পংক্তি ছন্দ, বীজমন্ত্র সৌঃ, দেবতা রুদ্র এবং সর্ব্বার্থ সাধনেই ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। সম্মুখে রুদ্র, পশ্চাতে শঙ্কর, দক্ষিণে কপর্দ্দী এবং বামে হর, মস্তকে শিব ও ললাটে নীললোহিত আমাকে রক্ষা করুন। ত্র্যম্বক আমার চক্ষু এবং মহেশ্বর বাহুমূল রক্ষা করুন। ১-৩

হৃদয়ে মহাদেব, উদরে ঈশ্বর, নাভি, কুক্ষি, কটিদেশ ও চরণদ্বয়ে মহেশ্বর রক্ষা করুন। ভূতেশ্বর আমার সর্ব্বস্ব রক্ষা করুন, হর আমার সর্ব্বগাত্র রক্ষা করুন। হে ভূতেশ্বর ! দিব্য অস্ত্র, পাশ, শূল, খড়্গ ও বজ্রকে নমস্কার করি। হে জগদীশ্বর ! আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৪-৫

১। খ—অথেতি নাস্তি। ২। ক—হ্‌সৌঃ। ৩। ক—'পাতু' নাস্তি।
৪। ক—ললাটং। ৫। খ—খড়্গাং বজ্রং তথৈব চ। ৬। ক—ভূতেশঃ।

পাপেভ্যো নরকেভ্যশ্চ ত্রাহি মাং ভক্তবৎসল।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-কামক্রোধাদপি প্রভো।
লোভমোহান্মহাদেব ! রক্ষ মাং ত্রিদশেশ্বর ॥ ৬
ত্বং গতিস্ত্বং মতিশ্চৈব ত্বং ভূমিস্ত্বং পরায়ণঃ।
কায়েন মনসা বাচা ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্তু মে ॥ ৭

ফলশ্রুতিঃ—

ইত্যেতদ্রুদ্রকবচং পঠনাৎ পাপনাশনম্।
মহাদেবপ্রসাদেন ভৈরবেণ চ কীর্ত্তিতম্ ॥ ৮
ন তস্য [1]পাপং দেহেষু ন ভয়ং তস্য বিদ্যতে।
প্রাপ্নোতি সুখমারোগ্যং পুত্রমায়ুঃপ্রবর্দ্ধনম্ ॥ ৯
পুত্রার্থী লভতে পুত্রান্ ধনার্থী ধনমাপ্নুয়াৎ।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং মোক্ষার্থী মোক্ষমেব চ ॥ ১০
ব্যাধিতো মুচ্যতে [2]রোগী বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপং চ পঠনাদেব নশ্যতি ॥ ১১

ইতি ক্রিয়োড্ডীশে মহাতন্ত্ররাজে দেবীশ্বরসংবাদে অষ্টমঃ পটলঃ ॥ ৮

হে ভক্তবৎসল ! পাপ ও নরক হইতে আমাকে পারিত্রাণ করুন। হে প্রভু, হে মহাদেব ! হে ত্রিদশেশ্বর ! জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি, কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ হইতে রক্ষা করুন। ৬

আপনি [সর্ব্বজীবের] গতি এবং আপনি জ্ঞানস্বরূপ বা জ্ঞানদাতা, আপনি ভূমি এবং আপনিই পরম আশ্রয়। কায়মনোবাক্যে আপনার প্রতি আমার ভক্তি দৃঢ় হউক।" ৭

এই রুদ্রকবচ পাঠ করিলে পাপনাশ হয়। ইহা মহাদেবের অনুগ্রহে ভৈরবকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। [যে ইহা পাঠ করে] তাহার পাপ থাকে না। দেহবিষয়ে কোন ভয় থাকে না ; সুখ, আরোগ্য, পুত্র ও দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হয়। ৮-৯

পুত্রার্থী বহু পুত্র লাভ করে। ধনার্থী ধন, বিদ্যার্থী বিদ্যা এবং মোক্ষার্থী মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। রোগী রোগ মুক্ত হয়, বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধনমুক্ত হইয়া থাকে। পাঠমাত্রেই ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতকও নষ্ট হইয়া যায়। ১০-১১

হরপার্ব্বতীর কথোপকথনে মহাতন্ত্ররাজ ক্রিয়োড্ডীশের
অষ্টম পটল সমাপ্ত। ৮

১। ক—পাপদেহেষু।   ২। খ—রোগাৎ।

নবমঃ পটলঃ

[১]অথাসনম্

একং সিদ্ধাসনং প্রোক্তং দ্বিতীয়ং কমলাসনম্।
ব্যাঘ্রাজিনে সর্ব্বসিদ্ধি র্জ্ঞানসিদ্ধির্মৃগাজিনে ॥ ১
বস্ত্রাসনং রোগহরং বেত্রজং প্রীতিবর্দ্ধনম্।
[২]কৌষেয়ং পুষ্টিদং প্রোক্তং কম্বলং সর্ব্বসিদ্ধিদম্ ॥ ২
শুক্লং বা যদি বা কৃষ্ণং বিশেষাদ্রক্তকম্বলম্।
মেষাসনন্তু বশ্যার্থমাকৃষ্টৌ ব্যাঘ্রচর্ম্ম চ ॥ ৩
শান্তৌ মৃগাজিনং শস্তং মোক্ষার্থং ব্যাঘ্রচর্ম্ম চ।
গোচর্ম্ম স্তম্ভনে দেবি! [৩]বাজং চোচ্চাটনে তথা ॥ ৪
.........[৪]বিদ্বেষে [৫]শ্বানচর্ম্ম চ......
[৬]মারণে মাহিষং চর্ম্ম কর্ম্মোদ্দিষ্টং সমাচরেৎ ॥ ৫
সর্ব্বকামার্থদং দেবি! পট্টবস্ত্রাসনং তথা।
কুশাসনং কম্বলং বা সর্ব্বকর্ম্মসু পূজিতম্ ॥ ৬
দুঃখদারিদ্র্যনাশং তু কাষ্ঠপাষাণজাসনম্। ৭

[৭]অথ হোমঘটাদিস্থাপনম্

নিত্যং নৈমিত্তিকং [৮]কার্য্যং স্থণ্ডিলে বা সমাচরেৎ।
হস্তমাত্রেণ তৎ কুর্য্যাৎ বালুকাভিঃ সুশোভনম্ ॥ ৮

অনন্তর আসনবিধি কথিত হইতেছে। আসন দুই প্রকার, সিদ্ধাসন ও পদ্মাসন। ব্যাঘ্রচর্ম্মে সর্ব্বসিদ্ধি ও মৃগচর্ম্মে জ্ঞানসিদ্ধি হইয়া থাকে। বস্ত্রের আসন রোগহরণ করে, বেত্রাসন প্রীতি বর্দ্ধন করে। কৌষেয় (তসর গরদ) আসন পৌষ্টিককার্য্যে সিদ্ধিপ্রদ বলিয়া কথিত। কম্বল সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধিপ্রদ। তা সে কম্বল শুক্ল বা কৃষ্ণ যাহাই হউক। বিশেষতঃ রক্তকম্বল সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়ক। বশীকরণ কার্য্যে মেষচর্ম্মের আসন, আকর্ষণ কার্য্যে ব্যাঘ্রচর্ম্মাসন, শান্তিকার্য্যে মৃগচর্ম্ম ও মোক্ষার্থে ব্যাঘ্রচর্ম্মের আসন প্রশস্ত। হে দেবি! স্তম্ভন-কার্য্যে গোচর্ম্ম এবং উচ্চাটন কার্য্যে অশ্বচর্ম্মের আসন অনুকূল। বিদ্বেষণে কুক্কুরের ও মারণকার্য্যে মহিষচর্ম্মের আসন প্রশস্ত। কর্ম্মানুসারে কথিত আসন গ্রহণ করা বিধেয়। ১-৫

হে দেবি! পট্টবস্ত্রের আসন সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টার্থ প্রদান করে। কুশাসন কিংবা কম্বলাসন সমস্ত কার্য্যেই প্রশস্ত। কাষ্ঠ ও প্রস্তরের আসন দুঃখ-দারিদ্র্য নাশে অনুকূল। ৬-৭

অনন্তর হোম-ঘটাদি স্থাপনের বিধান বলা হইতেছে—নিত্য ও নৈমিত্তিক

১। খ—'অথ' নাস্তি। ২। খ—কৌশেয়ং। ৩। বাজৌ। ৪। খ—বাজিং। ৫। ক—বিদ্বেষং শ্বানচর্ম্মেণ। ৬। ক—মারণং। ৭। খ—'অথ' নাস্তি। ৮। কাম্যমিতি যুক্তম্।

তোয়পূর্ণান্ ঘটান্ পঞ্চ স্থাপয়েৎ পরমেশ্বরি।
একেন [১]বস্ত্রযুগ্মেন স্থাপিতাঃ স্যুঃ সপল্লবৈঃ ॥ ৯
অশক্তৌ চ মহাদেবি! একৈকেন চ বাসসা।
কদাচিদপি চৈকেন সর্ব্বান্নাচ্ছাদয়েচ্ছিবে।
*অনাচ্ছাদিততোয়ানি স্থাপয়িত্বা ব্রজত্যধঃ ॥ ১০

ততঃ স্থাং স্থীং [২]স্থ্রীং ইতি শ্রীমিতি মন্ত্রেণ ঘটং স্থিরীকৃত্য ক্লীমিতি ঘট-প্রোক্ষণম্। ক্রা (?) মিতি ঘটাভি[৩]মন্ত্রণম্। স্থ্রীমিত্যারোপণম্। স্থ্রীং জলেন পূরণম্।

ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ পঠেৎ—
"ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ।
সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি জলদা নদাঃ।
হ্রদাঃ প্রস্রবণাঃ পুণ্যাঃ স্বর্গপাতালভূগতাঃ।
সর্ব্বতীর্থানি পুণ্যানি ঘটে কুর্ব্বন্তু সন্নিধিম্ ॥ ১১

ততঃ শ্রীমিতি পল্লবম্ হুমিতি ফলং রমিতি সিন্দূরম্। [৪]যমিতি পুষ্পম্। মূলেন দূর্ব্বাম্। ওঁ ওঁ ওঁ ইত্যভ্যুক্ষণম্। [৫]হুং ফট্ স্বাহা ইতি কুশেন তাড়নম্। শান্ত্যর্থং স্থাপয়েৎ কুম্ভম্। পুণ্যাহং বাচয়িত্বা কর্ম্ম কুর্য্যাৎ দিগ্‌বন্ধনাদি। গণেশগ্রহদিক্‌পালান্ প্রতি[৬]কুম্ভে পূজয়েৎ।

স্থণ্ডিলে পূজয়েল্লিঙ্গং সর্ব্ববিপদ্বিনাশনম্[৭]।
কুম্ভে চাপি পূজয়েৎ।
ততঃ অগ্নিমানীয় সংস্কৃত্য হোমং কুর্য্যাৎ ॥ ১২

হোম কার্য্য স্থণ্ডিলেও করিতে পারা যায়। সেই স্থণ্ডিল একহাত পরিমাণে বালুকা দ্বারা সুশোভিত করিয়া নির্ম্মাণ করিবে। হে পরমেশ্বরি! জলপূর্ণ পাঁচটি ঘট স্থাপিত করিবে। এক এক জোড়া বস্ত্র ও পল্লবের সহিত ঘটগুলি স্থাপিত হইবে। হে মহাদেবি! অসমর্থ হইলে এক একটী বস্ত্র দিয়াও স্থাপিত করিবে। হে শিবে! কদাপি একটীমাত্র বস্ত্রদ্বারা সবগুলি ঘটকে আচ্ছাদিত করিবে না। ঘটের জল আচ্ছাদিত না করিয়া স্থাপন করিলে অধোগামী হইবে। ৮-১০

তারপর 'স্থাং স্থীং' ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রদ্বারা স্থিরীকরণ, প্রোক্ষণ, অভি-মন্ত্রণ, আরোপণ ও জল পূরণ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া 'গঙ্গাদ্যাঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। তারপর কথিত মন্ত্রে পল্লব, ফল, সিন্দুর, পুষ্প ও দূর্ব্বা প্রদান পূর্ব্বক অভ্যুক্ষণ ও কুশ দ্বারা তাড়ন করিবে। শান্তিকুম্ভ স্থাপন করিবে। পুণ্যাহবাচনের পর দিগ্‌বন্ধনাদি কার্য্য করিবে। প্রত্যেক ঘটে গণেশ, নবগ্রহ ও দিক্‌পালগণের পূজা করিবে। স্থণ্ডিলের উপরে শিবলিঙ্গের পূজা করিলে সর্ব্ববিপদ্ বিনষ্ট হইবে। ঘটেও পূজা করিবে। তাহার পর অগ্নি আনয়ন করিয়া সংস্কার পূর্ব্বক হোম করিবে। ১১-১২

১। খ—মন্ত্র। * 'অনাচ্ছাদিতান্ তোয়ান্' ইতি ক—পুস্তক-পাঠঃ।
২। খ—স্থ্রীং নাস্তি। ৩। ক—মন্ত্রিতম্। ৪। খ—বমিতি। ৫। খ—ওঁং ফট্।
৬। খ—কুণ্ডে। ক—কুণ্ডে পূজনম্। ৭। খ—সর্ব্বাপত্তিবিনাশনম্।

মহাবিপত্তৌ জুহুয়াদ্ জবাং কৃষ্ণাপরাজিতাম্ ।
দ্রোণং বা করবীরং বা মনোঽভীষ্টফলং লভেৎ ॥ ১৩
করবীরৈঃ শ্বেতরক্তৈ রক্তচন্দনমিশ্রিতৈঃ ।
দ্রোণৈশ্চ কেতকীপুষ্পৈর্হোমো রোগং বিমোচয়েৎ ॥ ১৪
চম্পকৈঃ শ্বেতপদ্মৈশ্চ কোকনদঞ্চ বন্ধুকম্ ।
বিল্বপত্রং কুরবকং[১] মুনিপুষ্পং চ কেসরম্ ॥
হুত্বা যদি মহাদেবি ! অবশ্যং পুত্রবান্ ভবেৎ ॥ ১৫
রক্তোৎপলং বিল্বপত্রং কাঞ্চনং রক্তবর্ণকম্ ।
শান্তিমন্ত্র[২]ত্রিকং চাপি শতসংখ্যা ক্রমেণ তু ॥ ১৬
[৩]জুহুয়াত্তু মহেশানি সর্ব্বসিদ্ধি র্ভবেৎ তদা ॥ ১৭

ইতি ক্রিয়োড্ডীশে মহাতন্ত্ররাজে দেবীশ্বরসংবাদে নবমঃ পটলঃ ॥ ৯

দশমঃ পটলঃ

[৪]অথ শাক্তাভিষেকঃ—

শাক্তাভিষেকো বন্ধ্যা-মৃতবৎসা-রোগিণীনাং শান্তিকরঃ। ধনকীর্ত্ত্যায়ুর্বৃদ্ধি-সৌভাগ্যজননঃ সর্ব্বাশাপূরণো মন্ত্রদোষ-নিবারণোঽভিচারহরো গ্রহদোষনাশনঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদোঽভিষেকঃ ॥ ১

মহাবিপদ্ উপস্থিত হইলে জবা ও কৃষ্ণ অপরাজিতা অথবা দ্রোণপুষ্প কিংবা করবীর পুষ্প দ্বারা হোম করিলে অভীষ্ট ফল লাভ হইবে। শ্বেত ও রক্ত করবীর কিংবা দ্রোণ ও কেতকী পুষ্প রক্তচন্দন মিশ্রিত করিয়া হোম করিলে রোগমুক্তি হইবে। হে মহাদেবি ! চম্পক, শ্বেতপদ্ম, বন্ধূক পুষ্প, রক্তোৎপল, বিল্বপত্র, কুরবক, বক ও বকুল ফুল দিয়া হোম করিলে অবশ্যই পুত্রবান্ হইবে। ১৩-১৫

রক্তোৎপল, বিল্বপত্র, লাল ধুস্তুর পুষ্প তিনটী শান্তি মন্ত্রের প্রত্যেকটী [দ্বারা] একশত সংখ্যায় যথাক্রমে হোম করিবে। হে মহেশানি। তাহা হইলে সর্ব্বসিদ্ধিলাভ হইবে। ১৬-১৭

হর-পার্ব্বতীর কথোপকথনে মহাতন্ত্ররাজ ক্রিয়োড্ডীশের
নবম পটল সমাপ্ত। ৯

দশম পটল

অনন্তর শাক্তাভিষেক কথিত হইতেছে। শাক্তাভিষেক বন্ধ্যা ও মৃতবৎসা রোগিণীর শান্তিকারক ; ধন, কীর্ত্তি, আয়ু ও সৌভাগ্য বৃদ্ধিকারক, সমস্ত আশা

১। ক-খ—কুরুবকং। ২। ক—শান্তিমন্ত্র এক।
৩। ক—'যদি হুত্বা'। ৪। খ—'অথ' নাস্তি।

অথ নয়নরঞ্জনম্—

দীপং কৃত্বা তাম্রপাত্রে কজ্জলং পাতয়েদথ।
গব্যং ঘৃতেন চালোড্য চক্ষুষী অথ রঞ্জয়েৎ।
পূর্ব্বে চ যাদৃশং দৃষ্টং তাদৃশং চ প্রপশ্যতি[১] ॥ ২

প্রকারান্তরে—

রক্তচন্দনসংযোগান্মধুনা সহ রৌদ্রকে।
কিয়দ্ [২]ঘৃষ্টমঞ্জনং চ তিমিরং হন্তি সুন্দরি ॥ ৩

অথান্যঃ—

পুনর্নবাঘৃতং [৩]সদ্যশ্চক্ষুস্তেজস্করং ভবেৎ ॥ ৪

[৪]অথ জ্বরহরণম্—

অপামার্গস্য মূলং চ কন্যকাসূত্রবন্ধনে।
[৫]স্বাত্যাং তথা বৈষ্ণবে চ জ্বরং হন্তি সুদারুণম্ ॥ ৫

[৬]অথ সর্ব্বজ্বরনিবারণম্—

রক্তবাট্যা মূলমর্কবারে কদলীসূত্রৈঃ
শয্যায়াং দাপয়েৎ, সর্ব্বজ্বরং তাপজ্বরং হরেৎ ॥ ৬

[৭]অথ উদররোগপ্রশমনম্—

নাগেশ্বরমূলং মধুনা সহ পানাদু[৮]দররোগশান্তিঃ ॥ ৭

পরিপূরক, মন্ত্রদোষ নিবারক, অভিচার প্রতিরোধক, গ্রহদোষ বিনাশক এবং সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়ক অভিষেক। ১

অনন্তর চক্ষুর অঞ্জনের কথা বলা হইতেছে। দীপ প্রস্তুত করিয়া তাম্রপাত্রে কাজল পাড়িবে, গব্যঘৃতে মর্দ্দন করিয়া সেই কাজল চোখে দিলে পূর্ব্বের ন্যায় দৃষ্টিশক্তি হইবে। আর এক প্রকার কাজল বলা হইতেছে—রক্তচন্দন মধুর সহিত রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া কিঞ্চিৎ ঘষিয়া চোখে কাজল দিলে তিমির রোগ (রাত্র্যন্ধতা) নষ্ট হইবে। আর এক প্রকার হইতেছে—পুনর্নবাঘৃত। ইহা সদ্যই চক্ষুর জ্যোতি বর্দ্ধিত করে। ২-৪

জ্বর নিবারণের উপায় বলা হইতেছে—স্বাতী ও শ্রবণা নক্ষত্রে অপামার্গের মূল তুলিয়া কুমারী কন্যার হাতে কাটা সূতা দিয়া বন্ধন করিলে অতি দারুণ জ্বরও বিনষ্ট হয়। রবিবারে রক্তবাটীর মূল কলার সূতায় বাঁধিয়া শয্যায় রাখিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও দাহজ্বর নিবারিত হয়। ৫-৬

অতঃপর উদররোগের শান্তির কথা বলা হইতেছে—নাগেশ্বরমূল মধুর সহিত পান করিলে উদররোগের শান্তি হয়। ৭

১। ক—প্রপশ্যতে। ২। ক—খ—দৃষ্ট। ৩। ক—ভবেচ্চক্ষু।
৪। খ—'অথ' নাস্তি। ৫। ক—জ্বরং হন্যাৎ···স্বাতাং বিষ্ণুভে···।
৬। খ—'অথ' নাস্তি। ৭। খ—'অথ' নাস্তি। ক—অথ উদরী।
৮। ক—ত্বদরী রোগং নশ্যতি।

[১]অথ তৃষ্ণানাশঃ—

রক্তচন্দনং [২]ঘর্ষয়িত্বা তোলকং জলসংমিশ্রং বামহস্তে গৃহীত্বা মনুমষ্টোত্তরং শতং [৩]তদুপরি সংজপ্য পিবেৎ। সপ্তাহাৎ তস্য তৃষ্ণানাশো ভবিষ্যতি ॥ ৮

মন্ত্রস্তু—

শঙ্খবীজদ্বয়ং ভদ্রে 'নাশয়' দ্বিতয়ং বদেৎ।
'তৃষ্ণে'তি পদমুচ্চার্য্য ততঃ 'স্বাহা' মনুর্মতঃ।
অনেন মনুনা দেবি তৃষ্ণানাশোঽভিজায়তে* ॥ ৯

[৪]অথ সর্ব্বাপচ্ছান্তিকরং মহাস্বস্ত্যয়নম্—

অথ বক্ষ্যে মহেশানি! মহাস্বস্ত্যয়নং শৃণু।
সর্ব্বসিদ্ধিকরং পুণ্যং সর্ব্বপাপবিনাশনম্ ॥ ১০
সর্ব্বোপদ্রব[৫]শমনং সর্ব্বারিষ্টবিনাশনম্।
মহাব্যাধি-প্রশমনমপস্মার-বিনাশনম্ ॥ ১১
যোগিনীভূত-বেতালাঃ প্রেতকুষ্মাণ্ড-পন্নগাঃ।
তত্র স্থানে ন তিষ্ঠন্তি ডাকিন্যাদ্যা বিশেষতঃ ॥ ১২
কৃত্যামভ্যর্চ্চয়েদ্ দেবি! যথাবিধিপুরঃসরম্।
ষোড়শারং লিখেৎ পদ্মং যোনিযুগ্মং সবিন্দুকম্ ॥ ১৩
তন্মধ্যেঽষ্টদলং লিখ্য যকারাদীন্ ন্যসেৎ ক্রমাৎ।
[৬]তন্মধ্যে চৈব ষট্‌কোণং লিখেন্মূলমনুং[৭] স্মরন্ ॥ ১৪
চন্দ্রবিম্বং লিখেন্মধ্যে [৮]অসাধ্যে পার্থিবং শিবম্।
তস্য মধ্যে ন্যসেৎ কুম্ভং গলে স্রগ্‌দামভূষিতম্ ॥ ১৫

অনন্তর তৃষ্ণানাশের উপায় বলা হইতেছে—রক্তচন্দন ঘষিয়া একতোলা পরিমাণ জলের সহিত বামহস্তে লইয়া তদুপরি অষ্টোত্তর শত বার মন্ত্র জপ করিয়া পান করিলে সপ্তাহ মধ্যে তৃষ্ণারোগ বিনষ্ট হইবে। জপের মন্ত্র—যথা;—দুইটী শঙ্খবীজ, দুইবার নাশয় পদ, তারপর তৃষ্ণা ও স্বাহা সংযোগে ঐ মন্ত্র নিষ্পন্ন হইবে। হে দেবি! এই মন্ত্রে তৃষ্ণা বিনষ্ট হইবে। ৮-৯

অনন্তর সর্ব্বাপৎ শান্তিকারক মহাস্বস্ত্যয়নের কথা বলা হইতেছে। হে মহেশানি! অতঃপর মহাস্বস্ত্যয়নের কথা বলিব, শ্রবণ কর। ইহা সর্ব্বসিদ্ধিকর, পবিত্র, সর্ব্ব পাপবিনাশক, সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব প্রশমনকারী এবং সমস্ত অরিষ্ট খণ্ডনকারক। ইহা মহাব্যাধি প্রশমিত করে ও অপস্মার নাশ করে। ১০-১১

ভূত, প্রেত, বেতাল; যোগিনী, কুষ্মাণ্ড, পন্নগ, বিশেষতঃ ডাকিনী প্রভৃতি সে স্থানে অবস্থান করে না। ১২

হে দেবি! যথাবিধানে কৃত্যা-দেবীর অর্চ্চনা করিতে হয়। প্রথমে বিন্দুযুক্ত ষট্‌কোণসমন্বিত ষোড়শ-দল পদ্ম লিখিবে। তাহার মধ্যে অষ্টদল পদ্ম লিখিয়া ক্রমে ক্রমে যকারাদি বর্ণ বিন্যস্ত করিবে। তাহার মধ্যে মূলমন্ত্র স্মরণ করিয়া আর একটি ষট্ কোণ লিখিবে। মধ্যভাগে চন্দ্রমণ্ডল অঙ্কন করিয়া তন্মধ্যে

১। খ—'অথ' নাস্তি। ২। খ—বর্ষ। ৩। খ—'তদুপরি' নাস্তি।
৪। খ—'অথ' নাস্তি। ৫। । ক—হরণং। ৬। ক—তন্মধ্যে ষট্ কোণস্তু।
৭। মনুস্মরন্। ৮। 'তন্মধ্যে'-ইতি যুক্তঃ পাঠঃ। * ক—ভবিষ্যতি।

তস্য মধ্যে ন্যসেৎ কৃত্যাং সর্ব্বলক্ষণ-সংযুতাম্।
পূজয়েচ্চ যথান্যায়ং[১] পায়সন্তু নিবেদয়েৎ ॥ ১৬
পরিতোষ্য ঘটে ন্যস্য অসিতাঙ্গাদি-ভৈরবান্।
গন্ধপুষ্পাদিনাভ্যর্চ্চ্য তদ্বাহ্যে ক্ষেত্রপালকান্ ॥ ১৭
লোকপালং যজেদ্ দেবি! তদগ্রে হোমমাচরেৎ।
জুহুয়াদাজ্যাপামার্গেণ রক্ষতাং ভিদমর্ষণৌ (?) ॥ ১৮
দূর্ব্বাগ্রখদিরাশ্বত্থং প্রত্যেকং তু শতাদিকম্।
কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলে বাপি হোমকর্ম্ম সমাচরেৎ ॥ ১৯
তস্য দক্ষিণপার্শ্বে তু লক্ষ্মীং ধ্যায়েদ্ যথাবিধি।
কুণ্ডমধ্যে ন্যসেদ্ দেবীং দক্ষিণে চ শ্রিয়ং স্মরেৎ ॥ ২০
বামপার্শ্বে স্মরেদ্দেবীং হৃল্লেখাং পরমেশ্বরীম্।
তস্যৈব বামপার্শ্বে তু পূজয়েদ্ দশনায়কম্ ॥ ২১
অযুতং মূলমন্ত্রঞ্চ জপেন্মৃত্যুবিনাশনম্।
অযুতং ভ্রূণহত্যায়াং [২]জপে পরিমাণং বিদুঃ ॥ ২২
মহাব্যাধিপ্রশমনং তাবজ্জপ্ত্বাভিষেকতঃ।
এবং যঃ কুরুতে মর্ত্ত্যঃ পুণ্যাং গতিমবাপ্নুয়াৎ।
তস্যাবশ্যং[৩] ন বিদ্যেত ব্যাধিভ্যোঽপি ভয়ং নহি ॥ ২৩

ইতি ক্রিয়োড্ডীশে মহাতন্ত্ররাজে দেবীশ্বরসংবাদে দশমঃ পটলঃ ॥ ১০

পার্থিব শিববীজ লিখিবে। তাহার উপর কুম্ভ স্থাপন করিবে। ঐ কুম্ভের গলদেশ মাল্যদামে ভূষিত করিবে। ১৩-১৫

তাহাতে সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তা কৃত্যাদেবীকে ন্যস্ত (আবাহন) করিবে এবং যথাবিধানে পূজা করিবে ও পায়স নিবেদন করিবে। এইরূপে পরিতুষ্ট করিয়া ঘটে অসিতাঙ্গাদি অষ্ট ভৈরবের আবাহন পূর্ব্বক গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করতঃ বহির্ভাগে ক্ষেত্রপাল ও লোকপালগণের পূজা করিবে। হে দেবি! তাহার পুরোভাগে হোমের অনুষ্ঠান করিবে। ঘৃতযুক্ত অপামার্গ সমিধ দ্বারা এবং দূর্ব্বাগ্র, খদির ও অশ্বত্থ সমিধ দ্বারা প্রতিদ্রব্যে অন্যূন শত সংখ্যক হোম করিবে। কুণ্ড অথবা স্থণ্ডিলে এই হোম কার্য্য করিবে। ১৬-১৯

তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে যথাবিধি লক্ষ্মী দেবীর ধ্যান করিবে। কুণ্ডমধ্যে লক্ষ্মীদেবীর আবাহন করিয়া দক্ষিণে শ্রীদেবীর ধ্যান করিবে। বামপার্শ্বে পরমেশ্বরী হৃল্লেখার ধ্যান করিবে। তাহার বাম পার্শ্বে দশনায়কের পূজা করিবে। মৃত্যু নিবারণের জন্য মূলমন্ত্র অযুত সংখ্যায় জপ করিবে। ভ্রূণ-হত্যাস্থলেও জপের সংখ্যা অযুত পরিমিত বলিয়া বিদিত আছে। ২০-২২

সেই পরিমাণ জপ করিয়া অভিষেক করিলে মহাব্যাধি প্রশমিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এইরূপ করিয়া থাকে সে পুণ্যগতি লাভ করে। তাহার

১। খ—ন্যাসং।
২। ক—খ জপেৎ। অত্র 'পরিমাণং জপে বিদুঃ' ইতি যুক্তঃ পাঠঃ।
৩। ক—নিবেদ্যেত।

[1]অথ তৃষ্ণানাশঃ—

রক্তচন্দনং [2]ঘর্ষয়িত্বা তোলকং জলসংমিশ্রং বামহস্তে গৃহীত্বা মনুমষ্টোত্তরং শতং [3]তদুপরি সংজপ্য পিবেৎ। সপ্তাহাৎ তস্য তৃষ্ণানাশো ভবিষ্যতি ॥ ৮

মন্ত্রস্তু—

শব্দবীজদ্বয়ং ভদ্রে 'নাশয়' দ্বিতয়ং বদেৎ।
'তৃষ্ণে'তি পদমুচ্চার্য্য ততঃ 'স্বাহা' মনুর্মতঃ।
অনেন মনুনা দেবি তৃষ্ণানাশোঽভিজায়তে* ॥ ৯

[4]অথ সর্ব্বাপচ্ছান্তিকরং মহাস্বস্ত্যয়নম্—

অথ বক্ষ্যে মহেশানি! মহাস্বস্ত্যয়নং শৃণু।
সর্ব্বসিদ্ধিকরং পুণ্যং সর্ব্বপাপবিনাশনম্ ॥ ১০
সর্ব্বোপদ্রব[5]শমনং সর্ব্বারিষ্টবিনাশনম্।
মহাব্যাধি-প্রশমনমপস্মার-বিনাশনম্ ॥ ১১
যোগিনীভূত-বেতালাঃ প্রেতকুষ্মাণ্ড-পন্নগাঃ।
তত্র স্থানে ন তিষ্ঠন্তি ডাকিন্যাদ্যা বিশেষতঃ ॥ ১২
কৃত্যামভ্যর্চ্চয়েদ্ দেবি! যথাবিধিপুরঃসরম্।
ষোড়শারং লিখেৎ পদ্মং যোনিযুগ্মং সবিন্দুকম্ ॥ ১৩
তন্মধ্যেঽষ্টদলং লিখ্য যকারাদীন্ ন্যসেৎ ক্রমাৎ।
[6]তন্মধ্যে চৈব ষট্কোণং লিখেন্মূলমনুং[7] স্মরন্ ॥ ১৪
চন্দ্রবিম্বং লিখেন্মধ্যে [8]অসাধ্যে পার্থিবং শিবম্।
তস্য মধ্যে ন্যসেৎ কুম্ভং গলে স্রগ্‌দামভূষিতম্ ॥ ১৫

অনন্তর তৃষ্ণানাশের উপায় বলা হইতেছে—রক্তচন্দন ঘষিয়া একতোলা পরিমাণ জলের সহিত বামহস্তে লইয়া তদুপরি অষ্টোত্তর শত বার মন্ত্র জপ করিয়া পান করিলে সপ্তাহ মধ্যে তৃষ্ণারোগ বিনষ্ট হইবে। জপের মন্ত্র—যথা ;—দুইটী শব্দবীজ, দুইবার নাশয় পদ, তারপর তৃষ্ণা ও স্বাহা সংযোগে ঐ মন্ত্র নিষ্পন্ন হইবে। হে দেবি! এই মন্ত্রে তৃষ্ণা বিনষ্ট হইবে। ৮-৯

অনন্তর সর্ব্বাপৎ শান্তিকারক মহাস্বস্ত্যয়নের কথা বলা হইতেছে। হে মহেশানি! অতঃপর মহাস্বস্ত্যয়নের কথা বলিব, শ্রবণ কর। ইহা সর্ব্বসিদ্ধিকর, পবিত্র, সর্ব্ব পাপবিনাশক, সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব প্রশমনকারী এবং সমস্ত অরিষ্ট খণ্ডনকারক। ইহা মহাব্যাধি প্রশমিত করে ও অপস্মার নাশ করে। ১০-১১

ভূত, প্রেত, বেতাল; যোগিনী, কুষ্মাণ্ড, পন্নগ, বিশেষতঃ ডাকিনী প্রভৃতি সে স্থানে অবস্থান করে না। ১২

হে দেবি! যথাবিধানে কৃত্যা-দেবীর অর্চ্চনা করিতে হয়। প্রথমে বিন্দুযুক্ত ষট্কোণসমন্বিত ষোড়শ-দল পদ্ম লিখিবে। তাহার মধ্যে অষ্টদল পদ্ম লিখিয়া ক্রমে ক্রমে যকারাদি বর্ণ বিন্যস্ত করিবে। তাহার মধ্যে মূলমন্ত্র স্মরণ করিয়া আর একটি ষট্ কোণ লিখিবে। মধ্যভাগে চন্দ্রমণ্ডল অঙ্কন করিয়া তন্মধ্যে

১। খ—'অথ' নাস্তি। ২। খ—বর্ষ। ৩। খ—'তদুপরি' নাস্তি।
৪। খ—'অথ' নাস্তি। ৫।। ক—হরণং। ৬। ক—তন্মধ্যে ষট্‌ কোণন্তু।
৭। মনুস্মরন্। ৮। 'তন্মধ্যে'-ইতি যুক্তঃ পাঠঃ। * ক—ভবিষ্যতি।

তস্য মধ্যে ন্যসেৎ কৃত্যাং সর্ব্বলক্ষণ-সংযুতাম্ ।
পূজয়েচ্চ যথান্যায়ং[১] পায়সন্তু নিবেদয়েৎ ॥ ১৬
পরিতোষ্য ঘটে ন্যস্য অসিতাঙ্গাদি-ভৈরবান্ ।
গন্ধপুষ্পাদিনাভ্যর্চ্চ্য তদ্বাহ্যে ক্ষেত্রপালকান্ ॥ ১৭
লোকপালং যজেদ্ দেবি ! তদগ্রে হোমমাচরেৎ ।
জুহুয়াদাজ্যাপামার্গেণ রক্ষতাং ভিদমর্ষণৌ (?) ॥ ১৮
দূর্ব্বাগ্রখদিরাশ্বত্থং প্রত্যেকং তু শতাদিকম্ ।
কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলে বাপি হোমকর্ম্ম সমাচরেৎ ॥ ১৯
তস্য দক্ষিণপার্শ্বে তু লক্ষ্মীং ধ্যায়েদ্ যথাবিধি ।
কুণ্ডমধ্যে ন্যসেদ্ দেবীং দক্ষিণে চ শ্রিয়ং স্মরেৎ ॥ ২০
বামপার্শ্বে স্মরেদ্দেবীং হৃল্লেখাং পরমেশ্বরীম্ ।
তস্যৈব বামপার্শ্বে তু পূজয়েদ্ দশনায়কম্ ॥ ২১
অযুতং মূলমন্ত্রঞ্চ জপেন্মৃত্যুবিনাশনম্ ।
অযুতং ভ্রূণহত্যায়াং[২]জপে পরিমাণং বিদুঃ ॥ ২২
মহাব্যাধিপ্রশমনং তাবজ্জপ্ত্বাভিষেকতঃ ।
এবং যঃ কুরুতে মর্ত্ত্যঃ পুণ্যাং গতিমবাপ্নুয়াৎ ।
তস্যাবশ্যং[৩] ন বিদ্যেত ব্যাধিভ্যোঽপি ভয়ং নহি ॥ ২৩

ইতি ক্রিয়োড্ডীশে মহাতন্ত্ররাজে দেবীশ্বরসংবাদে দশমঃ পটলঃ ॥ ১০

পার্থিব শিববীজ লিখিবে। তাহার উপর কুম্ভ স্থাপন করিবে। ঐ কুম্ভের গলদেশ মাল্যদামে ভূষিত করিবে। ১৩-১৫

তাহাতে সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তা কৃত্যাদেবীকে ন্যস্ত (আবাহন) করিবে এবং যথাবিধানে পূজা করিবে ও পায়স নিবেদন করিবে। এইরূপে পরিতুষ্ট করিয়া ঘটে অসিতাঙ্গাদি অষ্ট ভৈরবের আবাহন পূর্ব্বক গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করতঃ বহির্ভাগে ক্ষেত্রপাল ও লোকপালগণের পূজা করিবে। হে দেবি ! তাহার পুরোভাগে হোমের অনুষ্ঠান করিবে। ঘৃতযুক্ত অপামার্গ সমিধ দ্বারা এবং দূর্ব্বাগ্র, খদির ও অশ্বত্থ সমিধ দ্বারা প্রতিদ্রব্যে অন্যূন শত সংখ্যক হোম করিবে। কুণ্ড অথবা স্থণ্ডিলে এই হোম কার্য্য করিবে। ১৬-১৯

তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে যথাবিধি লক্ষ্মী দেবীর ধ্যান করিবে। কুণ্ডমধ্যে লক্ষ্মীদেবীর আবাহন করিয়া দক্ষিণে শ্রীদেবীর ধ্যান করিবে। বামপার্শ্বে পরমেশ্বরী হৃল্লেখার ধ্যান করিবে। তাহার বাম পার্শ্বে দশনায়কের পূজা করিবে। মৃত্যু নিবারণের জন্য মূলমন্ত্র অযুত সংখ্যায় জপ করিবে। ভ্রূণ-হত্যাস্থলেও জপের সংখ্যা অযুত পরিমিত বলিয়া বিদিত আছে। ২০-২২

সেই পরিমাণ জপ করিয়া অভিষেক করিলে মহাব্যাধি প্রশমিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এইরূপ করিয়া থাকে সে পুণ্যগতি লাভ করে। তাহার

১। খ—ন্যাসং।
২। ক—খ জপেৎ। অত্র 'পরিমাণং জপে বিদুঃ' ইতি যুক্তঃ পাঠঃ।
৩। ক—নিবেদ্যেত।

একাদশঃ পটলঃ

[1]অথ কুমার্য্যাবেশনম্

শ্রীঈশ্বর উবাচ—

অথ বক্ষ্যামি সংক্ষেপাৎ কুমার্য্যাবেশনং শৃণু—
সুগুপ্তে বিজনে দেশে গোময়েনোপলেপিতে ॥ ১
আচার্য্যঃ প্রযতো [প্রাঙ্‌মুখো ?] ভূত্বা সুস্নাতো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
[2]নব কুম্ভান্ সমাদায় শুদ্ধকুম্ভেন পূরয়েৎ ॥ ২
নবং শরাবমানীয় কপিলাঘৃতপূরিতম্।
কুম্ভোপরি সমারোপ্য দীপং প্রজ্বালয়েৎ ততঃ ॥ ৩
শতাষ্ট-মন্ত্রজাপেন [3]কুমারা বা কুমারিকাঃ।
অতীতানাগতঞ্চৈব বর্ত্তমানঞ্চ যদ্ ভবেৎ।
শুভাশুভানি সর্ব্বাণি পশ্যন্তি নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪
সম্যগ্ ধ্যাত্বা গণেশানং গতে যামে জপেন্নিশি।
শুভাশুভানি কর্ম্মাণি কথয়ন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৫
কন্যকার্থী শুচির্ভূত্বা মন্ত্ররাজং গণেশিতুঃ।
জপ্ত্বা দশ সহস্রাণি ভানুরক্তাশ্বভাবজৈঃ[4]।
পুষ্পৈ র্দশাংশহবনাৎ তাং কন্যাং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ৬

অ-বশীভূত অর্থাৎ অনায়ত্ত কিছু থাকে না এবং রোগের ভয়ও থাকে না। ২৩

হর-পার্ব্বতীর কথোপকথনে মহাতন্ত্ররাজ ক্রিয়োড্ডীশের
দশম পটল সমাপ্ত। ১০

একাদশ অধ্যায়
অনন্তর কুমারীকে আবিষ্ট করিবার প্রক্রিয়া

মহাদেব বলিলেন—অতঃপর কুমার-কুমারীকে আবিষ্ট করিবার কথা সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। অতি গোপনে নির্জন স্থানে গোময় লেপন করিয়া আচার্য্য জিতেন্দ্রিয় হইয়া উত্তমরূপে স্নানাদি করিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া নয়টী কুম্ভ লইয়া অপর একটী পবিত্র কুম্ভদ্বারা সেগুলি জলপূর্ণ করিবেন। ১-২

পরে নূতন শরাব আনিয়া তাহা কপিলা ধেনুর ঘৃতদ্বারা পূর্ণ করিয়া ঐ কুম্ভগুলির উপরে স্থাপন করিবেন এবং তাহাতে দীপ প্রজ্বলিত করিবেন। ৩

তদনন্তর আটশত মন্ত্র জপ করিলে বালক বা বালিকাগণ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান শুভাশুভ সমস্তই দেখিতে পাইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। ৪

রাত্রি এক প্রহর অতীত হইবার পর উত্তমরূপে গণেশের ধ্যান করিয়া জপ করিবে। (তাহা হইলে) বালক বালিকারা শুভাশুভ সমস্ত কার্য্য বলিয়া দিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। কোন কন্যার প্রতি অভিলাষী ব্যক্তি পবিত্র হইয়া

১। খ—'অথ' নাস্তি।   ২। ক—নবকুম্ভং।
৩। ক—কুমারো বা কুমারিকা।   ৪। ক—শ্বমাবজৈঃ।

১অথ কাম্য-কর্ম্মাণি

বক্ষ্যামি কাম্যকর্ম্মাণি সাধকানাং হিতায় বৈ।
শাস্ত্রোক্তেনৈব মন্ত্রেণ সংক্ষেপান্ন তু বিস্তরাৎ ॥ ৭

২অথ দিব্যজ্ঞানাদিলাভঃ

স্বহৃৎপদ্মে গণেশানং কুন্দেন্দুধবলপ্রভম্।
শুক্লালংকারসম্পন্নং ভাবয়েদ্ যো নিরন্তরম্ ॥ ৮
ভারতী তস্য বক্ত্রাব্জে শাস্ত্রজ্ঞা বহুসুন্দরী।
নিত্যং প্রকাশতে সত্যং দিব্যজ্ঞানপ্রদায়িনী ॥ ৯

২অথ বশীকরণম্

৩ন নিবস্যেদ্ (?) গণেশানং সিন্দুরসদৃশপ্রভম্।
পাশাঙ্কুশধরং ধ্যাত্বা যো জপেন্মন্ত্রিসত্তমঃ৪।
অনঙ্গবশসম্পন্না তমভ্যেতি বরাঙ্গনা ॥ ১০

প্রকারান্তরম্—

পাশাঙ্কুশ-বরাভীতিং হিমকুন্দেন্দু-সন্নিভম্।
দিগ্‌বস্ত্রং চন্দ্রবর্ণাভং স্ফুরন্মাণিক্যমণ্ডলম্।
যঃ স্মরেৎ তস্য বশগা অবশ্যাপি বরাঙ্গনা ॥ ১১

৫অথ মুখস্তম্ভনম্

বিবাদেষু গণেশানং জ্বলদগ্নিসমপ্রভম্।
প্রতিবাদিমুখে ধ্যায়ন্ প্রজপেন্মনসা মনুম্।
তন্মুখং স্তম্ভয়েদাশু বাদী দীনোঽপি নান্যথা ॥ ১২

গণেশের মহামন্ত্র দশ হাজার জপ করিয়া সূর্য্যমুখী ও অশ্বর পুষ্পে এক হাজার হোম করিলে সেই কন্যাকে অবশ্যই লাভ করিবে। ৫-৬

সাধকগণের হিতার্থে শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রের দ্বারা কাম্য কর্ম্ম করিবার কথা বলিব। সংক্ষেপে বলিব, বেশী বিস্তৃত করিব না। ৭

দিব্যজ্ঞান লাভের উপায়—নিজ হৃৎপদ্মে কুন্দপুষ্প ও চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র কান্তি শুক্লালংকারালংকৃত গণপতিকে যিনি নিরন্তর ভাবনা করিতে পারেন তাঁহার বদনকমলে অতি সুন্দরী শাস্ত্রজ্ঞা দিব্যজ্ঞান-প্রদায়িনী ভারতী সত্যই সতত প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ৮-৯

বশীকরণ প্রণালী—নারী বশীকরণ কার্য্যে যে উত্তম মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি সিন্দুর-সদৃশ রক্তবর্ণ পাশাঙ্কুশধারী গণেশের ধ্যান করিয়া জপ করিতে থাকেন, সুন্দরী রমণী কামবশীভূতা হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করে। ১০

প্রকারান্তর—পাশ, অঙ্কুশ ও বরাভয়ধারী তুষার, কুন্দপুষ্প ও চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রকান্তি ললাট-চন্দ্রের প্রভায় উদ্ভাসিত, চারিদিকে বিচ্ছুরিত মাণিক্যসদৃশ জ্যোতিঃপুঞ্জের মধ্যবর্ত্তী দিগম্বরের ধ্যান [পূর্ব্বক জপ] করিলে অবাধ্য রমণীও বশীভূতা হইয়া থাকে। ১১

১। ক—অথ নাস্তি। ২। খ—'অথ' নাস্তি। ৩। খ—ন বিনশ্যেদ্। 'নারীবশ্যে' ইতি পাঠো যুক্তঃ। ৪। খ—মন্ত্রবিত্তম—। ৫। খ—'অথ' নাস্তি।

[১]অথ সর্ব্বরোগহরণম্

অঙ্গুষ্ঠমানং হৃৎপদ্মে শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভম্ ।
চিন্তয়িত্বা গণেশানং চিদম্বরসুধারসম্ ॥ ১৩
অভিষিচ্য সুরশ্রেষ্ঠং সততং ধরণীতলে ।
সর্ব্বরোগবিনির্ম্মুক্তশ্চিরকালং স জীবতি ॥ ১৪

[১]অথ বিষহরণম্

শুক্লবর্ণং গণেশানং দশবাহুং মদোৎকটম্ ।
শুক্লাম্বরধরং সৌম্যং চিচ্ছশাঙ্কামৃতপ্লুতম্ ॥ ১৫
ভাবয়েদ্ধৃদয়াম্ভোজে নিত্যং নির্ম্মলমানসঃ ।
মন্ত্রী গরুড়বৎ সদ্যস্ত্রিবিধং হরতে বিষম্ ॥ ১৬

[১]অথ নানাবিধকার্য্যাণি

ধনার্থী মধুনা নিত্যং বশ্যার্থী পায়সৈর্হুনেৎ ।
ঘৃতেন লক্ষ্মীসম্প্রাপ্ত্যৈ হুনেৎ শর্করয়া তথা ॥ ১৭
আয়ুষে চার্থ সম্পত্ত্যৈ[২] দধ্না চ জুহুয়াৎ সদা ।
অন্নেন চান্নসম্পত্ত্যৈ দ্রব্যাপ্ত্যৈ তিলতণ্ডুলৈঃ ॥ ১৮
লবণৈরপ্যনাবৃষ্ট্যৈ [৩]বৃষ্টিকামস্তু বেতসৈঃ[৪] ।
সৌভাগ্যার্থী তথা লাজৈঃ [৫]কুসুম্ভৈশ্চাপি সোদনৈঃ ॥ ১৯

মুখস্তম্ভন—বিবাদস্থলে প্রতিবাদীর মুখে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিবর্ণ গণপতিকে ধ্যান করিয়া মনে মনে মন্ত্র জপ করিবে। তাহা হইলে বাদী নিজের ন্যূনতা সত্ত্বেও প্রতিবাদীর মুখ সত্বর স্তব্ধ করিয়া দিতে পারিবে, অন্যথা হইবে না। ১২

সর্ব্বরোগ হরণের উপায়—হৃৎপদ্ম মধ্যে শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল প্রভাযুক্ত অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত সুরশ্রেষ্ঠ গণপতিকে ধ্যান করিয়া এবং চিদাকাশের সুধা-রসরূপে নিরন্তর অভিষিক্ত করিয়া সর্ব্বরোগ মুক্ত হইয়া পৃথিবীতে চিরজীবন লাভ করা যায়। ১৩-১৪

বিষ হরণের উপায়—শুক্লবর্ণ দশবাহু-সমন্বিত মদোদ্ধত শুক্লাম্বরধারী সৌম্যমূর্ত্তি জ্ঞানসুধাকরের অমৃত ধারায় আপ্লুত গণপতিকে হৃদয়-পদ্ম মধ্যে নিত্য নির্ম্মল চিত্তে চিন্তা করিলে মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি গরুড়ের ন্যায় তিন প্রকার বিষই তৎক্ষণাৎ হরণ করিতে পারে। ১৫-১৬

অনন্তর নানা প্রকার কার্য্যের কথা বলা হইতেছে—ধনার্থী ব্যক্তি নিত্য মধু দ্বারা হোম করিবে, বশীকরণার্থী পায়স দ্বারা, লক্ষ্মী (সম্পদ্) লাভার্থী ঘৃত এবং শর্করা দ্বারা হোম করিবে। আয়ুর জন্য ও প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সর্ব্বদা দধি দ্বারা হোম করিবে। অন্ন লাভার্থে অন্নের দ্বারা, অন্যান্য দ্রব্য লাভার্থে তিলতণ্ডুল দ্বারা, বৃষ্টি প্রতিরোধের জন্য লবণ দ্বারা, বৃষ্টির জন্য বেতস দ্বারা এবং সৌভাগ্য কামনায় লাজ, অন্ন ও কুসুম্ভপুষ্প দ্বারা হোম করিবে। ১৭-১৯

১। খ—'অথ' নাস্তি। ২। খ—সম্পত্তৌ। ৩। ক—রপি তুলা।
৪। খ—বিল্বকৈঃ। ৫। খ—কুসুমৈ।

[১]অথ বিবিধ-বশীকরণানি

বশিনে জুহুয়াৎ পদ্মৈ রাজানং বশমানয়েৎ।
অশ্বত্থোড়ুম্বরপ্লক্ষ-[২]ন্যগ্রোধ-সমিধো হুনেৎ।
বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রাঃ সদ্যো বশ্যা ভবন্তি বৈ ॥ ২০

[১]অথ স্ত্রীবশীকরণম্

স্ত্রীণাং প্রতিকৃতিং কৃত্বা পিষ্টেন প্রতিবাসরম্।
সাজ্যাহুতিত্রয়ং তস্য বশমায়ান্তি নান্যথা ॥ ২১

প্রকারান্তরং—

মন্ত্ররাজং[৩] জপিত্বা তু যথাবিধি মহোদরম্।
দশাংশং জুহুয়ান্মন্ত্রী রাজিকা-লবণেন চ ॥ ২২
তদ্ভস্ম বামহস্তেন গৃহীত্বা তাড়য়েৎ স্ত্রিয়ম্।
সমাগচ্ছতি সা নারী মদনানলবিহ্বলা ॥ ২৩

[১]অথ রিপুস্তম্ভনম্

তদ্বচ্চ [৪]প্রজপেদেনং পীতপুষ্পৈশ্চ মন্ত্রবিৎ।
স্তম্ভয়েদ্ রিপুসৈন্যং চ সামাত্যবলবাহনম্ ॥ ২৪
প্রতিবাদী ভবেন্মূকো মন্ত্রস্যাস্য প্রভাবতঃ।
স্তম্ভয়েৎ পঞ্চদ্রব্যাণি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৫

নানাবিধ বশীকরণ-প্রয়োগ বলা হইতেছে—

বশ্য কার্য্যে পদ্মপুষ্প দ্বারা হোম করিলে রাজাকেও বশীভূত করা যায়। অশ্বত্থ, উডুম্বর, পাকুড় ও বটের সমিধ দ্বারা হোম করিলে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বশীভূত হইয়া থাকে। ২০

স্ত্রী-বশীকরণ—পিটুলি দ্বারা নারীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিদিন ঘৃতের সহিত তাহার তিনটি আহুতি দিলে সেই নারী বশীভূত হইবে, ইহার অন্যথা হইবে না। ২১

প্রকারান্তর—যথাবিধানে গণেশের মহামন্ত্র জপ করিয়া মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি রাই সরিষা ও লবণ দ্বারা তাহার দশাংশ-সংখ্যক হোম করিবে। সেই হোমের ভস্ম বামহস্তে লইয়া তদ্দ্বারা স্ত্রীলোককে প্রহার করিলে সেই স্ত্রী কামানলে বিহ্বল হইয়া আগমন করিবে। ২২-২৩

শত্রুস্তম্ভন—পূর্ব্ববৎ ঐ মন্ত্র জপ করিয়া মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি পীত পুষ্প দ্বারা হোম করিলে মন্ত্রী, সেনা ও গজাশ্বাদি সহ শত্রুবাহিনী স্তব্ধ হইয়া যাইবে। এই মন্ত্রের প্রভাবে প্রতিবাদী বোবা হইবে, পঞ্চদ্রব্য (পঞ্চেন্দ্রিয়) স্তব্ধ হইয়া যাইবে—ইহাতে সন্দেহ করিবে না। ২৪-২৫

১। খ—'অথ' নাস্তি। ২। ক—ন্যগ্রোধজসমিধ্ হুতাৎ।
৩। ক—জপিত্বা তু মন্ত্ররাজং। ৪। ক—প্রযজে।

[1]অথ শত্রুচ্চাটনম্

বিভীতক-সমিদ্ভিস্তু নিয়তং জুহুয়াৎ তথা।
সম্যগুচ্চাটয়েচ্ছত্রূন্ স্বস্থানাৎ তু [2]ন সংশয়ঃ ॥ ২৬
মেরুমন্দরতুল্যো বা [3]সদৈবোদ্বিগ্নমানসঃ।
গ্রামযুদ্ধে পুরে বাপি ইমং স্তুত্বা তু হোময়েৎ।
উচ্চাটয়তি বেগেন মানুষেষু চ কা কথা ? ॥ ২৭

[1]অথ মারণম্

মানুষাস্থি[4]ময়ং কীলং সম্যগষ্টাঙ্গুলীমিতম্।
মৃতকেশৈস্তু সংবেষ্ট্য সহস্রাষ্টাভিমন্ত্রিতম্ ॥ ২৮
কুলিকোদয়বেলায়াং শত্রুদ্বারে খনেদ্ ভুবি।
সপ্তাহান্মরণং তস্য [5]ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৯

[1]অথ গণেশযন্ত্রম্

অতঃপরং[6] যন্ত্ররাজং শৃণু দেবি গণেশিতুঃ।
সুষমে ভূতলে শুদ্ধে গজাদ্যৈঃ সুপরিষ্কৃতে ॥ ৩০
কামক্রোধ-বিনির্ম্মুক্তঃ পূর্ব্ববন্ন্যাসসংযুতঃ।
সম্পূজ্য দেবদেবেশং গণেশং শঙ্করাত্মজম্।
ভূর্জ্জে ক্ষৌমে তস্যোপরি যন্ত্ররাজং সমুদ্ধরেৎ ॥ ৩১
কস্তূরী রোচনা যন্ত্রং কাশ্মীরং চন্দনং রসম্।
গো-শকৃদ্রস-সংযুক্তৈ র্মাতঙ্গমদমিশ্রিতৈঃ ॥ ৩২

শত্রু-উচ্চাটন—বিভীতক (বহেড়া) সমিধ দ্বারা নিয়ত সেইরূপ হোম করিলে শত্রু স্বস্থান হইতে দূরে সরিয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। গ্রাম্যযুদ্ধে বা নগরে গণেশকে স্তব করিলে সুমেরু বা মন্দর পর্ব্বতের তুল্য শত্রুও সর্ব্বদা উদ্বিগ্নমনা হইয়া বেগে পলায়ন করিবে, সাধারণ মানুষের ত কথাই নাই। ২৬-২৭

অনন্তর মারণ-প্রক্রিয়া বলা হইতেছে। মানুষের অস্থি হইতে একটী আট অঙ্গুলী পরিমিত উত্তম খণ্ড খুঁটীরূপে লইয়া মৃতব্যক্তির কেশ দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক হাজার আটবার অভিমন্ত্রিত করিয়া কুলিক মুহূর্ত্তের আরম্ভকালে শত্রুর দ্বারদেশে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবে। সপ্তাহ মধ্যে সেই শত্রুর মরণ হইবে, সন্দেহ নাই। ২৮-২৯

অনন্তর গণেশ-যন্ত্র কথিত হইতেছে—হে দেবি! অতঃপর গণেশের মহাযন্ত্রের কথা শ্রবণ কর। সুন্দর সমতল ও হস্তী প্রভৃতির দ্বারা সুপরিষ্কৃত ভূতলে কাম-ক্রোধ বর্জ্জনপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ ন্যাসাদি করিয়া শঙ্করাত্মজ দেবাদিদেব গণেশের পূজা করতঃ তদুপরি ভূর্জ্জপত্র অথবা ক্ষৌম বস্ত্রে উত্তম যন্ত্রটী অঙ্কন করিবে। ৩০-৩১

১। খ—'অথ' নাস্তি।
২। খ—বিশেষতঃ।
৩। ক—সাধুচ্চাটনং নান্যথা।
৪। খ—সমানীয়।
৫। ক—ভবতি নাত্র সংশয়ঃ।
৬। ক—শৃনু দেবি যন্ত্ররাজং।

সর্ব্বৈশ্চ সুসমৈরেভিঃ প্রাণমাপূর্য্য সংলিখেৎ।
লেখন্যা হেমসূচ্যা বা জাতীকাষ্ঠেন দূর্ব্বয়া ॥ ৩৩
ষট্‌ত্রিংশৎকোণমষ্টারং দ্বাদশারং ততঃ পরম্।
কবর্গাদীনি গায়ত্র্যা বর্ণান্যপি লিখেদ্ বহিঃ ॥ ৩৪
মহদ্‌ভূমণ্ডলং কুর্য্যাদ্ গজাষ্টকবিভূষিতম্।
তদ্‌বাহ্যে বারুণং কূর্ম্মমণ্ডলং চ নতং শুভম্ ॥ ৩৫
কর্ণিকায়াং লিখেন্মন্ত্রী [1]হক্ষৌ প্রণববেষ্টিতৌ।
অঙ্গানি চাষ্টকোণেষু [2]লক্ষ্মীমনুদলং লিখেৎ ॥ ৩৬
দ্বাদশারে লিখেচ্ছক্তিং বিনা নপুংসকস্বরম্।
স্বরপত্রং কলাপত্রে ততশ্চাষ্টদলাম্বুজে ॥ ৩৭
কাদিমান্তাক্ষরং চাপি সর্ব্বং পূর্ব্বাদিতো লিখেৎ।
পুনঃ পার্শ্বককোণেষু বাদি সান্তং সমালিখেৎ ॥ ৩৮
এতন্মন্ত্রং (?) সমাখ্যাতং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
অণিমাদ্যষ্টমন্ত্রেণ চাষ্টবাহুং প্রপূজয়েৎ ॥ ৩৯

অং অণিমায়ৈ নমঃ স্বাহা। লং লঘিমায়ৈ। ব্যং ব্যাপ্ত্যৈ। প্রং [3]প্রাকাম্যায়ৈ। মং মহিমায়ৈ। ঈং ঈশিত্বায়ৈ। বং বশিত্বায়ৈ। কামাবশায়িত্বায়ৈ নমঃ স্বাহা।

এবং সম্পূজ্য বিধিবন্মন্ত্রী [4]মুনিগণান্ যজেৎ ॥ ৪০
ভোজয়িত্বা বিধানেন নানামিষ্টফলাদিভিঃ।
[5]পরমান্নপিষ্টকৈ রসৈর্দধিদুগ্ধঘৃতাদিভিঃ ॥ ৪১

কস্তূরী গোরোচনা কুঙ্কুম ও চন্দনরস, গোময় রস ও হস্তীর মদবারি এই সমস্ত বস্তু সমপরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করিয়া প্রাণবায়ু সম্যক্ পরিপূর্ণ করিয়া (অর্থাৎ কুম্ভক করিয়া) যন্ত্রটী উত্তমরূপে লিখিবে। স্বর্ণ-শলাকা, জাতী-কাষ্ঠ অথবা দূর্ব্বা লেখনীরূপে ব্যবহার করিবে। ৩২-৩৩

ষট্‌ত্রিংশৎ কোণ, অষ্টদল পদ্ম ও তারপর দ্বাদশ-দল পদ্ম অঙ্কন করিয়া তাহার বাহিরে ক-বর্গাদি (ব্যঞ্জন বর্ণ) ও গায়ত্রীর বর্ণগুলি লিখিবে। অতঃপর একটী বিস্তৃত ভূমণ্ডল (চতুষ্কোণ) করিবে এবং উহা আটটী হস্তী (দিগ্‌গজ) দ্বারা বিভূষিত করিবে। তাহার বাহিরে গভীর বরুণ-মণ্ডল ও কূর্ম্ম-মণ্ডল অঙ্কন করিবে। মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি কর্ণিকাতে প্রণববেষ্টিত হ এবং ক্ষ লিখিবে। অষ্ট কোণে অঙ্গমন্ত্র ও দলগুলিতে লক্ষ্মীবীজ লিখিবে। দ্বাদশ দলে নপুংসক স্বর বর্জ্জিত শক্তিবীজ লিখিবে। ষোড়শ দলে ষোড়শ স্বর ও পরে পুনরায় অষ্টদল পদ্মে ক হইতে ম পর্য্যন্ত বর্ণগুলি লিখিবে। এই মন্ত্র (যন্ত্র?) টী বলিলাম, যাহাকে তাহাকে ইহা প্রদান করিবে না। অণিমাদি অষ্টমন্ত্রে অষ্ট বাহুতে পূজা করিবে। ৩৫-৩৯

মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি 'অং অণিমায়ৈ নমঃ স্বাহা' ইত্যাদি মন্ত্রে এইরূপে বিধিমত পূজা করিয়া মুনিগণের অর্চ্চনা করিবে। নানাবিধ মিষ্ট ফল, দধি-দুগ্ধ-ঘৃতাদি

১। খ—দক্ষৌ। ২। ক—লক্ষ্মীমনুং দলে। ৩। ক—প্র—।
৪। ক—মুনয়ো। ৫। খ—পংক্তিরেষা নাস্তি।

দিব্যগন্ধযুতৈঃ পুষ্পৈর্দিব্যগন্ধপ্রলেপনৈঃ।
মূষিকং পূজয়ামাস (?) নানামিষ্টফলাদিভিঃ॥ ৪২
'ওঁ [১]মং মূষিকায় গণাধিপবাহনায় ধর্ম্মরাজায় স্বাহা।'
ইত্যনেনৈব মন্ত্রেণ মূষিকং পূজয়েত্ততঃ।
একদন্তায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো দন্তী[২] প্রচোদয়াৎ॥৪৩

ইতি ক্রিয়োড্ডীশে মহাতন্ত্ররাজে শিবগৌরীসংবাদে একাদশঃ পটলঃ॥ ১১

দ্বাদশঃ পটলঃ

[৩]অথ বশীকরণম্—

পলার্দ্ধস্বর্ণেন রজতেন বা সাধ্যস্য প্রতিমাং কৃত্বা সার্দ্ধহস্তং গর্ত্তং কৃত্বা হরিতাল-হরিদ্রাচূর্ণকং পলার্দ্ধং তত্র নিক্ষিপ্য রক্তাসনে তত্রোপবিশ্য চতুর্দ্দিক্ষু[৪] পতাকা নিবেশ্য তিলপূর্ণঘটমধঃকৃত্বা সংস্থাপ্য[৫] প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বা পূর্ব্বাস্যঃ[৬] প্রবালমালয়া দশসহস্রজপেন প্রয়োগার্হো ভবেৎ॥ ১

[৭]মন্ত্রঃ—

প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য মায়াবীজং দ্বিতীয়কম্।
কান্তং ত্বল্লাকিনীযুক্তং বামকর্ণেন্দুভূষিতম্॥
ততো [৮]মত্ত পদং ব্রূয়াৎ চামুণ্ডে তদনন্তরম্।
সাধ্যনাম ততো ন্যস্য বশমানয় ঙংপরম্॥
বহ্নিজায়াবধির্মন্ত্রং জপেদ্দশসহস্রকম্॥

দ্রব্য ও পরমান্ন পিষ্টকাদি দ্বারা ভোজন করাইয়া নানাবিধ মিষ্ট ফল ও উত্তম গন্ধানুলেপন এবং উত্তম গন্ধযুক্ত পুষ্প দ্বারা 'ওঁ মং মূষিকায়......' ইত্যাদিমন্ত্রে মূষিকের পূজা করিবে। গণেশগায়ত্রী—'একদন্তায়...' ইত্যাদি। ৪০-৪৩

হরপার্ব্বতীর কথোপকথনে মহাতন্ত্ররাজ ক্রিয়োড্ডীশের
একাদশ পটল সমাপ্ত। ১১

দ্বাদশ পটল
অনন্তর বশীকরণ প্রণালী—

অর্দ্ধপল পরিমিত স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা লক্ষ্য ব্যক্তির প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া দেড়হাত গর্ত্ত করিয়া অর্দ্ধপল পরিমিত হরিতাল ও হরিদ্রাচূর্ণ তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া তদুপরি রক্তাসনে উপবেশন করতঃ চারিদিকে পতাকা স্থাপন করিয়া তিলপূর্ণ ঘট অধোমুখে স্থাপিত করিয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক প্রবালের মালায় দশ হাজার জপ করিলে এই প্রয়োগের যোগ্য হইবে।

১। খ—স—। ২। খ—দন্তিঃ। ৩। খ—'অথ' নাস্তি।
৪। খ—পতাকাং। ৫। ক—প্রাণান্। ৬। ক—পূর্ব্বাস্যে।
৭। ক—অথ মন্ত্রং। ৮। ক—মক্ত। খ—মত্ত।

অথান্যৎ—

চামুণ্ডে মোহয় মোহয় অমুকং বশমানয় স্বাহা ॥ ২

প্রাতঃ স্নাত্বা হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ শুচির্ভূত্বা প্রাতঃকালমারভ্য মধ্যন্দিনাবধি জপসমাপ্তের্দশাংশাদিক্রমেণ হোমাদীংশ্চ কারয়েৎ।

জাতীপুষ্পৈর্হোমেন বশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩
কামতুল্যশ্চ নারীণাং রিপূণাং শমনোপমঃ।
যাবজ্জীবনপর্য্যন্তং স্মরণং চ প্রজায়তে ॥ ৪

অন্যচ্চ—

শ্বেতাপরাজিতামূলং পেষয়েদ্ রোচনাযুতম্।
শতেন মন্ত্রিতং কৃত্বা তিলকং কারয়েৎ ততঃ।
বশয়েন্নাত্র সন্দেহঃ...... ॥ ৫

[১]অথ রাজবশীকরণম্

রক্তপুষ্পেণ চামুণ্ডাপূজা। ধ্যানম্—

দংষ্ট্রাকোটিবিশঙ্কটা সুবদনা সান্দ্রা ন্ধকারে স্থিতা
খট্বাঙ্গাসি-নিগূঢ়-দক্ষিণকরা বামেন পাশাঙ্কুশা।
শ্যামা পিঙ্গলমূর্দ্ধজাভয়করী শার্দ্দূলচর্ম্মাবৃতা
চামুণ্ডা শববাহিনী জপবিধৌ ধ্যেয়া সদা সাধকৈঃ ॥
জপ্ত্বা কিংশুককুসুমৈর্হুত্বা ফলপ্রাপ্তিঃ।
আদ্যন্তে মহতী পূজা।
পঞ্চদিনপ্রয়োগেণ রাজানং বশমানয়েৎ ॥ ৬

মন্ত্র—'ওঁ হ্রীং কাত্বং ত্বল্লাকিনী......' ইত্যাদি এই মন্ত্র দশ হাজার জপ করিতে হইবে। অথবা মতান্তরে—'চামুণ্ডে মোহয় মোহয়......' ইত্যাদি। ১-২

হবিষ্যাশী ও জিতেন্দ্রিয় থাকিয়া প্রাতঃস্নান করিয়া পবিত্র হইয়া প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত জপ সমাপ্ত করিয়া জপের দশাংশাদিক্রমে হোমাদি কার্য্য করিবে। জাতীপুষ্প দ্বারা হোম করিলে বশীভূত করিতে পারিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। রমণীদের নিকট মদনতুল্য ও শত্রুদের নিকট শমনতুল্য হইবে। যাবজ্জীবন স্মৃতি অব্যাহত থাকিবে। ৩-৪

প্রকারান্তর—শ্বেত অপরাজিতার মূল গোরোচনার সহিত পেষণ করিবে। একশতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া তারপর তদ্দ্বারা তিলক করিবে। ইহাতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে বশীভূত করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। ৫

অনন্তর রাজাকে বশ করিবার উপায়—রক্তপুষ্পদ্বারা চামুণ্ডার পূজা। ধ্যান—"দংষ্ট্রাকোটি" ইত্যাদি। জপ করিয়া পলাশপুষ্প দ্বারা হোম করিলে ফললাভ হইবে। আদি ও অন্তে মহাপূজা কর্ত্তব্য। পাঁচদিন এই প্রয়োগ করিলে রাজাকে বশীভূত করিতে পারিবে। ৬

১। খ—'অথ' নাস্তি।

[১]অথ বশীকরণং প্রকারান্তরম্

মৃগশীর্ষে তু সংগ্রাহ্যং সুরক্তকরবীরকম্।
নবাঙ্গুলং কীলকং তৎ সপ্তবারাভিমন্ত্রিতম্।
যস্য নাম্না খনেদ্ ভূমৌ স বশ্যো ভবতি ধ্রুবম্॥
[২]মন্ত্রঃ—ওঁ হুঁ হুঁ স্বাহা।
তত্তৎস্থানে যথাসংখ্যমনুক্তে ত্বযুতং জপেৎ॥ ৭

ইতি ক্রিয়োড্ডীশে মহাতন্ত্ররাজে শিবগৌরীসংবাদে দ্বাদশঃ পটলঃ॥ ১২

ত্রয়োদশঃ পটলঃ

অথ বিদ্বেষণম্

গৃহীত্বা শল্লকীকণ্টং নিখনেদ্ ভূ-বিদারতঃ।
কলহো জায়তে নিত্যং[৩] শত্রোর্গেহে ন সংশয়ঃ॥
[৪]মন্ত্রঃ—ওঁ নমো নারায়ণায় অমুকামুকেন সহ বিদ্বেষং কুরু কুরু স্বাহা॥ ১

[৫]অথান্যৎ—

পরস্পরং রিপোর্বৈরং মিত্রেণ সহ নিশ্চিতম্।
মহিষাশ্ব-পুরীষাভ্যাং গোমূত্রেণ সমালিখেৎ।
যয়োর্নাম তয়োঃ শীঘ্রং[৬] বিদ্বেষশ্চ পরস্পরম্॥ ২

প্রকারান্তরে বশীকরণ—মৃগশিরা নক্ষত্রে উত্তম রক্ত করবীরের কাষ্ঠ আহরণ করিবে। নবাঙ্গুল পরিমিত সেই কাষ্ঠের খুঁটী সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার নাম করিয়া মাটীতে পুঁতিয়া দিবে সে নিশ্চয়ই বশীভূত হইবে। মন্ত্র—ওঁ হুঁ হুঁ স্বাহা। তত্তৎ কার্য্যে জপের যে সংখ্যা কথিত আছে সেইমত জপ করিবে। সংখ্যা উক্ত না থাকিলে অযুতসংখ্যক জপ করিবে। ৭

হরগৌরীর কথোপকথনে মহাতন্ত্ররাজ ক্রিয়োড্ডীশের
দ্বাদশ পটল সমাপ্ত। ১২

ত্রয়োদশ পটল

অনন্তর বিদ্বেষণ অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ উৎপাদনের উপায় বলা হইতেছে। শজারুর কাঁটা লইয়া ভূমি বিদারণপূর্ব্বক পুতিয়া দিবে। তাহা হইলে শত্রুর গৃহে নিত্যই কলহ লাগিয়া থাকিবে। ইহার মন্ত্র—'ওঁ নমো......' ইত্যাদি। ১

প্রকারান্তরঃ—ইহাতে শত্রুর নিজমিত্রের সহিত পরস্পর শত্রুতা সুনিশ্চিত। অশ্ব ও মহিষের বিষ্ঠা ও গোমূত্র দ্বারা যাহাদের নাম লিখিবে তাহাদের মধ্যে সত্বর পরস্পর শত্রুতা হইবে। ২

১। খ—প্রকারান্তরেণ বশীকরণম্। ২। ক—'মন্ত্রঃ' ইতি নাস্তি। ৩। ক—চতুর্থপাদো নাস্তি। ৪। ক—মন্ত্রঃ ইতি নাস্তি। ৫। খ—অন্যচ্চ। ৬। ক—বিদ্বেষঞ্চ।

অন্যচ্চ—

রক্তেন মাহিষাশ্বেন শ্মশানবস্ত্রকে লিখেৎ।
যয়োর্নাম তয়োঃ শীঘ্রং বিদ্বেষশ্চ পরস্পরম্ ॥ ৩
ষট্‌কোণচক্রমধ্যে তু রিপোর্নামসমন্বিতম্।
মন্ত্রং ততঃ প্রবক্ষ্যামি মহাভৈরবসংজ্ঞকম্ ॥ ৪

[১]অথ মহাভৈরবমন্ত্রঃ—

ওঁ নমো ভগবতি। শ্মশানকালিকে। অমুকং বিদ্বেষয় বিদ্বেষয় হন হন পচ পচ মথ মথ হুঁ ফট্ স্বাহা ॥

অনেন মন্ত্ররাজেন হোময়েদ্ যত্নতঃ সুধীঃ ॥ ৫
[২]বহ্নিকুণ্ডে শ্মশানাগ্নিং দাপয়েৎ খাদিরৈধসা।
কটুতৈলান্বিতৈঃ পত্রৈর্নিম্বস্য পরিশোধিতৈঃ।
হোময়েদযুতং ধীমান্ সাকং তিলযবাক্ষতৈঃ[২] ॥ ৬
ভাবয়ন্ কালিকাং [৩]দেবীমন্ত্রনীলসমপ্রভাম্।
ব্যোমনীলাং মহাচণ্ডাং সুরাসুরবিমর্দ্দিনীম্ ॥ ৭
ত্রিলোচনাং মহারাবাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্।
কপালকর্ত্তকাহস্তাং চন্দ্রসূর্য্যোপরিস্থিতাম্ ॥ ৮
শরজাল[৪]ধরাঞ্চৈব প্রেতভৈরববেষ্টিতাম্।
বসন্তীং পিতৃ[৫]গহনে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনীম্ ॥ ৯
হোময়েদ্ বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্বলিচ্ছাগোপহারকৈঃ।
পূজয়িত্বা মহেশানীং ভক্তিযুক্তেন চেতসা ॥ ১০
এতদ্ভস্ম সমাদায় ধারয়েদভিমন্ত্রিতম্।
ভস্মনা তেন মনুনা বিদ্বেষো জায়তে নৃণাম্ ॥ ১১

আর এক প্রকার ঃ—শ্মশানের বস্ত্রে মহিষ ও অশ্বের রক্ত দিয়া যাহাদের নাম লিখিবে তাহাদের শীঘ্রই পরস্পর বিদ্বেষ সৃষ্টি হইবে। ষট্‌কোণ চক্রমধ্যে শত্রুর নামের সহিত মহাভৈরব সংজ্ঞক মন্ত্র লিখিতে হইবে। সেজন্য সেই মন্ত্র বলিব। মহাভৈরবমন্ত্র—"ওঁ নমো ভগবতি।" ইত্যাদি। এই মন্ত্রের দ্বারা যত্নপূর্ব্বক হোম করিতে হইবে। ৩-৫

হোমকুণ্ডে খদির কাষ্ঠে শ্মশানাগ্নি ধরাইয়া প্রজ্বলিত করিবে। সর্ষপতৈল সহ নিম্বপত্র প্রোক্ষণাদি দ্বারা শোধন করিয়া লইয়া তিল, যব ও অক্ষতের সহিত তাহা দ্বারা অযুত সংখ্যক হোম করিবে। হোমকালে শ্মশানবাসিনী কালিকার [৭-৯ শ্লোক] উল্লিখিত ধ্যান (ধ্যানোক্ত মূর্ত্তির চিন্তা) করিবে। ৬-৯

বহুবিধ পুষ্প এবং ছাগবলি প্রভৃতি নানা উপচারে পূজা করিয়া ভক্তিযুক্ত

১। খ—'অথ' নাস্তি। ২। ক—পুস্তকে পাঠবৈষম্যং সুমহৎ।
তদ্ যথা—"বহ্নিকুণ্ডে নিম্বপত্রে কটুতৈলান্বিতেন চ।
প্রজ্বাল্য খাদিরং বহ্নিং শ্মশানজং ততঃ পুনঃ।
দশসাহস্রসংযুক্তং তিলজবাক্ষতান্বিতম্ ॥" ইতি।
৩। খ—দেবীং মন্ত্রশীল-। ৪। ক—গতাঞ্চৈতং। ৫। ক—কাননে।

মন্ত্রস্তু—ওঁ দ্রীং বিদ্বেষিণি। অমুকামুকয়োঃ পরস্পরয়োর্বিদ্বেষণং কুরু কুরু স্বাহা।

অথ উচ্চাটনম্

সৌরারয়োর্দিনে গ্রাহ্যং নরাস্থি চতুরঙ্গুলম্।
নিশাবসানে সংলিখ্য প্রধানভবনে ক্ষিপেৎ ॥
সপ্তাহাভ্যন্তরে শত্রোরাশু চোচ্চাটনং ভবেৎ।
দ্রং অমুকস্যোচ্চাটনং কুরু কুরু স্বাহা। দ্রং অমুকং হন হন স্বাহা।

[১]অথ স্তম্ভনম্—

অমুকস্য মনঃ স্তম্ভয় স্তম্ভয় দ্রং ফট্ ॥ ১২

[১]অথ শান্তিঃ

শান্তিঃ সর্ব্বাভিচারস্য পঞ্চগব্যেন জায়তে।
[২]কাম্যপ্রয়োগে সর্ব্বত্র নিয়মোঽযুতসংখ্যকঃ ॥ ১৩
[৩]হোমঃ কর্ত্তব্যঃ ১০০০০ ॥

[১]অথ মারণম্

মহাকৃত্যাপ্রয়োগঃ—

অতঃ পরং মহেশানি মারণং শৃণু পার্ব্বতি।
যেন [৪]বিজ্ঞাতমাত্রেণ সুসাধ্যং ভুবনত্রয়ে ॥ ১৪
রুদ্রজায়া মহাযোগিন্যতো গৌরীপদং বদেৎ।
ভুবনভয়ঙ্করীতি পদং বর্ম্মাস্ত্রমুচ্চরেন্মনুম্ ॥ ১৫

চিত্তে হোম করিবে। সেই হোমের ভস্ম লইয়া মন্ত্রপূত করিয়া ধারণ করিলে [বা করাইলে] সেই ভস্ম ও মন্ত্রের প্রভাবে মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ সঞ্চার হইবে। ১০-১১

মন্ত্র—ওঁ দ্রীং বিদ্বেষিণি......ইত্যাদি। উচ্চাটন প্রক্রিয়া—শনি মঙ্গলবারে মানুষের অস্থি ৪ আঙ্গুল পরিমাণ সংগ্রহ করিবে। রাত্রিশেষে মন্ত্র লিখিয়া প্রধান গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। সপ্তাহ মধ্যে কিংবা তৎপূর্ব্বেই শত্রুর উচ্চাটন হইবে। মন্ত্র—"দ্রং অমুকস্য" ইত্যাদি। স্তম্ভনের মন্ত্র—"অমুকস্য মনঃ"...... ইত্যাদি। ১২

অনন্তর শান্তিকর্ম্মের বিধান বলা হইতেছে—

সর্ব্ববিধ আভিচারিক ক্রিয়ার শান্তি পঞ্চগব্য দ্বারা হইয়া থাকে। কাম্য প্রয়োগে সর্ব্বত্রই অযুতসংখ্যক জপের নিয়ম ॥ ১৩

অনন্তর মারণ-প্রক্রিয়া

মহাকৃত্যা প্রয়োগ—হে মহেশ্বরি! পার্ব্বতি! অতঃপর মারণ-প্রক্রিয়া শ্রবণ কর,—জানা থাকিলে ত্রিভুবন সহজে আয়ত্ত হইয়া যায়। হ্রীং মহাযোগিনী গৌরী ভুবনভয়ঙ্করী হ্রৈং হ্রঃ—এই মন্ত্র। অথবা প্রথমে সাধারণ

১। খ—'অথ' নাস্তি। ২। ক—সর্ব্বত্র কাম্যঃ প্রয়োগে। ৩। খ—"হোমঃ কর্ত্তব্যঃ ১০০০০" ইতি নাস্তি। ৪। ক—বিজ্ঞান-। ৫। ক—তদন্য।

অথবা প্রথমং[১]ন্যাসমথাতো ব্রহ্মণঃ[২] পদম্।
[৩]ষড়্‌দীর্ঘযুক্তবীজেন চাঙ্গমন্ত্রেণ যোজনা ॥ ১৬
হৃদয়ঞ্চ ততোঽঙ্গেন [৪]বর্ম্মাস্ত্রেণ শিরঃ ক্রমাৎ।
শিখাকবচ-নেত্রাস্ত্রমেবং ন্যাসক্রমঃ স্মৃতঃ ॥ ১৭
অঙ্গিরাশ্চ ঋষির্দেবি। গায়ত্রীচ্ছন্দ ঈরিতম্।
সিংহবক্ত্রা চ ভূতানাং [৫]ভয়ঙ্করি ততঃ পরম্।
মহাকৃত্যা দেবতা চ ইত্যুক্ত্বা ন্যাসমাচরেৎ ॥ ১৮

ধ্যানং—

সিংহাননাং কৃষ্ণমুখীং [৬]লম্বমানপয়োধরাম্।
দংষ্ট্রাকরালবদনাং ত্রিনেত্রাং সর্ব্বপ্রোজ্জ্বলাম্ ॥ ১৯
কৃষ্ণ[৭]কাঞ্চীসমাযুক্তাং বিধূমাগ্নিসমপ্রভাম্।
ত্রিশূলচক্রমুষল-খট্বাঙ্গ-করপঙ্কজাম্ ॥ ২০
লেলিহান-মহাজিহ্বাং বিদ্যুৎপুঞ্জসুভীষণাম্।
ধ্যাত্বা কৃত্যাং বিধানেন পূজয়েন্মন্ত্রবিত্তমঃ ॥ ২১
ধ্যাত্বা কৃত্যা[৮]মর্চ্চয়েত রক্তৈঃ পুষ্পৈশ্চ [৯]বশ্যকে।
কৃষ্ণৈর্মারণকৃত্যেষু মাংসরক্তাসবৈস্ত[১০]তাম্ ॥ ২২
কৃত্যাঞ্চ মদনাং কুমার্য্যশ্বচ্ছাদিনীং তথা।
ভীষণাং শ্রীমতীং চৈব প্রতিষ্ঠাঞ্চ ততঃ পরম্।
বিদ্যামভ্যর্চ্চয়েদষ্টপত্রেষু [১১]হি [১২](ক্রমশঃ) সুলোচনাম্ ॥ ২৩

ভাবে ন্যাস করিয়া পরে কবচমন্ত্র ও ছয়টি দীর্ঘস্বরযুক্ত বীজমন্ত্র ও অঙ্গমন্ত্রের যোজনা করিবে। পুনরায় হৃদয় মন্ত্র, অঙ্গমন্ত্র, কবচ, অস্ত্র ও শিরোমন্ত্র এবং শিখা, কবচ, নেত্র ও অস্ত্র মন্ত্র এই ক্রমে ন্যাস করিবে। হে দেবি। অঙ্গিরা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, সিংহবক্ত্রা ভূতভয়ঙ্করী মহাকৃত্যা দেবতা এই বলিয়া ন্যাস করিবে। ১৪-১৮

অনন্তর ধ্যান করিবে। মুখ সিংহের ন্যায় অথচ কৃষ্ণবর্ণ এবং দশন দ্বারা ভয়াবহ, পয়োধর বিলম্বিত, ত্রিলোচনা, সর্ব্বাঙ্গ অতি উজ্জ্বল, ধূমহীন অগ্নির ন্যায় প্রভা, কৃষ্ণবর্ণ-কাঞ্চী পরিহিতা, ত্রিশূল, চক্র, মুষল, খট্বাঙ্গধারিণী, বিশাল জিহ্বা লক লক করিতেছে, বিস্ফুরিত বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় অতিভয়প্রদা—এইরূপ কৃত্যাদেবীকে ধ্যান করিয়া মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি যথাবিধানে পূজা করিবেন। ১৯-২১

বশ্য কর্ম্মে কৃত্যাদেবীকে ধ্যান করিয়া কৃষ্ণ পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। এবং মারণকার্য্যেও কৃষ্ণ পুষ্প এবং মাংস, রক্ত ও মদ্য দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। ২২

অষ্টদলে কৃত্যা, মদনা, কুমার্য্যশ্বচ্ছাদিনী, ভীষণা, শ্রীমতী, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা ও সুলোচনা—ইহাদের যথাক্রমে পূজা করিবে। ২৩

১। ক—তদন্যমথাতো। ২। 'বর্ম্মণ' ইতি ভবিতুং যুক্তম্। তেন 'হ্রৈং' ইতি কবচ-মন্ত্রো গৃহ্যতে। ৩। খ—যদ্দীর্ঘ—। ৪। ক-খ—ধর্ম্মাস্ত্রেণ। 'বর্ম্মাস্ত্রেণ' ইতি যুক্তম্।
৫। ক—ভয়ঙ্করিণাতঃ। ৬। খ—লম্বগাত্র।
৭। ক—কাঞ্চিকসম্বীতাং। ৮। খ—মর্চ্চয়েদ্বৈ। ৯। ক—বশ্যে।
১০। ক—সর্বৈঃ স্তুতাম্। ১১। ক—হি' নাস্তি। ১২। ক—ক্রমশঃ।

পূর্ব্বে তু শাঙ্করীং নাম শুক্লবর্ণাং বরান্বিতাম্।
দ্বিভুজাং সৌম্যবদনাং পাশাঙ্কুশধরাং শিবাম্ ॥ ২৪
দক্ষিণে ভীষিকাং নাম লম্বজিহ্বাং সুধামুখীম্।
কৃষ্ণবর্ণাং রক্তমুখীং রক্তমাল্যানুলেপনাম্ ॥ ২৫
চতুর্ভুজাং সিংহনাদাং মহাঘোরাং কপালিনীম্।
খড়্গহস্তাং শিরোমালাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্ ॥ ২৬
পশ্চিমে বারুণীং নাম স্বর্ণবর্ণাং হসন্মুখীম্।
সুরুদ্রমালিকাং [১] শুভ্রদংষ্ট্রামভয়দাং সদা ॥ ২৭
উত্তরে ভীমিকাং নাম চতুর্হস্তাং ভয়ঙ্করীম্।
পূজয়িত্বা জপেন্মন্ত্রং নিত্যমষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ২৮
অবাপ্য বিনিয়োগস্তু কর্ত্তব্যো মন্ত্রিণা সদা।
কালং বিদিত্বা প্রতিমাং মধূচ্ছিষ্টেন কারয়েৎ ॥ ২৯
দ্বাদশাঙ্গুলকং শত্রোর্নখলোমসমন্বিতম্।
হৃদয়ে নামধে[২]য়ঞ্চ ফট্‌কারঞ্চ [৩]সবর্ম্মকে ॥ ৩০
অস্য প্রাণান্ প্রতিষ্ঠাপ্য মরিচৈর্লেপয়েৎ ততঃ।
মৃত-ব্রাহ্মণ-চাণ্ডাল-কেশাভ্যাং পাদয়োঃ পৃথক্ ॥ ৩১
বদ্ধা করে করমধ্যে তোরণে চাপ্যধোমুখম্।
তস্যাধো মেখলাযুক্তং ত্রিকোণং তত্র কুণ্ডকম্ ॥ ৩২
তত্র শাবং নিধায়াগ্নিং পরিস্তীর্য্য শরৈস্তৃণৈঃ।
বিভীতকং পরীধায় কল্পয়েদ্ যস্য মারণম্ ॥ ৩৩

পূর্ব্বদিকে শুক্লবর্ণা বরপ্রদা পাশাঙ্কুশধারিণী দ্বিভুজা প্রসন্নমুখী শঙ্করীর পূজা করিবে। ২৪

দক্ষিণে কৃষ্ণবর্ণা রক্তমুখী, রক্তমাল্য ও রক্তানুলেপনধারিণী লম্বিতরসনা, সুধাপানরতা, চতুর্ভুজা সিংহনাদপরায়ণা নরকপালধারিণী সর্ব্বালংকারালংকৃতা খড়্গ ও মুণ্ডমালাধারিণী ভীষিকার পূজা করিবে। ২৫-২৬

পশ্চিমে কাঞ্চনবর্ণা—সহাস্যবদনা শুভ্রদশনা ভীষণমাল্যধারিণী সর্ব্বদা অভয়প্রদা বারুণীর পূজা করিবে। ২৭

উত্তরে চতুর্ভুজা ভয়ঙ্করী ভীমিকার পূজা করিয়া প্রত্যহ অষ্টোত্তর শত মন্ত্র জপ করিবে। ২৮

মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি মারণ প্রয়োগের ক্ষেত্র পাইলে অবশ্যই প্রয়োগ করিবেন। সময় বুঝিয়া মোম দ্বারা দ্বাদশাঙ্গুলী পরিমিত শত্রুর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইবেন। ঐ মূর্ত্তি (শত্রুর) নখলোমযুক্ত এবং উহার হৃদয়ে এবং দুই বাহুতে শত্রুর নাম ও ফট্ লিখিয়া দিবে। ২৯-৩০

উহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া মরীচ দ্বারা লিপ্ত করিবে। মৃত ব্রাহ্মণ ও চাণ্ডালের শবদেহের কেশ দিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দুই পায়ে বাঁধিয়া এবং দুই হাত তোরণের মত করিয়া বাঁধিয়া অধোমুখে ঝুলাইয়া দিবে। তাহার নিম্নে

১। ক—শুভ্রাং। ২। ক—দেয়—। ৩। খ—মর্ম্মকে।

জুহুয়ান্নিম্বতৈলাক্তৈঃ কাকোলূকস্য পুচ্ছকৈঃ।
দারয়ৈনং শোষয়ৈনং মারয়েত্যভিধায় চ ॥ ৩৪
অষ্টোত্তরশতেনৈব মনুনা বিধিনা ততঃ।
হোমান্তে বিধিবৎ কৃত্বা বাহ্যে অগ্নেশ্চ সন্নিধৌ ॥ ৩৫
[১]যো মে দ্বেষ্টি জনঃ কশ্চিদ্ দূরস্থো বান্তিকেঽপি চ।
পিব কৃত্যোঽমুকং তস্য 'হু'মিত্যুক্ত্বা নিবেদয়েৎ ॥ ৩৬
সংরক্ষ্যাগ্নিং বিধানেন নবরাত্রং সমাচরেৎ।
হুনেদ্‌যাবৎ তাবদস্য ভবেদেব রিপোর্মৃতিঃ ॥ ৩৭
অর্কক্ষীরে চ মরিচং পিষ্ট্বা সিদ্ধার্থমেব চ।
জলে সংলোড্য মন্ত্রেণ রিপুং ধ্যাত্বা নিরুদ্ধদৃক্ ॥ ৩৮
কৃষ্ণাম্বরোত্তরী[২]য়োঽগ্রপাদেনাক্রম্য তদ্রিপুম্।
[৩]বজ্রশূলমিতি ধ্যাত্বা তস্যোপরি তু নিক্ষিপেৎ।
[৪]নবরাত্রাৎ পরে শত্রুর্ম্রিয়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৯

[৫]অথ বটুকভৈরবপ্রয়োগঃ

অতঃ পরং মহেশানি ! শৃণুষ্ব কর্ম্মসিদ্ধিদম্।
বটুকং বিমলাঙ্গাখ্যং পূজয়েৎ ষট্‌সু কর্ম্মসু ॥ ৪০
(আচম্য স্বস্তিবাচনসূক্তং পঠিত্বা)
অভ্যর্চ্চ্য চ শিরঃপদ্মে শ্রীগুরুং করুণাময়ম্।

মেখলাযুক্ত ত্রিকোণ কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শবদাহের অগ্নি ছড়াইয়া দিয়া শর ও তৃণ দ্বারা আস্তীর্ণ করিয়া বিভীতক কাষ্ঠ তদুপরি স্থাপিত করিবে। যাহার মারণ কল্পনা করা হইতেছে তাহাকে 'দারয় শোষয় মারয়' এইরূপ বলিয়া নিম্বতৈলাক্ত কাকোলূক-পুচ্ছ (গুচ্ছ ?) দ্বারা অষ্টোত্তর শত মন্ত্র দ্বারা যথাবিধানে হোম করিবে। তারপর হোমান্তে বহির্ভাগে অগ্নির সান্নিধ্যে মূলোক্ত মন্ত্রে (রক্তমাংসাদি) নিবেদন করিবে। ৩১-৩৬

বিধিমত অগ্নি রক্ষা করিয়া নয়রাত্রি পর্য্যন্ত এই রূপ করিবে। যতদিন এইরূপ হোম করিবে তাহার মধ্যেই শত্রুর মৃত্যু হইবে। ৩৭

আকন্দের আঠায় মরীচ ও সরিষা বাটিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক উহা জলে গুলিয়া ইহা বজ্র, ইহা শূল এইরূপ চিন্তা করিয়া কৃষ্ণবস্ত্র ও কৃষ্ণোত্তরীয় ধারণ করতঃ চোখ বুজিয়া শত্রুকে ধ্যান করিয়া সেই শত্রুকে পাদাগ্রে আক্রমণ করিয়া তাহার উপরে নিক্ষেপ করিবে। নয়রাত্রির পরে শত্রুর মৃত্যু হইবে, সন্দেহ নাই। ৩৮-৩৯

বটুকভৈরব প্রয়োগ

হে মহেশ্বরি ! অতঃপর কার্য্যসিদ্ধিপ্রদ বটুক ভৈরব প্রয়োগ শ্রবণ কর। ছয়টী কার্য্যেই বিমলাঙ্গ বটুকের পূজা করিবে। আচমনপূর্ব্বক স্বস্তিবাচনসূক্ত

১। ক—যো মে কশ্চিদ্ দ্বিষতি। ২। ক—খ—য়াগ্র। ৩। ক—বজ্রং।
৪। ক—নবরাত্রপরে। ৫। খ—'অথ' নাস্তি।

সঙ্কল্পঃ—

অদ্যেত্যাদ্যমুকগোত্রান্ত-নাম-গ্রহারিষ্ট-প্রশমন-পূর্ব্বকারোগ্যায়ুর্ব্বৃদ্ধিকামো গণেশাদিপূজাপূর্ব্বক-বটুক-পার্থিবশিব-পূজনমহং করিষ্যে।

শান্তিকাদৌ—

রতিঞ্চ পূজয়েদাদৌ ক্ষেত্রপালং ততঃ পুনঃ।
রুদ্রঞ্চ পূজয়েদ্দেবি! ধ্যানং শৃণু মহা[১]মতে ॥ ৪১

প্রণবাদ্যং ধ্যানম্—

শূলহস্তং মহারৌদ্রং সর্ব্ববিঘ্ন-নিষূদনম্।
পূর্ণচন্দ্র-সমাভাসং রুদ্রং বৃষভবাহনম্ ॥
এবং ধ্যাত্বা [২]মহাকালীং পূজয়েদ্রুদ্রদৈবতম্।

প্রণবাদ্যং 'রুদ্রায় নম' ইতি। ভক্তিযোগতঃ শততোলক-পরিমিত-লিঙ্গ-মানীয় কাংস্যপাত্রে লিঙ্গং সংস্থাপ্য—

সামান্যার্ঘ্যং ততঃ কৃত্বা ভূতশুদ্ধিং মহেশ্বরি।
প্রাণায়ামমঙ্গন্যাসং পীঠন্যাসং সমাচরেৎ ॥ ৪২

তত ঋষ্যাদিন্যাসঃ। ততো দেহন্যাসঃ। যথা—মূর্দ্ধ্নি—ওঁ ভৈরবায় নমঃ। ললাটে—ভীমদর্শনায় নমঃ। নেত্রয়োঃ—ভূতাশ্রয়ায় নমঃ। মুখে—তীক্ষ্ণদর্শনায় নমঃ। কর্ণয়োঃ—[৩]ক্ষেত্রপায় নমঃ। হৃদি—ক্ষেত্রপালায় নমঃ। নাভি-দেশে—ক্ষেত্রাখ্যায় নমঃ। কট্যাং—সর্ব্বাঘনাশনায় নমঃ। উর্ব্বোঃ—ত্রিনেত্রায় নমঃ। জঙ্ঘয়োঃ—রক্তপাণিকায় নমঃ। পাদয়োঃ—দেবদেবেশায় নমঃ। এবং সর্ব্বাঙ্গে—বটুকায় নমঃ।

করঙ্গন্যাস—

'ওঁ হ্রীং বাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ' ইত্যাদি। 'ওঁ হ্রীং বাং হৃদয়ায় নমঃ' ইত্যাদি। ততো মূলেন ব্যাপকং কৃত্বা ধ্যায়েৎ—'ওঁ বন্দে বালমিত্যাদি।' সম্পূজ্য—

দ্বাবিংশদক্ষরং[৪] চৈব জপেদ্রুদ্রসহস্রকম্।
অভিষেকং তর্পণঞ্চ [৫]যথাবিধি সমাচরেৎ ॥
এষা শান্তির্মহাশান্তিঃ কথিতা তব শ্রদ্ধয়া ॥ ৪৩

পাঠ করিয়া শিরঃস্থ সহস্রারে করুণাময় শ্রীগুরুকে অর্চ্চনা করিয়া অদ্যেত্যাদি মন্ত্রে সংকল্প করিবে। শান্ত্যাদি কার্য্যে প্রথমে রতি, ক্ষেত্রপাল ও রুদ্রের পূজা করিবে। 'শূলহস্তং' ইত্যাদি ধ্যান মন্ত্রে রুদ্রের ধ্যান করিয়া 'ওঁ রুদ্রায় নমঃ' বলিয়া পূজা করিবে। ভক্তি সহকারে শত তোলক পরিমিত শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কাংস্যপাত্রে স্থাপন করিয়া সামান্যার্ঘ্য, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, অঙ্গন্যাস ও পীঠন্যাস করিবে। ৪০-৪২

তারপর ঋষ্যাদিন্যাস ও উল্লিখিত মন্ত্রে দেহন্যাস, করন্যাস ও ব্যাপকন্যাস

১। ক—মতি। ২। 'মহাকাল'মিতি যুজ্যতে। ৩। ক—ক্ষেত্রপালায়।
৪। ক—রমেব জপেদেকাদশ। ৫। ক—যথাবিধানপূর্ব্বকম্।

[1]অথ বশীকরণম্—

পূর্ব্ববৎ সংকল্প্য রাজসধ্যানেন ধ্যাত্বা—'ওঁ উদ্যদ্ ভাস্করাদি' ॥ ৪৪

[1]অথ স্তম্ভনম্—

অতঃপরং মহাদেবি ! পূজনং ক্রূরকর্ম্মণি ।

পূর্ব্ববৎ সংকল্প্য বিদ্বেষণোচ্চাটনাদিষু চ ক্রূর[2]কর্ম্মসু ধ্যানং যথা—'ওঁ ধ্যায়েন্নীলাদ্রিকান্তমিত্যাদি ধ্যাত্বা সম্পূজ্য [3]শিবসহস্রসংখ্যকমনুমুক্তং (?) শেষে অমুকং বশমানয় স্বাহেতি মন্ত্রজপকর্ম্মাহং করিষ্যে ॥ ৪৫

যন্ত্রে পূজাক্রমঃ—

পুনর্ধ্যাত্বা যন্ত্রে পুষ্পং নিধায় আবাহনাদিকং কুর্য্যাৎ । যথা তত্র ক্রমঃ—মূলাদি সদ্যোজাত-মন্ত্রেণাবাহনম্ । যথা—মূলম্ ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ । ভবেঽভবেঽ[4]নাদিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় [5]বৈ

করিয়া 'ওঁ বন্দে বালং' ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান করিবে। সাত্ত্বিক ধ্যান—বন্দে বালং স্ফটিকসদৃশং কুণ্ডলোদ্ভাসিবক্ত্রং, দিব্যাকল্পৈর্নবমণিময়ৈঃ কিঙ্কিণীনূপুরাদ্যৈঃ। দীপ্তাকারং বিশদবসনং সুপ্রসন্নং ত্রিনেত্রং, হস্তাব্জাভ্যাং বটুকমনিশং শূলদণ্ডৌ দধানম্ ॥

পূজান্তে—দ্বাবিংশত্যক্ষরের মন্ত্র এগার হাজার জপ করিবে। অভিষেক ও তর্পণ যথাবিধানে করিবে। এই শান্তি মহাশান্তিরূপে কথিত। তোমার শ্রদ্ধাদৃষ্টে ইহা বলিলাম। ৪৩

অতঃপর বশীকরণ বলা হইতেছে। পূর্ব্ববৎ সংকল্পান্তে 'উদ্যদ্ ভাস্কর' ইত্যাদি রাজস ধ্যান-মন্ত্রে ধ্যান করিয়া অন্যান্য কার্য পূর্ব্ববৎ করিবে।

রাজসধ্যান—উদ্যদ্ভাস্করসন্নিভং ত্রিনয়নং রক্তাঙ্গরাগস্রজং, স্মেরাস্যং বরদং কপালমভয়ং শূলং দধানং করৈঃ। নীলগ্রীবমুদারভূষণশতং শীতাংশুচূড়োজ্জ্বলং, বন্ধূকারুণবাসসং ভয়হরং দেবং সদা ভাবয়ে ॥ ৪৪

অতঃপর স্তম্ভনের কথা বলা হইতেছে। হে মহাদেবি ! স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটনাদি হিংস্র কার্য্যে "ধ্যায়েন্নীলাদ্রিকান্তিম্" ইত্যাদি তামস ধ্যানমন্ত্রে ধ্যান করিবে।

তামসধ্যান—ধ্যায়েন্নীলাদ্রিকান্তিং শশিশকলধরং মুণ্ডমালং মহেশং, দিগ্বস্ত্রং পিঙ্গলাক্ষং ডমরুমথ সৃণিং খড়্গশূলাভয়ানি। নাগং ঘণ্টাং কপালং করসরসিরুহৈর্বিভ্রতং ভীমদংষ্ট্রং, সর্পাকল্পং ত্রিনেত্রং মণিময়বিলসৎকিঙ্কিণী-নূপুরাঢ্যাম্ ॥

পূর্ব্ববৎ পূজান্তে একাদশ সহস্র জপান্তে পরিশেষে 'অমুকং বশমানয় (স্তম্ভয়, বিদ্বেষয়, উচ্চাটয়) স্বাহা' এইরূপ মন্ত্র জপের পৃথক্ সংকল্প করিয়া জপ করিবে। ৪৫

১। খ—'অথ' নাস্তি। ২। ক—কর্ম্মণি। ৩। খ—শিবসংখ্যাসহস্রসংখ্যাকমনুমুক্তং। ৪। খ—নাতিভবে ভবস্ব। ৫। খ—'বৈ' নাস্তি।

নমঃ। পিনাকধৃক্! ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ। পুনর্মূলমুচ্চার্য্য—ওঁ বামদেবায় নমঃ। এবং জ্যেষ্ঠায়, রুদ্রায়, কালায়, কলবিকরণায়, [1]বলায়, বলবিকরণায়, বলপ্রমথনায়, সর্ব্বভূতদমনায় নমো নমঃ। উন্মনায় নমঃ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ। মূলম্ ইহ সন্নিধেহি।

[2]মূলম্—ওঁ বামদেবায় নমঃ, ওঁ জ্যেষ্ঠায় নমঃ, ওঁ রুদ্রায় নমঃ, ওঁ কালায় নমঃ। ওঁ কলবিকরণায় নমঃ, ওঁ বলায় নম, ও বলবিকরণায় নমঃ, ওঁ বল-প্রমথনায় নমঃ, ওঁ সর্ব্বভূতদমনায় নমো নমঃ। ওঁ উন্মনায় নমঃ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ। মূলং ইহ সন্নিধেহি।[2]

অঘোরেণ সন্নিরোধনম্—পুনর্মূলম্—ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোর-ঘোরতরেভ্যঃ। সর্ব্বতঃ[3]সর্ব্ব[4]সর্ব্বেভ্যো নমোঽস্তু[5] রুদ্ররূপেভ্যঃ—ইহ সন্নিরুধ্যস্ব।

তৎপুরুষেণ যোনিমুদ্রাপ্রদর্শনম্—পুনর্ম্মূলম্—ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। ইতি যোনিমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ।

ঈশানেন বন্দনমিতি। পুনর্মূলম্—ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্ব্ব-ভূতানাং [6]ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা শিবো মেঽস্তু সদাশিবঃ ওঁ শিবং বন্দয়ামি নমঃ।

ততঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠা—আং হ্রীং ক্রোং হংসঃ [7]বটুকাত্মনঃ পশুপতেঃ শূল-পাণেঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। জীব ইহ স্থিতঃ। সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি। [8]বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃ-শ্রোত্র-ঘ্রাণ-প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। 'হু'মিত্যবগুণ্ঠ্য 'ব'মিতি ধেনুমুদ্রয়ামৃতীকৃত্য ছোটিকাভির্দিগ্‌বন্ধনং কৃত্বা ষড়ঙ্গানি সম্পূজ্য দেবং পূজয়েৎ।

মূলমুচ্চার্য্য—এতৎ পাদ্যং ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে বটুকাত্মনে পশুপতয়ে শিবায় নমঃ। এবং ক্রমেণার্ঘ্যাচমনীয়াদিকং দদ্যাৎ। স্নানে তু বিশেষঃ। যথা—অদ্যেত্যাদি অমুকস্যাশেষাশুভ-নিবৃত্তিপূর্ব্বক-গ্রহারিষ্টোপশমনারোগ্যায়ু-র্বৃদ্ধি-কামনয়া শততোলক-পরিমিত-দুগ্ধেন বটুকাত্মক-পশুপতের্লিঙ্গং স্নাপয়ামি। 'ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি' ইত্যাদিনা স্নাপয়েৎ। ততো জলেন স্নাপয়িত্বা। মূলম্। এষ গন্ধঃ—ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ। পুষ্পে তু অদ্যেত্যাদি উক্তবৎ কামনয়া বটুকাত্মক-পশুপতয়ে শিবায় অষ্টোত্তরশত-দ্রোণপুষ্পমহং সম্প্রদদে। মূলমুচ্চার্য্য ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ ইতি মন্ত্রেণ একমেকং কৃত্বা দদ্যাৎ। এবং [9]বিল্বপত্রে। মধুপর্কে। ধূপদীপে তু গন্ধবৎ। নৈবেদ্যম্

যন্ত্রে পূজা করিবার ক্রম—পুনরায় ধ্যান করিয়া যন্ত্রে ফুল দিয়া মূলোক্ত ক্রমে সদ্যোজাতাদি মন্ত্রে আবাহন, আং হ্রীং ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা, ষড়ঙ্গ-

---

১। ক—'বলায়' নাস্তি। ২। অয়মংশঃ ক-পুস্তকে নাস্তি। খ—পুস্তকেঽস্তাতি লিখিতম্। পুনরুক্ত ইব তু প্রতিভাতি। ৩। খ—সর্ব্বেভ্যঃ। ৪। খ—শর্ব্বেভ্যো।
৫। খ—নমোঽস্তু তে। ৬। খ—ব্রহ্মণে ঽধিপতির্ব্রহ্মাধিপতি—।
৭। খ—বটুকায় নমঃ। ৮। খ—'বাঙ্‌মন' ইতি নাস্তি।
৯। খ—বিল্বপত্রং মধুপর্কম্।

—অদ্যেত্যাদি স্নানীয়বৎ কামনয়া এতৎ সোপকরণ-শততোলক-পরিমিতাতপ-তণ্ডুল-নৈবেদ্যং বটুকাত্মক-পশুপতয়ে শিবায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে। ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ। শততোলক-পরিমিত-সংবিদাচূর্ণং পানীয়ং তাম্বুলং চ পূর্ব্ববৎ সংকল্প্য দদ্যাৎ। ইতি। ৪৬

বশীকরণমন্ত্রে—মূলমুচ্চার্য্য এতৎ [১]পাদ্যং ওঁ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে বটুকাত্মনে শিবায় নমঃ। এবং ক্রমেণ পূজয়েৎ। এবমর্ঘ্যাচমনীয়ং দদ্যাৎ। স্নানে তু অদ্যেত্যাদি অমুকস্যামুকবশীকরণার্থং শততোলক-পরিমিত-ঘৃতেন মধুনা বা বটুকাত্মক-পাশুপত-শিবলিঙ্গং স্নাপয়ামি। মূলমুচ্চার্য্য—এষ গন্ধঃ ওঁ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ। পুষ্পে তু—অদ্যেত্যাদি—অমুকস্যামুক-বশীকরণার্থং অষ্টোত্তর-শত-দ্রোণপুষ্পং বটুকাত্মনে [২]পশুপতি শিবায়াহং সম্প্রদদে। মূলমুচ্চার্য্য এতদ্ দ্রোণপুষ্পং ওঁ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ ইতি—প্রত্যেকম্। এবং বিল্বপত্রম্। ধূপদীপে তু—ওঁ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ। নৈবেদ্যে[৩] তু—অমুকস্যামুক-বশীকরণার্থং শততোলক-পরিমিত-সোপকরণনৈবেদ্যং ওঁ বটুকাত্মক-পশুপতি-শিবায়াহং সম্প্রদদে। মূলমুচ্চার্য্য এতৎ সোপকরণশত-তোলক[৪]-পরিমিত-নৈবেদ্যং সংবিদাচূর্ণঞ্চ ওঁ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ। ততঃ পানার্থোদকমাচমনীয়ং তাম্বূলঞ্চ দদ্যাৎ।

ততঃ অষ্টাবরণং পূজয়েৎ। ততোঽষ্টমূর্ত্তিং পূজয়েৎ। ততো মূলেন পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা সংকল্প্য শিবসহস্রসংখ্যকং তন্মন্ত্রং জপেৎ। শান্তিকাদৌ, ক্রূর[৫]কর্ম্মণ্যপি। ততো গুহ্যাদিনা জপং সমর্প্য স্তোত্রাদিকং পঠেৎ।

ততো বলিদানম্। যথা—মূলমুচ্চার্য্য বটুকভৈরবায় এষ বলির্নমঃ। ভৈরব পরিবারগণৈঃ সহ মম শত্রূন্ সরুধিরং পিব পিব ইমং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা।

ওঁ শত্রুপক্ষস্য রুধিরং পিশিতঞ্চ দিনে দিনে।
ভক্ষয়স্ব গণৈঃ সার্দ্ধং সারমেয়সমন্বিতম্।

ততো বিহিতদ্রব্যৈঃ অষ্টোত্তরশতং সহস্রং বা হোময়েৎ।

বশীকরণে তু ঘৃতাক্তরাজিকাভিরষ্টোত্তর-সহস্র-হোমঃ। শান্ত্যর্থং দূর্ব্বাদিকম্। ক্রূরকর্ম্মণি বিল্বপত্রম্। উচ্চাটনে তু 'ওঁ হ্রীং [৬]শ্রীং হূং শিবায় স্বাহা' ইতি বিশেষঃ। দক্ষিণাং বটুকাত্মক-পশুপতয়ে শিবায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে। শ্বেতসর্ষপং লবণমিতি ॥ ৪৭

ইতি ক্রিয়োড্ডীশে মহাতন্ত্ররাজে উমামহেশ্বরসংবাদে ত্রয়োদশঃ পটলঃ ॥ ১৩

পূজা করিয়া দেবতার পূজা করিবে। যথা—মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক এতৎ পাদ্যং ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ। এই প্রকারে অর্ঘ্য ও আচমনীয়াদি প্রদান করিবে। স্নানীয়, পুষ্প, বিল্বপত্র, মধুপর্ক, নৈবেদ্য, সিদ্ধিচূর্ণ পানীয় ও তাম্বূল মূলোক্তক্রমে পূর্ব্ববৎ সংকল্পপূর্ব্বক মন্ত্র সহকারে প্রদান করিবে। ৪৬

বশীকরণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক 'ওঁ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে' ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা হইবে। স্নানীয়, পুষ্প, বিল্বপত্র, নৈবেদ্য সিদ্ধিচূর্ণ ইত্যাদি

১। ক—খ—'এতৎ পাদ্যম্' ইতি নাস্তি। ২। ক—পাশুপত। ৩। খ—নৈবেদ্যং। ৪। ক—'পরিমিত' নাস্তি। ৫। ক—কর্ম্মেঽপি। ৬। খ—শ্রীং নাস্তি।

চতুর্দ্দশঃ পটলঃ

*অথ ষট্‌কর্ম্মণাং কবচম্‌

শত্রুমর্দ্দনম্‌—

শ্রীদেব্যুবাচ—

শ্রুতং বটুকমাহাত্ম্যং পূর্ণবিস্ময়কারকম্‌।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং [1]বৈ ষট্‌কর্ম্মণাম্‌ ॥ ১

শ্রীঈশ্বর উবাচ—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
শ্রবণাৎ পঠনাদ্‌ বাপি [2]শত্রুনাশায় তৎক্ষণাৎ ॥ ২

শ্রীদেব্যুবাচ—

ত্রৈলোক্যমোহনার্থং তু কবচং মে প্রকাশয়।
ত্রৈলোক্যশত্রুসংঘস্ত নাশিতুং যঃ ক্ষমো ভবেৎ ॥ ৩
এবমুক্তো মহাদেবঃ ক্রুদ্ধো ভূত্বা জগৎপতিঃ।
দেবীং প্রবোধয়ামাস [3]বাক্যেনামৃতবর্ষিণা ॥ ৪

মূলোক্ত রীতি অনুসারে সংকল্পপূর্ব্বক প্রদান করিবে। পরে অষ্টাবরণ পূজা, অষ্টমূর্ত্তি পূজা করিয়া মূলমন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সংকল্পপূর্ব্বক এগার হাজার জপ ও জপ সমর্পণ করিয়া স্তবাদি পাঠ করিবে। শান্তি কার্য্য এবং ক্রূর কার্য্যেও এই নিয়মে পূজাদি হইবে। পরে মূলোক্ত মন্ত্রে বলিদান করিয়া বিহিত দ্রব্য দ্বারা ১০৮ বা ১০০৮ হোম করিবে। বশীকরণে ঘৃতাক্ত শ্বেত সর্ষপ ও লবণ দ্বারা ১০০৮ হোম করিবে। শান্তি কার্য্যে দূর্ব্বা, ক্রূর কার্য্যে বিল্বপত্র। উচ্চাটনে মন্ত্র ভিন্ন হইবে। পরে দেবতাকে দক্ষিণা দিবে। ৪২

হরপার্ব্বতীর কথোপকথনে মহাতন্ত্ররাজ ক্রিয়োড্ডীশের
ত্রয়োদশ পটল সমাপ্ত। ১৩

চতুর্দ্দশ পটল

অনন্তর ষট্‌কর্ম্মের কবচ বলা হইয়াছে। শত্রুমর্দ্দন কবচ। পার্ব্বতী বলিলেন—অতি বিস্ময়জনক বটুক-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে ষট্‌-কর্ম্মের কবচ শুনিতে ইচ্ছা করি। মহাদেব বলিলেন—হে দেবি! তুমি যাহা জানিতে চাহিতেছ তাহা বলিব, শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ করিলে বা পাঠ করিলে তৎক্ষণাৎ শত্রুনাশ হইবে। ১-২

পার্ব্বতী বলিলেন—যাহা ত্রিভুবনকে মোহিত করিতে এবং ত্রিভুবনের শত্রুসংঘকে নাশ করিতে সমর্থ হইবে—এইরূপ কবচ আমার নিকট প্রকাশ করুন। এইরূপ অভিহিত হইয়া জগৎপতি মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়াও অমৃতবর্ষী বাক্যে দেবীকে প্রবোধ দিলেন। ৩-৪

---

* খ—'অথ' নাস্তি। ১। ক—'বৈ' নাস্তি। ২। খ—শত্রুং সংহন্তুং।
৩। ক। চতুর্থঃ পাদো নাস্তি।

শ্রীমহাদেব উবাচ—

[1]পরানিষ্টে মহাদেবি ! [2]কুতস্তে জায়তে মতিঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ—

জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়ান্ন তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ।
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে শ্রুতিরস্তি পুরাতনী ॥ ৫
যদি তে বর্ত্ততে দেব দয়া হি কথ্যতাং ময়ি।
শত্রূণাং প্রাণনাশার্থমুচ্চাটন-বশীকৃতৌ।
তেষাং হি বলনাশার্থং সর্ব্বদা প্রয়তা নরাঃ ॥ ৬

[3]শ্রীঈশ্বর উবাচ—

শৃণু দেবি মহাভাগে ! কালাগ্নি-প্রাণবল্লভে।
যস্য ধারণমাত্রেণ শত্রূণাং নাশনং ভবেৎ ॥ ৭
ধৃত্বা তু পাদমূলেন স্পৃষ্ট্বা দাস ইবাকরোৎ।
শরণাগতমাত্রস্তু নাশিতুং নৈব শক্যতে ॥ ৮
শৃণু দেবি মহাভাগে সাবধানাবধারয়।
শত্রূণাং প্রাণনাশার্থং কুপিতঃ কাল এব সঃ ॥ ৯
দশবক্ত্রা দশভুজা দশপাদাঞ্জনপ্রভা।
কোটীসূর্য্যপ্রভা কালী মম শত্রূন্ বিনাশয় ॥ ১০
নাশয়িত্বা ক্ষণং দেবি অন্য[4]শত্রূন্ বিনাশয়।

ক্রীং ক্রীং ক্রীং উগ্রপ্রভে বিকটদংষ্ট্রে পরপক্ষং মোহয় মোহয় পচ পচ মথ মথ দহ দহ হন হন মারয় মারয় যে মাং হিংসিতুমুদ্যতা যোগিনীচক্রেস্তান্ বারয় বারয় ছিন্ধি ছিন্ধি ভিন্ধি ভিন্ধি করালিণি গৃহ্ণ গৃহ্ণ ওঁ ক্রীং ক্রুং ক্রীং ক্রীং স্ফুর স্ফুর পূর পূর পূন পূন চূল্ব চূল্ব ধক ধক ধম ধম মারয় মারয় সর্ব্বজগদ্ বশমানয় [5]ওঁ নমঃ স্বাহা। ইতি তে কবচং দেবি ! ভদ্রকাল্যাঃ প্রচোদিতম্ ॥ ১১

মহাদেব বলিলেন—হে দেবি ! অপরের অনিষ্ট সাধন করিতে তোমার মন হইতেছে কেন ? দেবী পার্ব্বতী বলিলেন—"হত্যা করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করিবে, তাহাতে পাপ হইবে না", "যাহারা যে ভাবে আমাকে ভজনা করে" ইত্যাদি প্রাচীন উক্তি শোনা যায়। হে দেব ! যদি আপনার আমার প্রতি দয়া থাকে তবে বলুন। লোকেরা শত্রুর প্রাণ-নাশের জন্য, তাহাদের বিতাড়ন ও বশীকরণের জন্য এবং তাহাদের বল নাশের জন্য সর্ব্বদাই প্রযত্ন করিয়া থাকে। ৫-৬

মহাদেব বলিলেন—হে দেবি ! হে কালাগ্নি-বল্লভে ! শ্রবণ কর—যাহা ধারণ করা মাত্র শত্রুনাশ হইবে। এই যাহা ধারণ করিয়া পাদ দ্বারা স্পর্শ করা মাত্র শত্রু দাসবৎ বশীভূত হইয়া থাকে। শরণাগত হইলে তখন তাহাকে নাশ করা চলে না। হে দেবি ! অবহিত হইয়া অবধারণ কর—সে ব্যক্তি শত্রুর প্রাণ নাশার্থে কুপিত কৃতান্তস্বরূপ হইয়া যায়। ৭-৯

১। ক—'নারী ভূত্বা কথং শুভে' ইত্যধিকম্। ২। ক—মনস্তে জায়তে সতি।
৩। খ—'শ্রী' নাস্তি। ৪। ক—শত্রুং। ৫। ক—ঐং।

ভূর্জ্জে বিলিখিতং চৈতৎ স্বর্ণস্থং ধারয়েদ্ যদি।
শিখায়াং দক্ষিণে বাহৌ কণ্ঠে বা ধারয়েদ্ যদি ॥ ১২
ত্রৈলোক্যং মোহয়েৎ ক্রোধাৎ ত্রৈলোক্যং চূর্ণয়েৎ ক্ষণাৎ।
পুত্রবান্ ধনবান্ ধীমান্ নানাবিদ্যানিধির্ভবেৎ ॥ ১৩
ব্রহ্মাস্ত্রাদীনি শস্ত্রাণি তদ্গাত্রস্পর্শনাৎ ততঃ।
[১]শত্রবো নাশমায়ান্তি রজতেন প্রধারিতম্।
মাসমাত্রেণ শত্রূণাং মহাবিপদকারণম্ ॥ ১৪
যং যং শত্রুং স্মরন্ মর্ত্ত্যঃ কবচং পঠতি ধ্রুবম্।
তং তং নাশয়তে সদ্যস্তথ্যং তে তদ্ বদাম্যহম্ ॥ ১৫
ধারণে ভজতে শত্রুঃ কণ্ঠশোষং সদা ভবেৎ।
হৃৎকম্পো জায়তে তাবদ্ যাবৎ তস্য কৃপা ন চেৎ ॥ ১৬

[২]ইতি শ্রীক্রিয়োড্ডীশে মহাতন্ত্ররাজে দেবীশ্বরসংবাদে
শত্রুমর্দ্দনং নাম কবচং সমাপ্তম্।[২]

[৩]মোহনকবচম্

[৪]শ্রীঈশ্বর উবাচ—

ত্রিকালং গোপিতং দেবি কলিকালে প্রকাশিতম্।
ন বক্তব্যং ন দ্রষ্টব্যং তব স্নেহাৎ প্রকাশ্যতে ॥ ১

হে দেবি! "দশবক্ত্রা" হইতে "স্বাহা" পর্য্যন্ত ভদ্রকালীর এই কবচ তোমাকে বলিলাম। ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া সোনার মধ্যে এই কবচ শিখায়, দক্ষিণ হস্তে অথবা কণ্ঠে ধারণ করিলে ত্রিভুবনকে মোহিত করিতে পারিবে, ক্রোধে ত্রিভুবনকে ক্ষণমধ্যে চূর্ণ করিতে পারিবে এবং পুত্রবান্, ধনবান্, ধীমান্ ও নানাবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইবে। ১০-১৩

তাহার গাত্র স্পর্শ করা মাত্র ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতি শস্ত্র এবং শত্রুরা নাশ প্রাপ্ত হয়। রজতে ধারণ করিলে মাসমধ্যে শত্রুর অহেতুক বিপদ ঘটিবে। লোকে যে যে শত্রুকে স্মরণ করিয়া কবচটি পাঠ করিবে সেই সেই শত্রুকে সদ্যই বিনাশ করিবে। তোমাকে ইহা সত্যই বলিতেছি। ধরিয়া ফেলিলে শত্রুর কণ্ঠশোষ উপস্থিত হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে ব্যক্তি কৃপা না করিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত শত্রুর সর্ব্বদা হৃৎকম্প হইতে থাকিবে। ১৪-১৬

হরপার্ব্বতীর কথোপকথনে মহাতন্ত্ররাজ ক্রিয়োড্ডীশের
শত্রুমর্দ্দন নামক কবচ সমাপ্ত।

মোহন কবচ—

মহাদেব বলিলেন—হে দেবি! তিন যুগ ধরিয়া যাহা গোপন করিয়া আসিয়াছি, কলিকালে তাহা প্রকাশ করিতেছি। যাহা বক্তব্য বা দ্রষ্টব্য নহে তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ প্রকাশ করিতেছি। দিগম্বরী কালীদেবী জগন্মোহন-

---

১। ক—নাশমায়ান্তি শত্রবো। ২-২। খ—অয়মংশো নাস্তি। ৩। ক—অথ রিপুনাশ—। ৪। খ—'শ্রী' নাস্তি।

কালী দিগম্বরী দেবী জগন্মোহনকারিণী।
[1]ভচ্ছৃণুষ মহাদেবি ত্রৈলোক্যমোহনন্ত্বিদম্ ॥ ২

অস্য মহাকালভৈরব ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্মশানকালিকা দেবতা সর্ব্বমোহনে বিনিয়োগঃ।

ঐং ক্লীং ক্রূং ক্রঃ স্বাহা বিবাদে পাতু মাং সদা।
ক্লীং দক্ষিণকালিকাদেবতায়ৈ সভামধ্যে জয়প্রদা ॥ ৩
ক্রীং ক্রীং শ্যামাঙ্গিন্যৈ শত্রুং মারয় মারয়।
হ্রীং ক্রীং ক্রীং ক্লীং ত্রৈলোক্যং বশমানয় ॥ ৪
হ্রীং শ্রীং ক্রীং মাং রক্ষ রক্ষ বিবাদে রাজগোচরে।
দ্বাবিংশত্যাক্ষরী ব্রহ্ম সর্ব্বত্র রক্ষ মাং সদা ॥ ৫
কবচে বর্জ্জিতং যত্র তত্র মাং পাতু কালিকা।
সর্ব্বত্র রক্ষ মাং দেবি শ্যামাত্যুগ্রস্বরূপিণী ॥ ৬
এতেষাং পরমং মোহং ভবদ্ভাগ্যে প্রকাশিতম্।
সদা যস্তু পঠেদ্ বাপি ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ ॥ ৭
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা পূজয়েদ্ ঘোররূপিণীম্।
সর্ব্বদা স মহাব্যাধিপীড়িতো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮
অল্পায়ুঃ স ভবেদ্ রোগী কথিতং তব নারদ।
ধারণং কবচস্যাস্য ভূর্জ্জপত্রে বিশেষতঃ।
সযন্ত্রং কবচং ধৃত্বা ইচ্ছাসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৯
শুক্লাষ্টম্যাং লিখেন্মন্ত্রী ধারয়েৎ স্বর্ণপত্রকে।
কবচস্যাস্য মাহাত্ম্যং নাহং বক্তুং মহা[2]মুনে ॥ ১০
শিখায়াং ধারয়েৎ যোগী ফলার্থী দক্ষিণে ভুজে।
ইদং কল্পদ্রুমং দেবি তব স্নেহাৎ প্রকাশ্যতে ॥ ১১
গোপনীয়ং প্রযত্নেন পঠনীয়ং মহামুনে।

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ—

ইত্যেবং কবচং নিত্যং মহালক্ষ্মি! প্রপঠ্যতাম্ ॥ ১২

কারিণী। হে মহাদেবি! ত্রৈলোক্যমোহনকারী সেই কবচ এই বলিতেছি শ্রবণ কর। ১-২

এই কবচের ঋষি মহাকাল ভৈরব, ছন্দ অনুষ্টুভ্, শ্মশানকালী দেবতা, সর্ব্ব সম্মোহনে ইহার প্রয়োগ। 'ঐং ক্রীং ক্রূং' হইতে "শ্যামাত্যুগ্রস্বরূপিণী" পর্য্যন্ত এই কবচটী সর্ব্বদা যিনি পাঠ করেন তিনি ত্রিভুবনকে মোহিত করিতে পারেন। ৩-৭

এই কবচ না জানিয়া ঘোররূপিণী শ্মশানকালিকার পূজা করিলে সে ব্যক্তি মহারোগে পীড়িত থাকিবে এবং অল্পায়ু হইবে। ভূর্জ্জপত্রে কবচ ধারণ প্রশস্ত। যন্ত্রের সহিত কবচ ধারণ করিলে মনোরথ সিদ্ধ হয়। ৮-৯

মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি শুক্লাষ্টমীতে ইহা লিখিয়া স্বর্ণপত্রে ধারণ করিবে। এই কবচের মহিমা বলিতে আমি অসমর্থ। শিখায় অথবা দক্ষিণ বাহুতে ফলার্থী

১। ক—তং। ২। ক—মুনে।

অবশ্যং বশমায়াতি ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
শিবেন কথিতং পূর্ব্বং নারদে কলহাস্পদে।
তৎপাঠান্নারদেনাপি মোহিতং সচরাচরম্॥ ১৩

[1]ইতি [2]শ্রীক্রিয়োড্ডীশে মহাতন্ত্ররাজে [3]পার্ব্বতীপরমেশ্বর-সংবাদে
চতুর্দ্দশঃ পটলঃ॥ ১৪

পঞ্চদশঃ পটলঃ

[4]অথ সর্ব্বরক্ষাকর-কবচম্

শ্রীদেব্যুবাচ—

ভগবন্ দেবদেবেশ সর্ব্বাম্নায়-প্রপূজিত।
সর্ব্বং মে কথিতং দেব কবচং ন প্রকাশিতম্॥ ১
প্রাসাদাখ্যস্য মন্ত্রস্য কবচং মে প্রকাশয়।
সর্ব্বরক্ষাকরং দেব! যদি স্নেহোঽস্তি সম্প্রতি॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রাসাদমন্ত্রকবচস্য বামদেব ঋষিঃ পংক্তিশ্ছন্দঃ সদাশিবো দেবতা সাধকাভীষ্টসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৩

যোগী ইহা ধারণ করিবে; ইহা কল্পদ্রুমের ন্যায় অভীষ্ট ফলদায়ক। ইহা যত্নসহকারে গোপনে রাখিবে এবং পাঠ করিবে। বিষ্ণু এই কবচ মহালক্ষ্মীকে পাঠ করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "চরাচর সমন্বিত ত্রিভুবন ইহাতে অবশ্যই বশীভূত হইয়া থাকে। কলহপ্রিয় নারদকে শিব এই কবচ বলিয়াছিলেন। নারদ ইহা পাঠ করিয়া চরাচর মোহিত করিয়াছিলেন"। ১০-১৩

হর-পার্ব্বতীর কথোপকথনে মহাতন্ত্ররাজ ক্রিয়োড্ডীশের
চতুর্দ্দশ পটল সমাপ্ত। ১৪

পঞ্চদশ পটল
রক্ষাকবচ

দেবী বলিলেন—হে দেবদেবেশ্বর! সমস্ত বেদাদি শাস্ত্রে আপনি প্রশংসিত। হে ভগবন্! আপনি আমাকে সমস্তই বলিয়াছেন। কিন্তু একটী কবচ প্রকাশ করেন নাই। হে দেব! যদি আমার প্রতি স্নেহ থাকে তবে সর্ব্বরক্ষণবিধায়ক প্রাসাদ মন্ত্রের কবচটী সম্প্রতি আমার নিকট প্রকাশ করুন। ১-২

ভগবান্ শঙ্কর বলিলেন—প্রাসাদ মন্ত্রের কবচটির ঋষি বামদেব, ছন্দ

১। ইতঃ প্রাক্ ক-পুস্তকে "ইতি শত্রুনাশকবচং সমাপ্তং" ইত্যধিকম্।
২। খ—'শ্রী' নাস্তি। ৩। খ—দেবীশ্বর। ৪। খ—'অথ' নাস্তি।

শিরো মে সর্ব্বদা পাতু প্রাসাদাখ্যঃ সদাশিবঃ।
ষড়ক্ষরস্বরূপো মে বদনঞ্চ মহেশ্বরঃ ॥ ৪
পঞ্চাক্ষরাত্মা ভগবান্ ভুজৌ মে পরিরক্ষতু।
মৃত্যুঞ্জয়স্ত্রিবীজাত্মা আয়ুরক্ষতু মে সদা ॥ ৫
বটমূলসমাসীনো দক্ষিণামূর্ত্তিরব্যয়ঃ।
সদা মাং সর্ব্বতঃ পাতু ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ণরূপধৃক্ ॥ ৬
দ্বাবিংশার্ণাত্মকো রুদ্রঃ কুক্ষৌ মে পরিরক্ষতু।
ত্রিবর্ণাত্মা নীলকণ্ঠঃ কণ্ঠং রক্ষতু সর্ব্বদা ॥ ৭
চিন্তামণিবীজরূপে [পো ?] সর্ব্বনারীশ্বরো হরঃ।
সদা রক্ষতু মে গুহ্যং সর্ব্বসম্পৎ-প্রদায়কঃ ॥ ৮
একাক্ষর-স্বরূপাত্মা কূটরূপী মহেশ্বরঃ।
মার্ত্তণ্ডভৈরবো নিত্যং পাদৌ মে পরিরক্ষতু ॥ ৯
ওমিত্যাখ্যো মহাবীজস্বরূপস্ত্রিপুরান্তকঃ।
সদা মাং রণভূমৌ চ রক্ষতু ত্রিদশাধিপঃ ॥ ১০
ঊর্দ্ধমূর্দ্ধানমীশানো মম রক্ষতু সর্ব্বদা।
দক্ষিণস্যাং তৎপুরুষো অব্যান্মে গিরিনায়কঃ ॥ ১১
অঘোরাখ্যো মহাদেবঃ পূর্ব্বস্যাং পরিরক্ষতু।
বামদেবঃ পশ্চিমস্যাং সদা মে পরিরক্ষতু ॥ ১২
উত্তরস্যাং সদা পাতু [১]সদ্যোজাতস্বরূপধৃক্ ॥ ১৩
ইত্থং রক্ষাকরং দেবি কবচং দেবদুর্ল্লভম্।
প্রাতঃকালে পঠেদ্ যস্তু সোঽভীষ্টফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪
পূজাকালে পঠেদ্ যস্তু সাধকো দক্ষিণে ভুজে।
দেবা মনুষ্যা গন্ধর্ব্বা বশ্যাস্তস্য ন সংশয়ঃ ॥ ১৫
কবচং শিরসি যস্তু ধারয়েদ্ [২]যস্তু মানবঃ।
করস্থাস্তস্য দেবেশি অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধয়ঃ ॥ ১৬
স্বর্ণপত্রে ত্বিমাং বিদ্যাং শুক্লপট্টেন বেষ্টিতাম্।
রজতোদরসংবিষ্টাং কৃত্বা চ ধারয়েৎ সুধীঃ ॥ ১৭

পংক্তি, দেবতা সদাশিব, সাধকের সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধিতেই ইহার প্রয়োগ। "শিরো মে সর্ব্বদা পাতু" হইতে "সদ্যোজাত স্বরূপধৃক্" পর্য্যন্ত এই কবচটি রক্ষাবিধায়ক এবং দেবতাদিগেরও দুর্লভ। প্রাতঃকালে এই কবচটি পাঠ করিলে অভীষ্টফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূজাকালে যিনি ইহা পাঠ করেন এবং দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করেন দেবতা, গন্ধর্ব্ব এবং মনুষ্যগণ তাহার বশীভূত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। ৩-১৫

হে দেবেশ্বরি! যে ব্যক্তি এই কবচ মস্তকে ধারণ করে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি তাহার করায়ত্ত হইয়া থাকে। ইহা সোনার পাতে মুড়িয়া শুক্ল পট্টে (পাট) বেষ্টিত করিয়া অথবা রজত মধ্যে ধারণ করিয়া স্থাপন করিলে মহতী লক্ষ্মী

১। খ—সদ্যোজাতঃ।
২। খ—যদি। 'যত্নমানস' ইত্যুত্তরতন্ত্রীয়পার্থিবশিবকবচে পাঠঃ।

সম্প্রাপ্য মহতীং লক্ষ্মী[১]মন্তে চ শিবরূপধৃক্ ।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন ॥ ১৮
শিষ্যায় ভক্তিযুক্তায় সাধকায় প্রকাশয়েৎ।
অন্যথা সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ সত্যমেতন্মনোরমে ॥ ১৯
তব স্নেহান্মহাদেবি ! কথিতং কবচং শুভম্ ।
ন দেয়ং কস্যচিদ্ভদ্রে ! যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্ ॥ ২০
যোঽর্চ্চয়েদ্ গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ কবচং [২]মন্মুখোদিতম্ ।
তেনার্চ্চিতা মহাদেবি ! সর্ব্বে দেবা ন সংশয়ঃ ॥ ২১

[৩]ইতি রক্ষাকবচং সমাপ্তম্[৩] ।

ইতি [৪]শ্রীক্রিয়োড্ডীশে মহাতন্ত্ররাজে [৫]দুর্গাশিব-সংবাদে
পঞ্চদশঃ পটলঃ । ১৫

ষোড়শঃ পটলঃ

[৬]অথ ত্র্যম্বকমৃত্যুঞ্জয়মন্ত্রঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি পূর্ব্বমুক্তং চ ত্র্যম্বকম্ ।
প্রভেদে কথিতং দেব শান্তিং মৃতসঞ্জীবনীম্ ॥ ১

লাভ হইয়া থাকে এবং জীবনান্তে শিবসারূপ্য প্রাপ্ত হয়। যাহাকে তাহাকে ইহা প্রদান করিবে না, সকলের নিকট প্রকাশ করিবে না। ভক্তিযুক্ত শিষ্য ও সাধকের নিকট প্রকাশ করিবে। অন্যথা স্বীয় সিদ্ধি বিনষ্ট হইবে। এ কথা সত্য জানিবে। ১৬-১৯

হে মহাদেবি! তোমার প্রতি স্নেহবশে কবচটি বলিলাম। হে ভদ্রে! নিজহিতকামী ব্যক্তি ইহা কাহাকেও প্রদান করিবে না। আমার মুখনিঃসৃত এই কবচটীকে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিলে সমস্ত দেবতারই পূজা করা হইবে, সন্দেহ নাই। ২০-২১

রক্ষাকবচ সমাপ্ত।

হরপার্ব্বতীর কথোপকথনে মহাতন্ত্ররাজ ক্রিয়োড্ডীশের
পঞ্চদশ পটল সমাপ্ত। ১৫

ষোড়শ পটল

ত্র্যম্বকমৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র

দেবী পার্ব্বতী বলিলেন—হে দেব! পূর্ব্বে যে স্থানভেদ প্রসঙ্গে (তৃতীয় পটলে) ত্র্যম্বক মন্ত্রের কথা বলিয়াছিলেন এক্ষণে সেই মৃতসঞ্জীবনী ত্র্যম্বক-

---

১। খ—মন্ত্রং। ২। ক—সম্মুখো। ৩। খ—অয়মংশো নাস্তি।
৪। খ—'শ্রী' নাস্তি। ৫। খ—দেবীশ্বর—। ৬। অথ নাস্তি—খ।

[১]শ্রী ঈশ্বর উবাচ—

শৃণু দেবি ! প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।
[২]মাতৃণাং ত্রিসৃণামম্ব[৩] গর্ভজাতো যতো হরঃ ।
অতস্ত্র্যম্বক [৪]ইত্যুক্তং মম নাম মহেশ্বরি ॥ ২
বশিষ্ঠোঽস্য ঋষিঃ প্রোক্তশ্ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতঃ ।
দেবতাস্য সমুদ্দিষ্টস্ত্র্যম্বকঃ পার্ব্বতীপতিঃ ॥ ৩
বিভক্তৈর্মন্ত্রবর্ণৈশ্চ ষড়ঙ্গানাং চ কল্পনম্ ।
ততস্তু বহ্নিবীজেন সমন্তাজ্জলধারয়া ।
[৫]প্রাচীরচিন্তনং কুর্য্যাৎ ততঃ সংকল্পমাচরেৎ ॥ ৪
পুনঃ [৬]সংকল্প্য দেবেশি ভূতশুদ্ধ্যাদিকং চ যৎ ।
ততঃ পশ্চাৎ করন্যাসং কুর্য্যাচ্চ মম সুন্দরি ॥ ৫

ত্র্যম্বকং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, যজামহে তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং মধ্যমাভ্যাং বষট্ । উর্ব্বারুকমিব বন্ধনাৎ অনামিকাভ্যাং হুং, মৃত্যোর্মুক্ষীয়[৭] কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, মামৃতাৎ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং হৃদাদিষু ।

ততো দ্বাত্রিংশন্মন্ত্রবর্ণান্ ন্যসেৎ—পূর্ব্ব-পশ্চিম-যাম্যোত্তরেষু বক্ত্রেষু ৪ । উরোগলোর্দ্ধাস্যে ৩ । পুনর্নাভিহৃৎপৃষ্ঠকুক্ষিষু ৪ । লিঙ্গ-পায়ূরুমূলান্তে ৪ । জানুযুগ্মে ২ । গুল্ফয়োর্যুগ্মে ২ । স্তনয়োঃ ২ । পার্শ্বয়োঃ ২ । পাদয়োঃ ২ । পাণ্যোঃ ২ । নাসিকয়োঃ ২ । শীর্ষে ১ । মন্ত্রবর্ণান্ ন্যসেৎ ক্রমাৎ ।

পুনস্ততঃ—[৮]পদান্যেকাদশ ন্যস্যেৎ শিরো ১ । ভ্রূযুগলাক্ষিষু ২ ।
বক্ত্রে ১ । গণ্ডযুগে ১ । *ভুজয়োর্হৃদয়ে ১ । জঠরে ১ পুনঃ ।
গুহ্যোরুজানুপাদেষু ৪ ন্যাসমেবং সমাচরেৎ ॥ ৬

তত উক্তধ্যানেন ধ্যাত্বা [৯]মানসোপচারৈঃ সম্পূজ্য বিশেষার্ঘ্যং সংস্থাপ্য শৈবোক্তপূজাবাহনাদিকং কৃত্বা পঞ্চপুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা[১০]বরণং পূজয়েৎ। 'ত্র্যম্বকং হৃদয়ায় নমঃ' ইত্যাদি ষড়ঙ্গানি পূজয়েৎ। ততোঽষ্টপত্রেষু ওঁ অর্কায় নমঃ।

শান্তির কথা শুনিতে চাই। ঈশ্বর বলিলেন—হে দেবি! তুমি যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা বলিব শ্রবণ কর। হে মহেশ্বরি। আমি মহাদেব যেহেতু তিন মাতার গর্ভজাত সেজন্য আমার এক নাম ত্র্যম্বক। এই ত্র্যম্বক মন্ত্রের ঋষি বশিষ্ঠ, ছন্দ অনুষ্টুভ। পার্ব্বতীপতি ত্র্যম্বক ইহার দেবতা বলিয়া কথিত। মন্ত্রবর্ণগুলি বিভক্ত করিয়া ষড়ঙ্গের পরিকল্পনা। তদনন্তর বহ্নিবীজ (রং) দ্বারা চারিদিকে জলধারা দিয়া অগ্নিময় প্রাচীর চিন্তা করিবে। তারপর সংকল্প করিবে। হে দেবেশি! সংকল্প করিয়া পুনরায় ভূতশুদ্ধ্যাদি যাহা পরবর্ত্তী করণীয় তাহা করিবে। তারপর আমার করন্যাস করিবে। ১-৫

"ত্র্যম্বকং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া কথিত স্থানসমূহে ৩২টী মন্ত্রবর্ণের এবং একাদশটী মন্ত্রপদের ন্যাস করিবে। ৬

১। খ—'শ্রী' নাস্তি। ২। ক—'মাতৃণাং নাস্তি। ৩। ক—মম্বা—। ৪। ক—নামকঃ। ৫। ক—খ—প্রাচীরং। ৬। ক—খ—সকল্পং। ৭। ক—মোক্ষীয়। ৮। ক—পাদান্যেকাদশস্থানে। খ—পাদান্যেকাদশস্থানেষু। * ক—ভুজোঃ। খ—ভুজয়োঃ। ৯। ক—মানসৈঃ। ১০। খ—বরুণং।

এবমিন্দবে, বসুধায়ৈ, জলায়, বহ্নয়ে, বায়বে, ব্যোম্নে, যজমানায়। তদ্বাহ্যে পূর্ব্বাদিতঃ ওঁ [1]রমায়ৈ নমঃ ওঁ রাকায়ৈ নমঃ ওঁ প্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ জ্যোৎস্নায়ৈ নমঃ। ওঁ পূর্ণায়ৈ নমঃ ওঁ উষসে নমঃ ওঁ পূষায়ৈ (পূষ্ণে) ওঁ স্বধায়ৈ নমঃ। ওঁ বিশ্বায়ৈ নমঃ, ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ, ওঁ সিতায়ৈ নমঃ, ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ। ওঁ শ্রদ্ধায়ৈ নমঃ ওঁ সারায়ৈ নমঃ ওঁ সন্ধ্যায়ৈ নমঃ ওঁ শিবায়ৈ নমঃ ওঁ নিশায়ৈ নমঃ। তদ্বাহ্যে ওঁ আর্য্যায়ৈ নমঃ ওঁ আর্দ্রায়ৈ নমঃ ওঁ প্রজ্ঞায়ৈ নমঃ ওঁ মেধায়ৈ নমঃ ওঁ কান্ত্যৈ নমঃ ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ। ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ ওঁ বুদ্ধ্যৈ নমঃ ওঁ ধৃত্যৈ নমঃ। ওঁ মত্যৈ নমঃ। ততো ধূপাদি-বিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ৭

প্রয়োগস্তু—

শনৈশ্চরে কুজে বা অশ্বত্থমূলং স্পৃষ্টা সহস্রং জপেৎ।
পুরশ্চরণবিধানেন কুর্য্যাৎ সর্ব্বং মহেশ্বরি।
সাক্ষান্মৃত্যোর্বিমুচ্যেত কিমন্যা ক্ষুদ্রিকা ক্রিয়া ॥ ৮
প্রত্যহং জুহুয়ান্মন্ত্রী চতুঃস্থণ্ডিলবিধানতঃ।
দ্বিসহস্রং দূর্ব্বাবাট-জবাভিঃ করবীরকৈঃ ॥ ৯
বিল্বপত্রং পলাশং চ [3]তথা কৃষ্ণাপরাজিতা।
বটবৃক্ষস্য সমিধং জুহুয়াদযুতাবধি ॥
ধনধান্যসমৃদ্ধিঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং মহেশ্বরি ॥ ১০
[4]ইতঃ পরং শৃণু দেবি স্বমন্ত্রং কথয়াম্যহম্।

তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং ভর্গো দেবস্য ধীমহি উর্ব্বারুকমিব বন্ধনাৎ ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ ॥

গোপনীয়ং গোপনীয়ং সত্যং সত্যং মহেশ্বরি।[4] ॥ ১১

তারপর পূর্ব্বোক্ত "হস্তাভ্যাং কলসদ্বয়ামৃতরসৈঃ" ইত্যাদি ধ্যানমন্ত্রে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন, শৈবপ্রকরণোক্ত পূজা প্রণালীতে আবাহনাদি পূজাকার্য্য শেষ করিয়া পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পূর্ব্বক আবরণ পূজা করিবে। অষ্টদল পদ্মে—'ওঁ অর্কায় নমঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিয়া তাহার বাহিরে পূর্ব্বাদি ক্রমে 'ওঁ রমায়ৈ নমঃ'...ইত্যাদি 'নিশায়ৈ নমঃ' মন্ত্রে পূজা পর্য্যন্ত করিবে। পরে তাহার বহির্ভাগে পুনরায় 'আর্য্যায়ৈ নমঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিয়া ধূপাদি বিসর্জ্জনান্ত কার্য্য করিবে। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে শনি বা মঙ্গলবারে অশ্বত্থমূল স্পর্শ করিয়া সহস্রসংখ্যক জপ করিবে। পুরশ্চরণের বিধানে সমস্ত কার্য্য করিবে। সাক্ষাৎ মৃত্যু হইতেও মুক্তি হইবে, অন্য কোন ক্ষুদ্র কার্য্যের কথা কি! মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি প্রতিদিন অগ্নিহোত্র-চতুষ্টয়ের বিধি অনুসারে চারিটী স্থণ্ডিলে দূর্ব্বাবটু, জবা ও করবীর পুষ্প দ্বারা দুই হাজার হোম করিবে। বিল্বপত্র, পলাশ, কৃষ্ণাপরাজিতা ও বটের সমিধ দ্বারা অযুত সংখ্যক হোম করিবে। তাহাতে ধনধান্যাদির সমৃদ্ধি হইবে।

হে দেবি! অতঃপর নিজমন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর। "তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং" ইত্যাদি। (ইহা শুক্রোপাসিত মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র)। ৭-১১

১। ক—খ—রামায়। ২। ক—খ দিবায়ৈ।
৩। ক—কৃষ্ণাপরাজিতা তথা। ৪-৪। খ—অয়মংশো নাস্তি।

[1]অথ মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা

অতঃ পরং শৃণু দেবি মৃতসঞ্জীবনীং তথা।
আদৌ প্রাসাদবীজং তদনু মৃতিহরং তারকং ব্যাহৃতিঞ্চ
প্রোচ্চার্য্য ত্র্যম্বকং যো জপতি চ সভতং সম্পুটং [2]চানুলোমম্।
ত্র্যম্বক[3]মিতি মৃত্যুঞ্জয়স্য জপাৎ সর্ব্বসিদ্ধির্ভবতি।
এতন্মন্ত্রং জপেদাশু ব্যাধিমুক্তো [4]ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ১২

ধ্যানং শৃণু মহাদেবি!

স্বচ্ছং স্বচ্ছারবিন্দস্থিতমুভয়করে সংস্থিতৌ পূর্ণকুম্ভৌ
*দ্বাভ্যামেণাক্ষমালে নিজকরকমলে দ্বৌ ঘটৌ নিত্যপূর্ণৌ।
দ্বাভ্যাং তৌ চ স্রবন্তৌ শিরসি শশিকলাং চামৃতৈঃ [5]প্লাবয়ন্তং
দেহং দেবো দধানঃ প্রদিশতু বিশদাকল্পজালঃ শ্রিয়ং [6]বঃ ॥

এবং ধ্যাত্বা ত্র্যম্বকায় মহারুদ্রায় নমঃ।
মহাঘোরং যদি তদা পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্।
ততঃ সুরসুন্দরীত্যাদিযোগিনীসাধনম্।
ততো ভূতিনীসাধনম্ ॥ ১৩

[7]অথ ভূতিনী-সাধনম্

শ্রীদেব্যুবাচ—

[8]যোগিনীসাধনং জ্ঞাতং ভূতিনীসাধনোত্তমম্।
তদ্‌বদস্ব মহাদেব! [9]কৃপাস্তি যদি মাং প্রতি ॥

অনন্তর মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র—হে দেবি! অনন্তর মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র শ্রবণ কর। প্রথমে প্রাসাদবীজ 'হৌং' তারপর মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র 'ওঁ জুংসঃ' তারপর তার ও ব্যাহৃতি অর্থাৎ 'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ' তারপর 'ত্র্যম্বক' অর্থাৎ 'ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ'। তারপর পুনরায় 'হৌং ওঁ জুংসঃ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ।'

এই মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করিলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়। এই মন্ত্র জপ করিলে সত্বর ব্যাধিমুক্ত হইবে ইহা নিশ্চিত। ১২

হে মহাদেবি! এই মন্ত্রের ধ্যান শ্রবণ কর। 'স্বচ্ছং' ইত্যাদি ধ্যান মন্ত্র দ্বারা ধ্যান করিয়া যদি মহাভয়াবহ কিছু ঘটে তাহা হইলে "ত্র্যম্বকায় মহারুদ্রায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজাদি করিবে। তারপর সুরসুন্দরী প্রভৃতি যোগিনীর সাধন করিবে। পরে ভূতিনীসাধন করিবে। ১৩

ভূতিনীসাধন

দেবী পার্ব্বতী বলিলেন—যোগিনী সাধন জানিয়াছি। ভূতিনীসাধন একটী উত্তম সাধন। হে মহাদেব! যদি আমার উপর কৃপা থাকে তবে তাহা

১। খ—'অথ' নাস্তি। ২। ক—অনুলোমম্। ৩। ক—'মিতি' নাস্তি।
৪। ক—ভবতি নিশ্চিতম্। * ক—দ্বাভ্যাং হেলাক্ষমালে। খ—পাণ্যোর্হেলাক্ষমালে।
৫। খ—প্লাবয়ন্তীং। ৬। খ—নঃ। ৭। খ—'অথ' নাস্তি।
৮। ক—শ্রুতং যোগিনীসাধনম্। ৯। ক—কৃপয়া।

শ্রীঈশ্বর উবাচ—

আদ্যা বিভূষিণী দেবি পরা কুণ্ডলধারিণী।
হারিণী সিংহিনী চৈব হংসিনী চ ততো নটী ॥
কামেশ্বরী তথা প্রোক্তা রতিদেবী ততঃ প্রিয়া।
ইত্যষ্টৌ নায়িকাঃ প্রোক্তাঃ সাধকানাং সুখাবহাঃ ॥ ১৪

[১]অথ আদ্যাবিভূষিণী-সাধনম্

যথা মন্ত্রং মহেশানি আদ্যা বিভূষিণী তথা।

মন্ত্রঃ—হূঁ ফট্ ফট্ হ্রীঁ ভূতিনী হূঁ। ক্রোধাস্ত্রদ্বয়মায়ান্তে ভূতিনীং চ ত্রিকূর্চ্চতঃ। অথবা শৃণু দেবেশি! ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ফট্ ফট্ বিভূষিণী হূঁ হূঁ। তারং লজ্জাদ্বয়াস্ত্রদ্বয়ং বিভূষিণী ক্রোধদ্বয়ম্ ॥ ১৫

[১]অথ ধ্যানম্

[২]দক্ষে কর্ত্তরিকাং পরেঽসিলতিকাং হস্তাব্জকে বিভ্রতী
হ্যুত্তুঙ্গস্তনশোভিবক্ষসি চলৈর্হারাদিভিঃ শোভিতা।
দন্তান্তর্গতমাংসশোণিতবসাসিক্তাস্তি যস্যাস্তনূঃ
কালশ্যামলবর্ণিকাভ্রগভুজঙ্গৈর্বেষ্টিতা রক্ষতু ॥ ১৬
স্থানং বৃক্ষতলে তত্র যামিন্যাং দিবসত্রয়ম্।
জপেদষ্টসহস্রং তু ধ্যায়েদেকাগ্রমানসঃ ॥ ১৭
জপান্তে চ মহাপূজা পুনর্ধূপং নিবেদয়েৎ।
চন্দনোদকমিশ্রেণ দত্ত্বার্ঘ্যং তুষ্যতি ধ্রুবম্ ॥ ১৮

বলুন। ঈশ্বর বলিলেন—আদ্যা বিভূষিণী, পরা কুণ্ডলধারিণী, সিন্দূরহারিণী, সংহিনী, হংসিনী ও নটী, তারপর কামেশ্বরী, তারপর রতিদেবী—এই অষ্ট নায়িকা সাধকদিগের সুখপ্রদ। ১৪

অনন্তর আদ্যা বিভূষিণীর সাধন

হে মহেশানি! যে মন্ত্রে আদ্যাবিভূষিণীর সাধনা করিতে হয় তাহা এই। মন্ত্র—হূঁ ফট্ ফট্ হ্রীঁ ভূতিনী হূঁ হূঁ হূঁ ॥ অথবা আর একটী মন্ত্র—ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ফট্ ফট্ বিভূষিণী হূং হূং। ১৫

ধ্যান যথা—ডান হাতে কাটারি এবং বাম হাতে তরবারি ধারিণী, উন্নত-স্তনশোভিত বক্ষঃস্থলে চঞ্চল হারাদি দ্বারা অলংকৃতা, দাঁতের ফাঁকে মাংস, রক্ত ও চর্ব্বির রসে সিক্তদেহা, কৃতান্তের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা, আকাশগামী ভুজঙ্গে পরিবেষ্টিতা বিভূষিণী রক্ষা করুন। ১৬

এই সাধনায় তিন দিন বৃক্ষতলে রাত্রিতে অবস্থান পূর্ব্বক আট হাজার জপ ও একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিতে হইবে। জপের শেষে মহতা পূজা এবং পুনরায় ধূপ নিবেদন করিবে। চন্দনোদক মিশ্রিত অর্ঘ্য দানে দেবী নিশ্চিত সন্তুষ্টা হন। ১৭-১৮

১। খ—'অথ' নাস্তি। ২। ক—পুস্তকে বহ্বশুদ্ধিপরিপূর্ণঃ কোঽপি বিসদৃশঃ পাঠঃ সমগ্রধ্যানমন্ত্রস্য।

মাতা বা ভগিনী ভার্য্যা হৃষ্টা ভবতি কামিতা।
করামলকিতাং কৃত্বা মাতা ভূত্বা জগত্রয়ম্।
শতাষ্টপরিবারস্য দদাত্যঞ্জনভূষণম্ ॥ ১৯
ভগিনী চেন্মহাভাগা সহস্রযোজনাদপি।
দদাতি স্ত্রিয়মানয় দিব্যং রসং রসায়নম্।
ভার্য্যা চেৎ পৃষ্ঠমারোপ্য স্বর্গং প্রযাতি নিত্যশঃ।
দীনারাণাং সহস্রন্তু রসঞ্চৈব রসায়নম্।
সর্ব্বাশাং পূরয়ত্যেব সদা দেবী বিভূষিণী ॥ ২০

[১]অথ পরাকুণ্ডলধারিণী[২]সাধনম্

[৩]পরাকুণ্ডলধারিণী-ধ্যানং শৃণু মহেশ্বরি !
কর্ণে কুণ্ডলধারিণী শশিমুখী লীলাবতী সস্মিতা,
শৈলশ্রোণিবিলম্ব-কাঞ্চিবিততা ব্যামুগ্ধলোকত্রয়া।
মুক্তাহারমরীচি[৪] কান্তিবিলসৎ-প্রোত্তুঙ্গকুম্ভস্তনী,
পায়াৎ কুণ্ডলধারিণী ত্রিজগতামানন্দ-সন্দোহভূঃ ॥ ২১
শ্মশানে পূজয়ে[৫]দেতামযুতং জপমাচরেৎ।
[৬]আয়াতি তৎক্ষণাদ্দেবী ততঃ কুণ্ডলধারিণী ॥ ২২
সাধকেনাপি রক্তার্ঘ্যং দেয়ং তুষ্টা বদত্যপি।
কিং কর্ত্তব্যং ময়া বৎস [৭]মাতেতি ভব সাধকঃ।
পঞ্চশতং দীনারাণাং ত্রৈলোক্যমপি দাস্যতি ॥ ২৩

মাতা ভগিনী বা ভার্য্যারূপে কামনা করিলে আনন্দিতা হইয়া থাকেন। মাতা হইয়া ত্রিভুবনকে হস্তস্থিত আমলকী ফলের ন্যায় করিয়া দিয়া আট শত পরিবারের উপযোগী প্রসাধন ও অলংকারাদি প্রদান করেন। ১৯

ভগিনীরূপে সহস্রযোজন দূর হইতেও স্ত্রীকে আনিয়া দেন এবং স্বাদু স্বর্গীয় রসায়নাদি দান করেন। দেবী বিভূষিণী ভার্য্যারূপে নিত্যই পৃষ্ঠে করিয়া স্বর্গলোকে লইয়া যান এবং সহস্র সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দান করেন, নানা রস-রসায়নাদি ভোজন করান এবং সর্ব্বদা সমস্ত আশা পূরণ করেন। ২০

কুণ্ডলধারিণী সাধন। হে মহেশ্বরি! কুণ্ডলধারিণীর ধ্যান শ্রবণ কর। বিলাসবতীর স্মিতহাস্য-মণ্ডিত মুখমণ্ডল চন্দ্রের ন্যায়, কর্ণে কুণ্ডল, ; সমুন্নত নিতম্বোপরি প্রলম্বিত কাঞ্চী, অত্যুচ্চ স্তনকুম্ভ মুক্তাহারের বিচ্ছুরিত প্রভায় সমুজ্জ্বল, ত্রিভুবনের আনন্দ-ভূমি ও সম্মোহকারিণী সেই কুণ্ডলধারিণী দেবী রক্ষা করুন। শ্মশানে ইঁহার পূজা করিবে এবং অযুত-সংখ্যক জপ করিবে। তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ কুণ্ডলধারিণী দেবী আগমন করিবেন। সাধক রক্তার্ঘ্য প্রদান করিবে। দেবী তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া বলিবেন—'বৎস! আমি

১। খ—'অথ' নাস্তি। ২। খ—কুণ্ডলিনী। ৩। খ—পরাকুণ্ডলিনী ধ্যানং শৃণু দেবি।
৪। ক—'কান্তি' নাস্তি। ৫। ক—দেতৌ অ-। ৬। ক—তৎক্ষণাদায়াতি।
৭। খ—মাতৃকুক্তেতি সাধকঃ। পঞ্চাশতঞ্চ দীনারান্ দেবি ত্রৈলোক্যদায়িনি।

অথ সিন্দূরহারিণীসাধনম্

অতঃ পরং [১]তু চার্ব্বঙ্গি ! সিন্দূরহারিণী-মনুঃ ।
ক্রোধদ্বয়েন্দুসংযুক্তঃ সিন্দূরহারিণীপদম্
কূর্চ্চবীজত্রয়ং চাস্ত্রং সম্প্রোক্তং বিবিধং তথা ॥ ২৪

ধ্যানম্—

*সিন্দূরাকৃতিহারিণী চলদলব্যালোল-শাখাম্বরা
সোৎকণ্ঠীকৃত-গাত্রযষ্টি-সুভগা শুভ্রাংশু-চন্দ্রস্মিতা ।
অন্তঃসন্তত-দন্তকান্তিমলিনা ত্রৈলোক্যশোভাকরী
পায়াদুন্নতবাহুযুগ্ম-লতিকা সিন্দূরহারিণ্যসৌ ॥ ২৫
শূন্যে দেবালয়ে গত্বা নির্জ্জনে নিশি সাধকঃ ।
[২]তত্ত্ব-সংখ্যদিনং যাবজ্জপস্তত্ত্বসহস্রকঃ ॥ ২৬
তদন্তে মহতীং পূজাং বস্ত্রালংকারভূষণৈঃ ।
কুর্য্যাৎ সাধক[৩]বর্য্যস্তু ভার্য্যা ভবতি কামিতা ॥ ২৭
বরং বরয় শীঘ্রং ত্বং প্রোক্তা সিন্দূরহারিণী ।
রক্ষতি দ্বাদশ দিনং দেবী সিন্দূরহারিণী ॥ ২৮

[৪]অথ সিংহিনীসাধনম্

অতঃ পরং দেবি শৃণু [৫]সিংহিন্যাশ্চ মহামনুম্ ।
মায়াদ্বয়ং ক্রোধদ্বয়ং সিংহিনীতি পদং ততঃ ।
পুনঃ ক্রোধং তদন্তে চ সিংহিনী চ মহামনুঃ ॥ ২৯

তোমার কি করিব ?' সাধক বলিবেন, 'তুমি আমার মাতা হও ।' পাঁচ শত সুবর্ণ মুদ্রা, ত্রিভুবন পর্য্যন্ত দান করিবেন । ২১-২৩

সিন্দূরহারিণীর সাধনা—হে সুন্দরি ! অতঃপর সিন্দূরহারিণীর মন্ত্র । দুইটী ক্রোধবীজ, ইন্দুবীজ, সিন্দূরহারিণী, তিনটী কূর্চ্চবীজ ও অস্ত্র এবং আরও নানা-বিধ মন্ত্র আছে । (হূঁ হূঁ সিন্দূরহারিণী হূঁ হূঁ হূঁ ফট্)

ধ্যান—যিনি সিন্দূরের ন্যায় আকৃতি ও হারযুক্তা, চঞ্চল-পত্রান্দোলিত শাখার ন্যায় চঞ্চলাম্বরা, দেহলতিকায় উৎকণ্ঠার ছাপ, তথাপি সৌম্যাকৃতি, যাঁহার বাহিরে শুভ্র হাস্য অথচ অভ্যন্তরে কৃষ্ণবর্ণদন্তের মলিন প্রভা, উন্নত-বাহু, ত্রিভুবনশোভাকারিণী ঐ সিন্দূরহারিণী রক্ষা করুন । ২৪-২৫

শূন্য দেবালয়ে, নির্জ্জন স্থানে, রাত্রিকালে ২৫ দিন যাবৎ ২৫ হাজার জপ করিবে । তারপর বসন-ভূষণাদির দ্বারা মহতী পূজা করিবে । কামনা করিলে তিনি ভার্য্যারূপিণী হইবেন । ২৬-২৭

সিন্দূরহারিণী দেবী শীঘ্রই বরদানে উদ্যত হন । দ্বাদশ দিনের মধ্যেই রক্ষাবিধান করেন । ২৮

---

১ । ক—শৃণু । * ক—পুস্তকে ধ্যানে পাঠবিকৃতিবাহুল্যমস্তি ।
২ । ক—পঞ্চবিংশতি দিনং যাবৎ পঞ্চশতসহস্রজপঃ । ৩ । ক—সত্তমো ।
৪ । ক—'অথ' নাস্তি । ৫ । ক—সিংহিনী চ ।

হ্রীঁ হ্রীঁ ফট্ ফট্ সিংহিনী হূঁ হূঁ ফট্।
[১]শৈলাগ্রে নির্জ্জনে বাপি সিংহিন্যাঃ পূজনং তথা॥

ধ্যানম্—

শৈলাগ্রক্রমদুর্গমস্ত অটবীদুর্গাস্ত দৈত্যাহতে
কেশাগ্রস্থ-সমস্ত-বিষ্ণুচরণং প্রভ্রষ্ট-সংসিংহিনী।
যাবন্তো বলদণ্ডবারণ-বলাৎ প্রক্ষুব্ধসিদ্ধাঙ্গনা
শেষং পাতু সমস্ত-মস্তককুল-ব্যাকল্পমানা[২]কলা॥ ৩০
গত্বৈকলিঙ্গং যামিন্যাং প্রজপেদযুতং মনুম্।
ততো হৃষ্টাতিবরদা সিংহিনী চেতি পূজিতা॥ ৩১
কিং করোমি বদত্যেব ভার্য্যা ভবতি কামিতা।
দিনাবসানে যামিন্যাং [৩]সিংহিন্যায়াতি রাতি চ।
বস্ত্রযুগ্মং রসময়ং সাধকায় দিনে দিনে॥ ৩২

অথ হংসিনীসাধনম্

অতঃ পরং শৃণু চার্ব্বঙ্গি হংসিনী-সাধনক্রমম্।
ওঁ হূঁ হূঁ হূঁ ফট্ হংসিনী।
প্রণবঞ্চ ত্রিকূর্চ্চাস্ত্র হংসিনী কথিতো মনুঃ॥ ৩৩

ধ্যানম্—

[৪]শুভ্রা শুভ্রসরোজতুল্যনয়না সা যুগ্মবাণান্বিতা।
শুশ্রূষাকুলমুগ্ধ-সাধ্যবনিতা-সংসেবিতা সাদরম্॥
কিঞ্চিত্তির্য্যগপাঙ্গলোলবলিতব্যামুগ্ধ-স্মেরাননা
দিব্যা কাঞ্চনরত্নহার-ললিতা শ্রীহংসিনী পাতু নঃ॥ ৩৪

অনন্তর সিংহিনীসাধন। হে দেবি! অনন্তর সিংহিনীর মহামন্ত্র শ্রবণ কর।

(হ্রীঁ হ্রীঁ হূঁ হূঁ সিংহিনী হূঁ সিংহিনী)

সিংহিনীর ধ্যান—'শৈলাগ্রক্রমদুর্গম'...ইত্যাদি। রাত্রিকালে একলিঙ্গস্থানে গমন করিয়া দশ হাজার মন্ত্র জপ করিবে; তারপর পূজা করিলে দেবী সিংহিনী আনন্দিত হইয়া আগমন করেন এবং 'কি করিব' এই কথা বলেন। কামনা করিলে তিনি ভার্য্যাও হইয়া থাকেন। দিনাবসানে রাত্রিতে সিংহিনী আগমন করেন এবং সাধককে প্রতিদিন সানন্দে বস্ত্রযুগল উপহার দান করেন। ২৯-৩২

অনন্তর হংসিনীর সাধন বলা হইতেছে। হে সুন্দরি! অতঃপর হংসিনীর সাধনপ্রণালী শ্রবণ কর। হংসিনীর মন্ত্র ওঁ হূং......ইত্যাদি। উহার ধ্যান "শুভ্রা শুভ্র" ইত্যাদি। শুভ্রবর্ণা শ্বেতপদ্মতুল্য-নেত্রা, বাণযুগলধারিণী, সেবা-পরায়ণা মুগ্ধা সাধ্যরমণীগণের দ্বারা সাদরে সংসেবিতা, ঈষৎ বক্রীকৃত

১। ক—শৈলাগ্রে চ নির্জ্জনে বা পূজনং সিংহিনী তথা। ২। ক—কুলা।
৩। ক—আয়াতি সিংহিনী তথা। ৪। ক—পুস্তকে ধ্যানেঽস্মিন্নতিতরাং পাঠভেদঃ।

[১]বজ্রপাণির্গৃহং গত্বা প্রতিমাং শোভনাং লিখেৎ।
[২]অবধানেন সম্পূজ্য জপেদযুত-সংখ্যকম্ ॥ ৩৫
যাবদর্দ্ধনিশা [৩]দেবি! হংসিন্যায়াতি নিশ্চিতম্।
চন্দনার্ঘ্যপ্রদানেন হৃষ্টা ভবতি হংসিনী ॥ ৩৬
কিং ময়া তে প্রকর্ত্তব্যং[৪] শীঘ্রং তদ্বদ সাধক।
বস্ত্রালংকার[৫]-ভোজ্যাদি ব্যয়ার্থং সম্প্রযচ্ছতি।
অবশেষ-ব্যয়াভাবান্ন দদাতি প্রকুপ্যতি ॥ ৩৭

[৬]অথ নটীসাধনম্

ইতঃ পরং মহামায়ে! শৃণু মে নটীসাধনম্।
ওঁ হুঁ হুঁ ফট্ ফট্ নটী হুঁ হুঁ হুঁ।
তারং কূর্চ্চক্রোধাস্ত্রদ্বয়তো নটীতি পদমুদ্ধরেৎ।
কূর্চ্চত্রয়ান্ত[৭]-মন্ত্রোঽয়ং কথিতো নর্ত্তকীমনুঃ ॥ ৩৮

ধ্যানম্—

ফুল্লেন্দীবর-সুন্দরোদরমুখী প্রোত্তুঙ্গকুম্ভস্তনী
[৮]দ্যোতন্তী মৃগমীনযুগ্মনয়না সানন্দ-মন্দস্মিতা।
ক্ষীরাম্ভোনিধি-সম্ভবা বিলসিতা ভক্তারিসংনাশিনী
বীণাগীতবিশালিনী ভগবতী ব্যাহার-বাক্‌চাতুরী ॥ ৩৯
[৯]নীচগা-সংগমং গত্বা সপ্তাহজপপূজনে।
[১০]নটী সুসিদ্ধা ভবতি ধূপং দদ্যান্মুহুর্মুহুঃ ॥ ৪০

চঞ্চলাপাঙ্গী, ঈষদবনত-মুগ্ধহাস্যবিমণ্ডিত-বদনমণ্ডলা, রত্নখচিত স্বর্ণহারালঙ্কৃতা মনোরমা হংসিনী দেবী আমাদের রক্ষা করুন। ৩৩-৩৪

হস্তে বজ্র লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কন করিবে। একাগ্রভাবে পূজা করিয়া দশহাজার মন্ত্র জপ করিবে। যখন অর্দ্ধরাত্রি হইবে তখন হংসিনী অবশ্যই আগমন করিবেন। চন্দন দিয়া অর্ঘ্য দান করিলে হংসিনী আনন্দিতা হইবেন এবং বলিবেন—'সাধক! আমি তোমার কি করিব সত্বর বল'। বস্ত্র, অলংকার ও খাদ্যাদি ব্যয়ের জন্য দান করেন। নিঃশেষে ব্যয় না করিলে কুপিত হইয়া আর দান করেন না। ৩৫-৩৭

অতঃপর নটীসাধনা বলা হইতেছে। হে মহামায়ে! অতঃপর নটী-সাধন শ্রবণ কর। নটীর মন্ত্র—ওঁ হুঁ হুঁ......ইত্যাদি। উহার ধ্যান—'ফুল্লেন্দীবর' ইত্যাদি। ভক্তগণের বৈরিবিনাশকারিণী, বীণা বাদ্য ও সঙ্গীতনিরতা ভগবতী নটীদেবী তাঁহার বিকসিত নীলোৎপলের গর্ভভাগের ন্যায় সুন্দর মুখ, কুম্ভপ্রতিম অত্যুন্নত স্তনযুগল, মৃগনেত্র এবং মীনের ন্যায় নয়নযুগল, আনন্দময় মৃদুহাস্য, লক্ষ্মীর ন্যায় দেহ-লক্ষ্মী, চাতুরীপূর্ণ মনোরম বচনভঙ্গী। ৩৮-৩৯

১। ক—বজ্রপাণিগৃহং। ২। ক—অবসানেন। ৩। ক—দেবী। ৪। ক—কিংচ কুর্ব্বীত। ৫। খ—ভোজ্যানি দিব্যার্থং। ৬। খ—'অথ' নাস্তি। ৭। খ—স্ত। ৮। ক—ইতো ধ্যানসমাপ্তিপর্যান্তং ক-পুস্তকে নিতরাং পাঠবৈষম্যম্। ৯। খ—নীচপায়াং। ১০। ক—সিদ্ধি র্ভবতি নটিকা।

চন্দনেনার্ঘ্যং দেয়স্তু নৈবেদ্যঞ্চ মনোহরম্।
সদাকাম-ভোগদাত্রী ভার্যা ভবতি নর্ত্তকী ॥ ৪১
সুবর্ণফলমেকং তু [১]ব্যয়ার্থং ত্যক্ত্বা গচ্ছতি।
দিনে দিনে নটী দেবী স্থায়িনী ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ৪২

[২]অথ চেটীসাধনম্

অতঃ পরং মহাদেবি [৩]চেট্যা আকর্ষণং শৃণু।

মন্ত্রো যথা—

ওঁ হুং হুং ফট্ ফট্ চেটী হূং হূং।
তারং কূর্চ্চদ্বয়ান্তে চ অস্ত্রযুগ্মং ততঃ পরম্।
[৪]চেটী-ক্রোধদ্বয়ঞ্চোক্তং চেটীমন্ত্রোত্তমোত্তমঃ ॥ ৪৩

ধ্যানম্—

[৫]দেব্যেষামৃতভাষিণী শশিমুখী ভ্রষ্টোত্তরীয়াধরা
[৬]বিভ্রাণা কলসং সরোজমমলং [৭]স্বর্ণান্ত-সীমন্তিনী।
শ্রীখণ্ডাদি-বিলেপনামলবপুঃ সৌরভ্যসম্ভাবিতা
কিঞ্চিদ্ধর্ম্ম-সমাহিতা পিকরবা [৮]শম্পাপ্রভা চেটিকা ॥ ৪৪
অত্রাপি ভীষণস্থানে [৯]নামোচ্চারণমাত্রতঃ।
ধ্রুবং চেটী সমাগত্য চেটীকর্ম্ম করোত্যপি ॥ ৪৫
অথবা স্বগৃহদ্বারে ত্র্যহং রাত্রৌ জপং চরেৎ।
আগত্য নিয়তং দেবী চেটীকর্ম্ম করোতি চ ॥ ৪৬

নদীসংগমে গমন করিয়া সপ্তাহকাল জপ ও পূজা করিলে নটীদেবী প্রসন্ন হইয়া থাকেন। বারংবার ধূপ দিতে হয়। চন্দন দ্বারা অর্ঘ্য ও মনোরম নৈবেদ্য প্রদান করিতে হয়। এইরূপ করিলে নটীদেবী সর্ব্বদা কামভোগদায়িনী ভার্য্যারূপিণী হইয়া থাকেন। ব্যয়ের জন্য প্রতিদিন এক একটি সুবর্ণ-ফল ত্যাগ করিয়া যান। এইভাবে তিনি স্থায়িনী হইয়া থাকেন। ৪০-৪২

চেটীসাধন—হে মহাদেবি! অনন্তর চেটীকে আকর্ষণ করিবার উপায় শ্রবণ কর। চেটীর মন্ত্র—ওঁ হুং হুং......ইত্যাদি। ইহার ধ্যান—"দেব্যেষা"......ইত্যাদি। চেটী শশিমুখী অমৃতভাষিণী, যাঁহার উত্তরীয় ও অধোবস্ত্র স্খলিত-প্রায়, একহস্তে পদ্ম ও অপর হস্তে কুম্ভ, সীমন্তপ্রান্তে স্বর্ণালঙ্কার, তিনি চন্দনাদি অনুলেপনে নির্ম্মলাঙ্গী, অঙ্গসৌরভে সম্ভাবিতা, কিঞ্চিৎ ধর্ম্মানুরাগিণী, কোকিল-কণ্ঠী, বিদ্যুতের ন্যায় প্রভান্বিতা। ৪৩-৪৪

এই সাধনায় শ্মশানাদি ভয়াবহ স্থানে মন্ত্র জপাদি কার্য্য করিলে চেটী নিশ্চিত আগমন করেন এবং চেটীর কার্য্য করিয়া থাকেন। অথবা নিজগৃহের দ্বারদেশে তিনদিন রাত্রিতে জপ করিবে। নিশ্চিতই দেবী চেটী প্রসন্ন হইয়া আগমন করিবেন এবং চেটীকার্য্য করিবেন। ৪৫-৪৬

১। খ—ব্যয়ং ত্যক্ত্বানু। ২। 'অথ' নাস্তি। ৩। ক—চেটীমাক—। ৪। ক—চেটীং। ৫। ক—গচ্ছত্য—। ৬। ক—বিভ্রতী। ৭। খ—স্বর্ণং চ সীমন্তকে। ৮। ক—'পায়াৎঃ' ইত্যধিকম্। খ—পায়াৎ প্রভা। ৯। ক—সামো।

*অথ কামেশ্বরীসাধনম্

কামেশ্বরীপ্রয়োগঃ

কামেশ্বরীমন্ত্রঃ—

ওঁ হুং ফট্ ফট্ কামেশ্বর্য্যৈ ভূতিন্যৈ হুং হুং হুং।
তারং কূর্চ্চাস্ত্রযুগ্মং কামেশ্বরী ভূতিনী ততঃ।
পরং ঙেঽন্তং ক্রোধত্রয়ং [১]কামেশ্বর্য্যা মনুঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৭

ধ্যানম্—

[২]তালস্কন্ধ-সমাগতা মধুরতা [৩]বাসন্তপুষ্পান্বিতা
গায়ত্রী মধুরাধরা স্মিতমুখী বীণা [৪]সদা গায়িনী।
রক্তাম্ভোজ-বিলোচনা মধুমদৈর্যুক্তা সমন্তাদিয়ং
[৫]পুষ্প্যৎপুষ্পধনুর্ধরা মধুমুখী কামেশ্বরী ভূতিনী ॥ ৪৮
তত্র [৬]স্থানে সমাগত্য কৃত্বা মাংসস্য ভক্ষণম্।
মাংসাদিনা বলিং দত্ত্বা সহস্রং জপমাচরেৎ ॥ ৪৯
[৭]দ্বাদশসহস্রং মনুং জপ্ত্বা সিদ্ধির্ভবতি নিশ্চিতম্।
জপান্নিশীথমায়াতি রক্তেনার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ৫০
কামেশ্বরী ভবেৎ তুষ্টা ভার্য্যা ভবতি কামিতা।
সর্ব্বাশাং পূরয়ত্যেব রাজ্যং যচ্ছতি নিশ্চিতম্ ॥ ৫১

[৮]অথ কুমারীসাধনম্

হুং হুং ফট্ ফট্ দেব্যৈ হুং হুং হুং।
ক্রোধদ্বয়াস্ত্রযুগ্মঞ্চ দেবীতি পদমুদ্ধরেৎ।
ঙেঽন্তং ক্রোধত্রয়ং গুহ্যং কুমারীমন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ৫২

ধ্যানম্—

দিব্যকার্ম্মুকহেমাভা কুমারী দিব্যরূপিণী।
সর্ব্বালঙ্কারসংযুক্তা ভার্য্যা ভবতি সাধিতা ॥ ৫৩

কামেশ্বরী সাধনপ্রণালী—কামেশ্বরী প্রয়োগ। মন্ত্র—হুং ফট্ ফট্...... ইত্যাদি। ধ্যান—"তালস্কন্ধ" .....ইত্যাদি। কামেশ্বরী ভূতিনী—তালবৃক্ষ-সমারূঢ়া মধুপানরতা বাসন্তিক পুষ্পালঙ্কৃতা, জপকর্ত্তাদের ত্রাণকর্ত্রী, মধুরাধরা স্মিতবদনা, বীণাবাদিনী, রক্তপদ্মের ন্যায় নয়নযুক্তা, মদাবেশযুক্তা এবং মদনাবেশবতী। ৪৭-৪৮

সাধনস্থানে আসিয়া মাংসভক্ষণ পূর্ব্বক মাংসাদি দ্বারা বলিদান করিয়া সহস্র সংখ্যক জপ করিবে। দ্বাদশ সহস্র জপ করিলে সিদ্ধিলাভ নিশ্চিত। জপ করিলে নিশীথকালে দেবী আগমন করিবেন। তখন রক্ত দ্বারা অর্ঘ্য দান করিবে। ইহাতে কামেশ্বরী তুষ্ট হইবেন। কামনা করিলে ভার্য্যা হইবেন, সমস্ত আশা পূর্ণ করিবেন। রাজ্য প্রদান করিবেন। ৪৯-৫১

কুমারীসাধন—ক্রোধবীজদ্বয়, অস্ত্রদ্বয়, চতুর্থ্যন্ত দেবীপদ ও পুনরায় ক্রোধ-

---

* খ—'অথ' নাস্তি। ১। ক—কামেশ্বরীমন্ত্রমুদাহৃতম্। ২। ক—কাল। ৩। খ—কামন্ত। ৪। খ—যুতা গায়ত্রী। ৫। ক—পশ্যৎ। ৬। ক-খ—স্থানং। ৭। খ—মনুমর্কসহস্রং তু জপিত্বা সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।

রাত্রৌ দেবগৃহং গত্বা তত্র শয্যাং প্রকল্পয়েৎ।
সিতবস্ত্রং চন্দনঞ্চ [১]জাতীপুষ্পং প্রদাপয়েৎ ॥ ৫৪
ধূপন্তু গুগ্‌গুলুং দত্ত্বা চাষ্টসহস্রং জপেন্মনুম্।
জপান্তে নিত্যমায়াতি চুম্বনালিঙ্গনাদিভিঃ।
কামিতা জায়তে ভার্য্যা সত্যং দেবী কুমারিকা ॥ ৫৫
[২]দদাত্যষ্টৌ দীনারাণি দিব্যবস্ত্রযুগং ততঃ।
কামিকং ভোজনং দিব্যং পরিবারস্য দাস্যতি ॥ ৫৬
অন্যাশ্রমগৃহাদ্ দ্রব্যমানী[৩]য়াশু প্রযচ্ছতি।
[৪]নিত্যং সহস্রং জপ্ত্বা তু সা চায়াতি কুমারিকা ॥ ৫৭
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং শৃণু মে প্রাণবল্লভে।
মুহুর্ম্মুহুর্জপেন্মন্ত্রং ক্রোধস্য মন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ৫৮

[৫]মন্ত্রং যথা—

ক্রোধাধিপং ব্যোমবক্ত্রং বজ্রপাণিং সুরান্তকম্।
এতন্মন্ত্রমবিজ্ঞায় যো জপেৎ সিদ্ধিকাঙ্ক্ষয়া[৬] ॥ ৫৯
[৭]তস্য স্যান্নিষ্ফলং কর্ম্ম অন্তে নরকমাপ্নুয়াৎ।
কলিকল্পতরোর্বল্লী ভূতিনীসিদ্ধিরুচ্যতে ॥ ৬০

বীজত্রয়,—ইহাই কুমারীর মন্ত্র হূং হূং……ইত্যাদি। ধ্যান—'দিব্যকার্ম্মুক' ইত্যাদি। দিব্য কার্ম্মুক ধারিণী স্বর্ণপ্রভা দিব্যরূপিণী সর্ব্বালংকারালংকৃতা কুমারী দেবী সাধনা দ্বারা আরাধিতা হইলে ভার্য্যারূপিণী হইয়া থাকেন। ৫২-৫৩

রাত্রিতে দেবমন্দিরে গমন করিয়া সেখানে শয্যা রচনা করিবে। শ্বেতবস্ত্র ও চন্দন এবং জাতীপুষ্প দান করিবে। ধূপ ও গুগ্‌গুল দিয়া আট হাজার মন্ত্র জপ করিবে। জপ সমাপ্ত হইলে প্রত্যহ আসিবেন এবং কামনা করিলে চুম্বনাদি দ্বারা কুমারী দেবী ভার্য্যা হইবেন। ৫৪-৫৫

তিনি অষ্ট স্বর্ণমুদ্রা এবং উত্তম বস্ত্রযুগল ও পরিবারবর্গের উত্তম ভোজন-সামগ্রী প্রদান করেন। অন্য আশ্রম ও অন্যগৃহ হইতে সত্বর দ্রব্য আনয়ন করিয়া দেন। প্রতিদিন সহস্র সংখ্যক জপ করিলে সেই কুমারী আগমন করেন। হে প্রিয়ে! ইহা ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি। বারংবার ক্রোধমন্ত্র জপ করিবে। ৫৬-৫৮

ক্রোধমন্ত্র—'ক্রোধাধিপং'……ইত্যাদি। এই মন্ত্র না জানিয়া যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভের আকাঙ্ক্ষায় জপ করিবে তাহার কার্য্য নিষ্ফল হইবে এবং সেই ব্যক্তি অন্তে নরকগামী হইবে। কলিকল্পতরুর লতিকাস্বরূপা ভূতিনী-সিদ্ধি বলিলাম। ৫৯-৬০

১। খ—জ্যোতিঃ।
২। খ—দদাত্যষ্টৌ চ দীনারান্।
৩। ক—মানীয় শীঘ্রং যচ্ছতি।
৪। ক—প্রত্যহং সহস্রং জপ্ত্বা তত আয়াতি কুমারী।
৫। খ—'মন্ত্রং যথা' ইতি নাস্তি।
৬। ক—সিদ্ধিকাঙ্ক্ষিণঃ।
৭। ক—নিষ্ফলং তস্য কর্ম্মাণি।

[1]অথ [সুন্দরী] সাধনক্রমঃ—

অতঃ পরং শৃণু দেবি। সুন্দরীসিদ্ধিসাধনম্।
সুন্দর্য্যাদি-প্রভেদেন প্রত্যেকং পূজয়েচ্ছিবে ॥ ৬১
প্রাতরুত্থায় সুস্নাতো নিত্যকর্ম্ম সমাচরেৎ।
ততঃ প্রাসাদমারুহ্য পূজাস্থানং সুশোভনম্ ॥ ৬২
বিল্বমূলে শ্মশানে বা প্রান্তরে চ চতুষ্পথে।
তত্রস্থঃ সাধয়েদ্ যোগী যোগিন্যাদিং চ ভূতিনীম্ ॥ ৬৩
[2]অজিনাসনগঃ শুদ্ধস্তিলকং মূর্দ্ধ্নি কারয়েৎ।
[3]ততো বিধিবদাচম্য সূর্য্যার্ঘ্যং প্রদদেত্ততঃ ॥ ৬৪
স্বস্তিবাচনিকং কৃত্বা শান্তিপাঠং পুনঃ পুনঃ।
গণেশং বটুকঞ্চৈব পূজয়েদ্ যন্ত্রকোপরি।
ততশ্চোদঙ্মুখো ভূত্বা সংকল্পং তত্র কারয়েৎ ॥ ৬৫
গণেশং ক্রোধভৈরবং পূজয়েৎ পরমেশ্বরি।
মূলমন্ত্রেণ প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ ॥ ৬৬
[4]পূর্ব্ববচ্চ পুনর্ধ্যাত্বা মানসৈঃ পূজয়েত্ততঃ।
কৃত্বার্ঘ্যস্থাপনং তত্র পদ্মমষ্টদলং লিখেৎ ॥ ৬৭
তন্মধ্যে চ বিনির্ম্মায় চন্দনেন বিলেপনম্।
লজ্জাবীজং লিখেত্তত্র পুনর্ধ্যাত্বা প্রপূজয়েৎ ॥ ৬৮
নিশায়াং পূজয়েদ্ [5]বীরং দিবসে পূজয়েৎ [6]পশুম্।
মূলমন্ত্রং মহাদেবি! মাসং ব্যাপ্য জপেৎ সুধীঃ ॥ ৬৯

সাধনপ্রণালী—হে দেবি! অতঃপর সুন্দরী-সিদ্ধির সাধনাপ্রণালী শ্রবণ কর। হে শিবে! সুন্দরী প্রভৃতি প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ পূজা করিবে। ৬১

প্রাতঃকালে উত্থান পূর্ব্বক উত্তমরূপে স্নান করিয়া নিত্যকর্ম্ম করিবে। অতঃপর মন্দিরে গমন করিয়া অথবা বিল্বমূল, শ্মশান, প্রান্তর, কিংবা চতুষ্পথে উত্তম পূজাস্থানে গমন করিয়া সেইখানে যোগিনী ও ভূতিনীর সাধনা করিবে। ৬২-৬৩

পবিত্র হইয়া চর্ম্মাসনে উপবেশন পূর্ব্বক মস্তকে তিলক করিবে। তারপর যথাবিধানে আচমন করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দান করিবে। স্বস্তিবাচন ও বারংবার শান্তিপাঠ করিয়া যন্ত্রের উপর গণেশ ও বটুকের পূজা করিবে। তারপর উত্তরাস্য হইয়া সংকল্প করিবে। হে পরমেশ্বরি! অতঃপর গণেশ ও ক্রোধ-ভৈরবের পূজা করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। ৬৪-৬৬

তারপর পুনরায় পূর্ব্ববৎ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করিবে। বিশেষার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করিবে। ৬৭

তাহার মধ্যভাগে চন্দন লেপন করিয়া তাহাতে লজ্জাবীজ লিখিবে। পুনরায় ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। বীরাচারী রাত্রিকালে এবং পশ্বাচারী দিবসে পূজা করিবে। হে মহাদেবি! মূলমন্ত্র একমাস ধরিয়া জপ করিবে। ৬৮-৬৯

১। খ—'অথ' নাস্তি। ২। ক-অজিনাসনে সংস্থিতঃ।
৩। ক—ততো বিহিতমাচম্য। সূর্য্যার্ঘ্যং প্রদদেন্নিত্যং স্বস্তিবাচ্য পুনঃ পুনঃ।
৪। ক—উক্তরূপে। ৫। বীর ইতি যুক্তম্। ৬। পশুরিতি যুক্তম্।

অর্দ্ধরাত্রে ততঃ পূজাং[১] বলিং কৃত্বা বিধানতঃ।
[২]নির্ভয়ঃ সংজপেন্মন্ত্রং হৃদ্‌গতং চ নিবেদয়েৎ ॥ ৭০

[৩]অথ যক্ষসাধনম্

অতঃ পরং মহাদেবি যক্ষসাধনমুত্তমম্।
[৪]ভীমবক্ত্রো মহাবক্ত্রঃ সিংহবক্ত্রো হয়াননঃ ॥ ৭১
গর্দ্দভাস্যো মহাবীরো বহুবক্ত্রো গজাননঃ।
বিভ্রমো বাহুকশ্চৈব বীরঃ সুগ্রীব এব চ ॥ ৭২
রঞ্জকশ্চ পিশাচাস্যো জৃম্ভকো বামকঃ স্মৃতঃ।
অর্থদো জয়দশ্চৈব মণিভদ্রো মনোহরঃ।
এতে বিংশতিযক্ষা বৈ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কাঃ ॥ ৭৩

[৩]অথ যক্ষমন্ত্রঃ

গগনো গ্রহণশ্চৈব যুক্তশ্চন্দ্রার্দ্ধশেখরঃ।
একাক্ষর-মহামন্ত্রো জপ্যতে যদি সাধকৈঃ ॥
সংখ্যয়াষ্টসহস্রং চ সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়কঃ ॥ ৭৪

[৫]শ্রীদেব্যুবাচ—

ভীমবক্ত্রাদের্মহামন্ত্রং কথ্যতাং চন্দ্রশেখর !

শ্রীঈশ্বর উবাচ—

হ্রৌঁ ভীমবক্ত্রায় স্বাহা। হ্রৌঁ হ্রৌঁ মহাবক্ত্রায় স্বাহা। বং হ্রৌঁ সিংহবক্ত্রায় স্বাহা। হ্রৌঁ লং কর্ম্মাণি সাধয় হয়াননায় স্বাহা। হ্রৌঁ কুরু কর্ম্মাণি সাধয় সাধয় গর্দ্দভাস্যায় স্বাহা। হ্রৌঁ মহাবীরায় স্বাহা। হ্রৌঁ কুরু কুরু বহুবক্ত্রায় স্বাহা। হ্রৌঁ মহাবলিনে গজাননায় স্বাহা। হ্রৌঁ বিভ্রমায় স্বাহা। হ্রৌঁ হ্রৌঁ বাহুকায় স্বাহা। হ্রৌঁ ঐং বীরায় স্বাহা। হ্রৌঁ সুগ্রীবায় স্বাহা। হ্রৌঁ রঞ্জকায় স্বাহা। হ্রৌঁ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় পিশাচাস্যায় স্বাহা। হ্রৌঁ জৃম্ভকায় স্বাহা। হ্রৌঁ হুঁ বামকায় স্বাহা। হ্রৌঁ অর্থদায় স্বাহা। হ্রৌঁ জয়দায় স্বাহা। হ্রৌঁ মণিভদ্রায় স্বাহা। হ্রৌঁ মনোহরায় স্বাহা ॥ ৭৫

অর্দ্ধরাত্রে পূজা ও বলিদান বিধিমত করিয়া নির্ভয়ে মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে এবং নিজের মনোগত কামনা নিবেদন করিবে। ৭০

যক্ষসাধন—হে মহাদেবি! অনন্তর যক্ষসাধন প্রণালী বলিতেছি। ১ ভীমবক্ত্র, ২ মহাবক্ত্র, ৩ সিংহবক্ত্র, ৪ হয়ানন, ৫ গর্দ্দভাস্য, ৬ মহাবীর, ৭ বহুবক্ত্র, ৮ গজানন, ৯ বিভ্রম, ১০ বাহুক, ১১ বীর, ১২ সুগ্রীব, ১৩ রঞ্জক, ১৪ পিশাচাস্য, ১৫ জৃম্ভক, ১৬ বামক, ১৭ অর্থদ, ১৮ জয়দ, ১৯ মণিভদ্র, ২০ মনোহর—এই ২০টী যক্ষ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়ক। ইহাদের সাধারণ মন্ত্র হ্রৌঁ। ইহা যক্ষমন্ত্র নামে অভিহিত। এই একাক্ষর মহামন্ত্র অষ্ট সহস্র জপ করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। ৭১-৭৪

১। ক—কৃত্বা বলিং। ২। ক—ততো নির্ভয়ঃ সন্ জপেন্মন্ত্রং মনোগতং নিবেদয়েৎ।
৩। খ—'অথ' নাস্তি। ৪। খ—ইতঃ শ্লোকত্রয়ং নাস্তি।
৫। খ—ইতঃ প্রভৃতি 'হ্রৌঁ মনোহরায় স্বাহা' ইত্যন্তং নাস্তি।

শ্রীদেব্যুবাচ[১]—

ভীমবক্ত্রাদিযক্ষাণাং মহামন্ত্রাঃ শ্রুতা ময়া।
চন্দ্রশেখর তদ্ধ্যানং সংক্ষেপেণ বদ প্রভো ॥ ৭৬

[২]শ্রীঈশ্বর উবাচ—

অতঃ পরং মহেশানি ধ্যানং শৃণু সমাসতঃ।

[৩]অথ যক্ষাণাং ধ্যানানি

ভীমবক্ত্রধ্যানম্—

প্রত্যালীঢ়পদং কৃষ্ণং খর্ব্বং কর্ব্বুরমূর্দ্ধজম্।
দ্বিভুজং দক্ষিণে কর্ত্রীং বামে খর্পরধারিণম্ ॥ ৭৭
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরং ত্রিনেত্রং ভীষণাননম্ ॥

মহাবক্ত্রধ্যানম্—

ধ্যায়েদ্দেবং মহাবক্ত্রমগ্নিবর্ণং ত্রিনেত্রকম্।
দ্বিভুজং দক্ষিণে খড়্গং খেটকং বামহস্তকে[৪] ॥ ৭৮
কৃষ্ণকেশং তু কুটিলং বিকৃতাস্যং ভয়ানকম্।
সাধকায় প্রযচ্ছ[৫]ন্তমভয়ং বরমেব চ ॥ ৭৯

সিংহবক্ত্রধ্যানম্—

ধ্যায়েদ্ দেবং সিংহবক্ত্রং জটাভারসমন্বিতম্।
বিকৃতাস্যং দ্বিজিহ্বং চ চতুর্নেত্রং দ্বিকর্ণকম্।
দ্বিভুজং চ গদাপাণিং বামে চাভয়সংযুতম্ ॥ ৮০

পার্ব্বতী বলিলেন—হে চন্দ্রশেখর! ভীমবক্ত্রাদি প্রত্যেকের বিশেষ মন্ত্র বলুন। মহাদেব বলিলেন—হোং ভীমবক্ত্রায় স্বাহা......ইত্যাদি। ৭৫

পার্ব্বতী বলিলেন—ভীমবক্ত্রাদির বিশেষ বিশেষ মন্ত্রগুলি শ্রবণ করিলাম। হে প্রভো, হে চন্দ্রশেখর! তাহাদের ধ্যান সংক্ষেপে বলুন। ৭৬

মহাদেব বলিলেন—হে মহেশানি, অতঃপর তাহাদের ধ্যান সংক্ষেপে শ্রবণ কর—

যক্ষগণের ধ্যান

ভীমবক্ত্রের ধ্যান—দক্ষিণ পদ অগ্রে এবং বামপদ পশ্চাতে, কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্বাকৃতি, চুলগুলি শ্বেতকৃষ্ণ মিশ্র বর্ণ, দুই হাত, দক্ষিণ হস্তে কর্ত্তরিকা, বামহস্তে খর্পর, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিহিত, ত্রিনেত্র ও ভীষণ বদন যুক্ত।

মহাবক্ত্রের ধ্যান—মহাবক্ত্র নামক যক্ষের অগ্নির ন্যায় বর্ণ, তিনটী চক্ষুঃ, দুই হাত, ডান হাতে খড়্গ, বাম হাতে লাঠি। কালো কালো চুল, বিকৃত বদন, কুটিল ও অতি ভয়াবহ আকৃতি। কিন্তু সাধককে বর ও অভয় দান করেন। ৭৭-৭৯

সিংহবক্ত্রের ধ্যান—জটাভারযুক্ত সিংহবক্ত্র যক্ষদেবতার ধ্যান করিবে—

১। ক—অতঃ পরং 'বদ প্রভো' পর্য্যন্তং নাস্তি।
২। খ—ইতঃ 'সমাসতঃ' পর্যন্তং নাস্তি।
৩। ক—'অথ' নাস্তি।
৪। খ—হস্তকম্।
৫। ক—'ন্তি চা'।

হয়াননধ্যানম্—

শ্বেতো হয়াননঃ [1]খর্ব্বো দ্বিভুজোঽতিভয়ানকঃ।
দক্ষে ডমরুকং ধত্তে বামে চৈব ত্রিশূলকম্ ॥ ৮১

মহাবীরধ্যানম্—

ধ্যায়েদ্দেবং মহাবীরং দ্বিকর্ণন্ত ত্রিনেত্রকম্।
দ্বিভুজং হাস্যবদনং বরাভয়-[2]বিধায়কম্ ॥ ৮২
[3]অন্যান্যানাং যক্ষাণাং ধ্যানানি বিস্তারেণ ডামরে সমুক্তানি।

ইতি ক্রিয়োড্ডীশে মহাতন্ত্ররাজে [4]পার্ব্বতীপরমেশ্বর-সংবাদে
ষোড়শঃ পটলঃ ॥ ১৬

সপ্তদশঃ পটলঃ

[5]অথ মৃত্যুঞ্জয়বিধানম্

দেব্যুবাচ—

প্রাণনাথ কৃপাসিন্ধো ব্রূহি শাস্ত্রবিশারদ।
[6]মৃত্যুঞ্জয়স্য পূজায়াঃ কিং ফলং [7]কিং বিধানকম্ ॥ ১

শ্রীশিব উবাচ—

বক্তুং নাহং ক্ষমো গৌরি ! ত্বয়ি স্নেহাৎ প্রকাশিতম্।
[8]মৃত্যুঞ্জয়বিধানং তু ন বক্তব্যং বহির্মুখে ॥ ২

মুখ বিকৃত, জিহ্বা দুইটী, চারিটি চক্ষুঃ, দুইটী কর্ণ, দুই হাত, দক্ষিণ হস্তে গদা, বাম হস্তে অভয়। ৮০

হয়াননের ধ্যান—হয়ানন শ্বেতবর্ণ, খর্ব্বকায়, দ্বিভুজ এবং অতি ভয়ংকর। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে ডমরু এবং বামে ত্রিশূল। ৮১

মহাবীরের ধ্যান—মহাবীরের দুই কর্ণ, তিন চক্ষুঃ, দুই হাত, সহাস্য মুখ, এবং তিনি বর ও অভয় বিধান করেন। ৮২

অন্যান্য যক্ষদের ধ্যান বিস্তারিতভাবে ডামরতন্ত্রে বলা হইয়াছে।

হরপার্ব্বতীর কথোপকথনে মহাতন্ত্ররাজ ক্রিয়োড্ডীশের
ষোড়শ পটল সমাপ্ত। ১৬

সপ্তদশ পটল

মৃত্যুঞ্জয় প্রয়োগবিধি

দেবী বলিলেন—হে কৃপাসিন্ধু, হে শাস্ত্রবিশারদ, হে স্বামিন্। মৃত্যুঞ্জয় শিবলিঙ্গের পূজার ফল কি এবং বিধানই বা কিরূপ ? ১

১। খ—সর্ব্বো। ২। ক—বিধানকম্। ৩। অন্যেষামিতি যুক্তম্। ইতঃ 'সমুক্তানি' পর্য্যন্তং খ—পুস্তকে নাস্তি। ৪। খ—গৌরীশ্বর—। ৫। ক—'অথ' নাস্তি।
৬। ক—মৃত্যুঞ্জয়-শিবপূজাং। ৭। ক—'কিং' নাস্তি। ৮। ক—'ন বক্তব্যং ন বক্তব্যং'।

মুখে তু দেবি বক্তব্যং যত্নতঃ প্রাণবল্লভে।
মৃত্যুঞ্জয়ো মহাদেবঃ সাক্ষান্মৃত্যুহরঃ [১]পরঃ।
[২]বিধানং তস্য সংক্ষেপাদ্ বক্তব্যং শৃণু সুন্দরি ॥ ৩
[৩]দেবেশি রোগশান্ত্যর্থং তস্য পূজাবিধির্যথা।
মৃতুঞ্জয়ং সমাপূজ্য লিঙ্গং ত্রিভুবনেশ্বরম্।
রোগার্ত্তো মুচ্যতে রোগাদ্ বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ৪
যস্তু সম্পূজয়েদ্ ভক্ত্যা লিঙ্গং মৃত্যুঞ্জয়াভিধম্।
যমোঽপি প্রণমেদ্ ভক্ত্যা কিং করিষ্যতি পামরঃ ॥ ৫
তস্য পূজাবিধিং বক্ষ্যে শৃণু মৎপ্রাণবল্লভে।
জাতিভেদৈর্মৃত্তিকাং তু গৃহীত্বাশীতি-তোলকাম্ ॥ ৬
নির্ম্মায পার্থিবং লিঙ্গং কাংস্যাধারে নিবেশয়েৎ।
পৌরাণিকেন মন্ত্রেণ কুর্য্যাচ্চ গঠনং বুধঃ ॥ ৭
স্নাপয়েৎ পঞ্চগব্যেন প্রত্যেকস্যাষ্টতোলকম্।
স্বস্বমন্ত্রৈশ্চ প্রত্যেক-দ্রব্যেণ স্নাপয়েৎ সুধীঃ।
[৪]রোগক্ষয়কামনয়া নামগোত্রাদি-পূর্ব্বকম্ ॥ ৮
উপবিশ্যাসনে বিপ্রো ধৃত্বা ধৌতং চ বাসসম্।
রুদ্রাক্ষমালাং কণ্ঠে বৈ ধৃত্বা ভস্মত্রিপুণ্ড্রকম্ ॥ ৯

শিব বলিলেন—হে গৌরি! ইহা বলিতে আমি অসমর্থ, তোমার প্রতি স্নেহবশেই প্রকাশ করিতেছি। হে প্রিয়ে! মৃত্যুঞ্জয়-প্রয়োগবিধি বিমুখ বা অনাগ্রহী ব্যক্তির নিকট বলিতে নাই। অভিমুখ ব্যক্তির নিকট যত্নপূর্ব্বক বলা উচিত। মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব শ্রেষ্ঠ মৃত্যুনিবারক। হে সুন্দরি! তাঁহার প্রয়োগবিধি সংক্ষেপে বলিব, শ্রবণ কর। ২-৩

হে দেবেশি! রোগশান্তির জন্য তাঁহার পূজাবিধি সার্থক। ত্রিভুবনেশ্বর মৃত্যুঞ্জয়ের লিঙ্গপূজা করিলে রোগার্ত্ত ব্যক্তি রোগমুক্ত এবং বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধনমুক্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক মৃত্যুঞ্জয় শিবলিঙ্গের পূজা করে যমও তাহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করে, সাধারণ নাস্তিকাদি ব্যক্তি তাহার কি করিবে? ৪-৫

হে প্রিয়ে! তাঁহার পূজাবিধি বলিতেছি শ্রবণ কর। সর্ব্বজাতির ব্যক্তি আশী তোলা মৃত্তিকা লইয়া পার্থিব শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক কাংস্যাধারে স্থাপন করিবে। পৌরাণিক মন্ত্র দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিবে। ৬-৭

পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইবে। প্রত্যেক দ্রব্যের পরিমাণ আট তোলা। প্রত্যেক দ্রব্য দ্বারা স্ব স্ব মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্নান করাইবে। রোগক্ষয় কামনায় নাম-গোত্রাদি উচ্চারণপূর্ব্বক স্নানের সংকল্প করিয়া লইবে। ৮

ব্রাহ্মণ ধৌতবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক আসনে উপবেশন করিয়া গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ ও ভস্ম দ্বারা ত্রিপুণ্ড্রক তিলক করিবেন। ৯

১। ক—ফলং। ২। ক—তস্য বিধানং সংক্ষেপে। ৩। ক—রোগশান্ত্যর্থং দেবেশি! ৪। খ—রোগক্ষয়েচ্ছয়া বিদ্বান্।

[১]উপচারং ষোড়শকং দেয়ং ভক্ত্যা প্রযত্নতঃ।
সুবর্ণস্যাসনং দেয়ং তথৈবাভরণানি চ॥
বস্ত্রযুগ্মং প্রদদ্যাত্তু পরিধেয়ং যথা ভবেৎ॥ ১০

শিবযন্ত্রং যথা—

ষট্‌কোণমণ্ডলং কৃত্বা তদন্তে সাধ্যনামকম্।

প্রাসাদবীজং হৌঁ সংলিখ্য ততঃ ষট্‌কোণেষু প্রণবসহিত-পঞ্চাক্ষর-বর্ণান্ ষড়ঙ্গমন্ত্রাংশ্চ বিলিখ্য তদ্বহিঃ পঞ্চদলানি বিরচয্য তদ্দলেষু 'ওঁ ঈশানায় নমঃ' 'ওঁ তৎপুরুষায় নমঃ' 'ওঁ অঘোরায় নমঃ' 'ওঁ সদ্যোজাতায় নমঃ' 'ওঁ বামদেবায় নমঃ' ইতি পঞ্চমন্ত্রান্ প্রাগাদিক্রমেণ লিখেৎ। তদ্বহিরষ্টদলানি রচয়িত্বা তদ্দলেষু মাতৃকাবর্ণান্ লিখেৎ। তদ্বহির্বৃত্তং ত্র্যম্বকেন বেষ্টয়েৎ। এতদ্ যন্ত্রং জপহোমাদিনা সম্পূজ্য ধারয়েৎ। আয়ুরারোগ্যৈশ্বর্য্যাদি-সিদ্ধির্ভবতি। ১১

অথ মৃত্যুঞ্জয়-যন্ত্রম্

অথবা শৃণু দেবেশি! যন্ত্রং সর্ব্বসুসিদ্ধিদম্।
মধ্যে সাধ্যাক্ষরাঢ্যং ধ্রুবমভিবিলিখেন্মধ্যমং দিগ্দলেষু
কোণেষ্বন্তং মনোস্তৎ ক্ষিতিভুবনমথো দিক্ষু চন্দ্রং বিদিক্ষু।
[২]টান্তং যন্ত্রং তদুক্তং সকলভয়হরং ক্ষেড়ভূতাপমৃত্যু-
ব্যাধিব্যামোহদুঃখ-প্রশমনমুদিতং শ্রীপ্রদং কীর্ত্তিদায়ি॥ ১২

ভক্তি সহকারে যত্নপূর্ব্বক ষোড়শ উপচার দিবেন। সুবর্ণের আসন ও অলংকার দিবেন। দুইটি বস্ত্র দিবেন—যেন পরিধান করার যোগ্য হয়। ১০

শিবের যন্ত্র যথা—ষট্‌কোণ মণ্ডল করিয়া তাহার মধ্যে সাধ্য ব্যক্তির অর্থাৎ যাহার উদ্দেশ্যে কার্য্য করা হইতেছে, তাহার নাম লিখিবে। প্রাসাদ-বীজ হৌঁ লিখিয়া পরে ছয়টি কোণে ওঁ নমঃ শিবায় এই মন্ত্রের এক একটী অক্ষর লিখিবে এবং ষড়ঙ্গ মন্ত্র লিখিবে। তাহার বাহিরে পাঁচটী দল রচনা করিয়া সেই দলগুলিতে ওঁ ঈশানায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্র পূর্ব্বাদিক্রমে লিখিবে। তাহার বাহিরে অষ্টদল রচনা করিয়া তাহাতে মাতৃকাবর্ণগুলি লিখিবে। তাহার বাহিরে বৃত্ত অঙ্কন করিয়া তাহা "ত্র্যম্বকং যজামহে" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা বেষ্টিত করিবে। এই যন্ত্র জপ ও হোমাদি দ্বারা পূজাপূর্ব্বক ধারণ করিবে। আয়ুঃ, আরোগ্য ও ঐশ্বর্য্যাদি সিদ্ধি হইবে। ১১

মৃত্যুঞ্জয় যন্ত্র—হে দেবেশি! অথবা সর্ব্ববিষয়ে উত্তম সিদ্ধিপ্রদ আর একটী যন্ত্র শ্রবণ কর। অগ্রে মধ্যস্থলে প্রণব ও তন্মধ্যে সাধ্যাক্ষর যুক্ত প্রণব লিখিয়া অষ্টদল পদ্মের প্রত্যেকটী দিগ্দলে 'জুং' ও কোণদলে 'সঃ' লিখিবে। পরে ভূপুর অঙ্কিত করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে সং ও চারিকোণে ঠং লিখিবে। এই যন্ত্র সর্ব্ববিধ ভয়, বিষ, ভূত, অপমৃত্যু, রোগ, মোহ ও দুঃখ প্রশমন করে এবং শ্রী ও কীর্ত্তি প্রদান করে। ১২

১। খ—উপচারাঃ ষোড়শ তু দেয়া।　　২। খ—ঢান্তং।

মধুপর্কং কাংস্যপাত্রে দদ্যাদ্ ভোজনযুগ্মকম্।
বিল্বপত্রসহস্রং তু অভগ্নং বিনিবেদয়েৎ ॥ ১৩
এবং সম্পূজ্য লিঙ্গৈকং [১]দ্বিসহস্রং মনুং জপেৎ।
[২]সমিদ্ভিস্তু গুড়ূচ্যাস্তু তত্র হোমং সমাচরেৎ ॥ ১৪
দক্ষিণাং ব্রাহ্মণে দেবি সুবর্ণং বস্ত্রকং তথা।
তদর্দ্ধং বা তদর্দ্ধং বা যথা বিভবমানতঃ ॥ ১৫
অঙ্গহীনা ন কর্ত্তব্যা পূজা চাফলদা যতঃ।
একলিঙ্গং সমারাধ্য ফলং স্যাদন্যকে যুগে।
তৎ ফলং লভতে দেবি! কলৌ সংখ্যা চতুর্গুণা ॥ ১৬
তাম্রপাত্রে তু সংস্থাপ্য অশীতিতোলকং জলম্।
তজ্জলেনৈব দেবেশি কুশৈঃ সম্মার্জ্জ্য রোগিণম্ ॥ ১৭
ক্ষিপেদ্দীপশিখায়াঞ্চ মন্ত্রমুচ্চার্য্য মানকম্।
এবং বিধিবিধানেন পূজয়েন্মম লিঙ্গকম্ ॥ ১৮
যাদৃগ্ যাদৃগ্ ভবেদ্রোগো নাশমেতি ময়োদিতম্।
সাঙ্গেন পূজয়িত্বা তু লভতে বাঞ্ছিতং ফলম্ ॥ ১৮
অঙ্গব্যতিক্রমেণৈব বৃথা ভবতি বাসনা।
রোগী প্রমুচ্যতে সদ্যো [৩]ভোগীবোজ্ঝিতকঞ্চুকঃ ॥ ২০
যদি মদ্বচনে ভক্তিস্তদা মুক্তো ভবেদ্ ধ্রুবম্।
অন্যথা যদি দেবেশি সর্ব্বং [৪]ভবতি নিষ্ফলম্ ॥ ২১

কাংস্যপাত্রে মধুপর্ক দিবে। দুইটি ভোজ্য দিবে। সহস্র অখ... ...তি নিবেদন করিবে। এইভাবে একটী লিঙ্গের পূজা করিয়া দুই হাজ... ...বা করিবে। গুলঞ্চের সমিধ দ্বারা হোম করিবে। হে দেবি! ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ ও বস্ত্রযুগল দক্ষিণা দিবে। অথবা তাহার অর্দ্ধেক কিংবা তাহারও অর্দ্ধেক স্বীয় বিভবানুসারে প্রদান করিবে। ১৩-১৫

অঙ্গহীন পূজা করিবে না, কারণ তাহা ফলপ্রদ হয় না। একটি লিঙ্গপূজা করিয়া অন্য যুগে ফল হইত, কিন্তু কলিযুগে চতুর্গুণ সংখ্যা হইলে তবে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। ১৬

তাম্রপাত্রে আশীতোলা পরিমাণ জল লইয়া সেই জল দিয়া মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক কুশ দ্বারা রোগীকে মার্জ্জনা করিয়া দীপশিখায় নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ বিধিবিধানে আমার লিঙ্গে পূজা করিবে। ১৭-১৮

ইহাতে যত প্রকারের রোগ হউক তাহা নষ্ট হইবে, ইহা আমার বাক্য। অঙ্গ-সমন্বিত পূজা হইলে বাঞ্ছিত ফল লাভ হইবে। অঙ্গহানি হইলে কামনা নিষ্ফল হইবে। রোগী খোলস ছাড়া সর্পের ন্যায় সদ্যই রোগমুক্ত হয় [অথবা সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় গায়ের জামা কাপড় খুলিয়া ফেলে]। ১৯-২০

হে দেবেশি! যদি আমার বাক্যে ভক্তি থাকে তবে নিশ্চয়ই রোগমুক্ত হইবে। অন্যথা সমস্ত নিষ্ফল হইবে। ২১

১। ক—জপেন্মন্ত্রং দ্বিসহস্রকম্। ২। ক—ততো হোমং প্রকুর্ব্বীত গুড়ূচীসমিধৈর্ম্মুলৈঃ।
৩। ক—ভোগীব কঞ্চুকোজ্ঝিতঃ। ৪। ক—'চ নিষ্ফলং ভবেৎ'।

অথ যন্ত্রপূজাবিধানম্

অতঃপরং শৃণু দেবি যন্ত্রপূজাবিধানকম্।
কৃতনিত্যক্রিয়ো দেবি স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকম্ ॥ ২২
সংকল্পং চ তথা কুর্য্যাদ্ বিধিবাক্যানুসারতঃ।

অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা যন্ত্রাধিষ্ঠিত-দেবতায়াঃ পূজার্থ-মমুকযন্ত্র-সংস্কারমহং করিষ্যে। ২৩

ইতি সংকল্প্য মহাদেবি গুরোরর্চ্চনমাচরেৎ।
পঞ্চগব্যং ততঃ কৃত্বা শিবমন্ত্রেণ মন্ত্রিতম্ ॥ ২৪
তত্র যন্ত্রং[1] ক্ষিপেন্মন্ত্রী প্রণবেন সমাকুলম্।
তদুদ্ধৃত্য ততো[2] যন্ত্রং স্থাপয়েৎ স্বর্ণপাত্রকে ॥ ২৫
পঞ্চামৃতেন দুগ্ধেন কস্তূরী-কুঙ্কুমেন চ।
পয়ো-দধি-ঘৃত-ক্ষৌদ্র-শর্করাদ্যৈরনুক্রমাৎ ॥ ২৬
তোয়-ধূপান্তরৈঃ কুর্য্যাৎ পঞ্চামৃত[3]-মনুত্তমম্।
অষ্টাভিঃ কলসৈর্দেবীমষ্টাভির্বারিপূরিতৈঃ ॥ ২৭
কষায়জলসম্পন্নৈঃ কারয়েৎ স্নানমুত্তমম্।
স্নানং সমাপ্য তাং দেবীং স্থাপয়েৎ স্বর্ণপীঠকে ॥ ২৮

গায়ত্রী যথা—

যন্ত্ররাজায় বিদ্মহে মহাযন্ত্রায় ধীমহি তন্নো যন্ত্রঃ প্রচোদয়াৎ।
স্পৃষ্ট্বা যন্ত্রং কুশাগ্রেণ গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রয়েৎ।
অষ্টোত্তরং শতং দেবি দেবতাভাবসিদ্ধয়ে ॥ ২৯
আত্মশুদ্ধিং ততঃ কৃত্বা ষড়ঙ্গৈর্দেবতাং যজেৎ।
তত্রাবাহ্য মহাদেবি! জীবন্যাসঞ্চ কারয়েৎ ॥ ৩০

যন্ত্রোপরি পূজাবিধি

হে দেবি! অতঃপর যন্ত্রপূজার বিধান শ্রবণ কর। নিত্যকর্ম্ম করিয়া স্বস্তি-বাচন পূর্ব্বক বিধিবাক্যানুসারে সংকল্প করিবে। যথা—অদ্যেতাদি...২২-২৩।

হে দেবি! এইভাবে সংকল্প করিয়া গুরুপূজা করিবে। তারপর পঞ্চ-গব্য করিয়া তাহা শিবমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে। প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক তাহাতে যন্ত্রটী নিক্ষেপ করিবে। তারপর যন্ত্রটী তুলিয়া স্বর্ণপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক স্নান করাইবে। পঞ্চামৃত দ্বারা, দুগ্ধদ্বারা, কস্তূরী ও কুঙ্কুম দ্বারা এবং পুনরায় দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও শর্করা প্রভৃতি দ্বারা যথাক্রমে স্নান করাইবে। প্রত্যেক দ্রব্যে স্নানের পর জল দিয়া স্নান করাইবে এবং ধূপ দ্বারা সুরভিত করিবে। পরে শুদ্ধ জলপূর্ণ অষ্ট কলস ও পঞ্চকষায়-জলপূর্ণ অষ্ট কলস দ্বারা যন্ত্রদেবতাকে উত্তমরূপে স্নান করাইবে। স্নান সমাপ্ত করিয়া সেই যন্ত্রদেবতাকে স্বর্ণ-পীঠোপরি স্থাপন করিবে। ২৪-২৮

পরে কুশাগ্র দ্বারা যন্ত্রটীকে স্পর্শ করিয়া উল্লিখিত যন্ত্র-গায়ত্রী দ্বারা দেবত্ব

১। ক—খ চক্রং। ২। ক—খ ততশ্চক্রম্। ৩। ক—পঞ্চামৃতেন......।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা—

অস্য প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রস্য ব্রহ্মবিষ্ণু-মহেশ্বরা ঋষয়ঃ ঋগ্-যজুঃ-সামানি ছন্দাংসি চৈতন্যং দেবতা প্রাণপ্রতিষ্ঠায়াং বিনিযোগঃ।

উপচারৈঃ ষোড়শভির্মহামুদ্রাদি[১]ভিস্তথা।
ফলতাম্বূলনৈবেদ্যৈঃ শিবং তত্র সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৩১
পট্টসূত্রাদিকং দদ্যাদ্ বস্ত্রালংকারমেব চ।
অগুরুং চামরং ঘণ্টাং যথাযোগ্যং মহেশ্বরি। ৩২
সর্ব্বমেতৎ প্রযত্নেন দদ্যাদাত্মহিতে রতঃ।
ততো জপেৎ সহস্রং তু সকলেপ্সিতসিদ্ধয়ে ॥ ৩৩
জপসমাপনং কুর্য্যাদষ্টাঙ্গেন নমস্কৃতিম্।
অষ্টোত্তরশতং হুত্বা সম্পাতাজ্যং বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৩৪
হোমকর্ম্মণ্যশক্তশ্চেদ্ দ্বিগুণং জপমাচরেৎ।
গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ ততো [২]দেবীং বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৫

অস্য প্রয়োগঃ—কৃতনিত্যক্রিয়ঃ স্বস্তিবচনপূর্ব্বকং সংকল্পং কুর্য্যাৎ। অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা অমুকদেবতায়াঃ পূজার্থমমুক-যন্ত্রসংস্কারমহং করিষ্যে। ততঃ পঞ্চগব্যমানীয় 'হৌং' ইতি মন্ত্রেণাষ্টোত্তরশতমভিমন্ত্র্য প্রণবেন যন্ত্রং তত্র ক্ষিপেৎ। তত উত্থাপ্য স্নাপয়েৎ। শীতলজল-চন্দনগন্ধ-কস্তূরী-কুঙ্কুমৈঃ স্নাপয়িত্বা পঞ্চগব্যমানীয় হৌং ইতি মন্ত্রেণাষ্টোত্তরশত-মভিমন্ত্র্য প্রণবেন শোধয়িত্বা স্নাপয়েৎ। তত্র ক্রমঃ—প্রথমং ক্ষীরেণ স্নাপয়িত্বা ধূপং দদ্যাৎ। এবং দধ্না, ঘৃতেন, মধুনা, শর্করয়া চ। ততোঽষ্টাভিঃ কলসৈঃ স্নাপয়েৎ। কুঙ্কুম-গোরোচনয়া চন্দনমিশ্রিতৈস্তোয়ৈঃ স্নাপয়েৎ। সর্ব্বত্র স্নানং মূলমন্ত্রেণ। ততো যন্ত্রমুত্তোল্য কুশাগ্রেণ তং স্পৃষ্ট্বা যন্ত্রগায়ত্র্যা অষ্টোত্তরশতাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাৎ। অস্য প্রাণপ্রতিষ্ঠা-মন্ত্রস্য ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরা ঋষয়ঃ ঋগ্-যজুঃ-সামানি ছন্দাংসি—চৈতন্যং দেবতা প্রাণপ্রতিষ্ঠায়াং বিনিয়োগঃ। তদ্ যথা—আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ অমুকদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। জীব ইহ স্থিতঃ। সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি। বাঙ্মন ইত্যাদি। প্রাণান্ প্রতিষ্ঠাপ্য তত্র প্রকৃতদেবতামাবাহ্য ষোড়শোপচারৈঃ পঞ্চোপচারৈর্ব্বা

সিদ্ধির জন্য ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে আত্মশুদ্ধি করিয়া ষড়ঙ্গ মন্ত্রে পূজা করিবে এবং তাহার পর আবাহন পূর্ব্বক জীবন্যাস করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা-মন্ত্রে—প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। অতঃপর আসনাদি ষোড়শ উপচার মহামুদ্রাদি সহকারে ফল, তাম্বূল নৈবেদ্যাদি দ্বারা তাহাতে শিবের অর্চ্চনা করিবে। ২৯-৩১

পট্টসূত্র ও বস্ত্রালংকারাদি প্রদান করিবে। অগুরু, চামর ও ঘণ্টাদি যথাসাধ্য দিবে। আত্মহিতার্থী ব্যক্তি এই সমস্তই যত্ন সহকারে দান করিবে। তারপর সকল অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সহস্র সংখ্যক জপ করিয়া জপ সমাপনান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবে। পরে অষ্টোত্তর শত হোম করিয়া প্রত্যাহুতির ঘৃত যন্ত্রোপরি ক্ষেপণ করিবে। হোমে অসমর্থ হইলে দ্বিগুণ জপ করিবে। গুরুকে দক্ষিণা দান করিয়া দেবতার বিসর্জ্জন করিবে। ৩২-৩৫

১। ক—ভিঃ সদা। ২। ক—দেবীবিসর্জ্জনম্।

পূজয়েৎ। তত্র পট্টসূত্রাদিকং দত্ত্বা অষ্টোত্তরশতং সহস্রং বা জপিত্বা শক্তশ্চেদ্ বলিং দদ্যাৎ। ততোঽষ্টোত্তরশতং হোমং কুর্য্যাৎ। হোমাভাবে দ্বিগুণো জপঃ কার্য্যঃ। ততো দক্ষিণাং দত্ত্বা অচ্ছিদ্রাবধারণং কুর্য্যাৎ ॥ ৩৬

ইতি ক্রিয়োড্ডীশে মহাতন্ত্ররাজে [১]পার্ব্বতী-পরমেশ্বর-সংবাদে সপ্তদশঃ পটলঃ। ১৭

অষ্টাদশঃ পটলঃ

[২]অথ শিবযন্ত্রম্

তত্রাদৌ ষট্‌কোণমণ্ডলং কৃত্বা তদন্তে সাধ্যনামযুক্তং প্রাসাদবীজং বিলিখ্য ষট্‌কোণেষু প্রণবসহিত-পঞ্চাক্ষরবর্ণান্ বিলিখ্য বিবরেষু ষড়ঙ্গমন্ত্রান্ তদ্‌বহিঃ পঞ্চদলানি বিরচয্য তদ্দলেষু ওঁ বামদেবায় নমঃ, ওঁ ঈশানায় নমঃ, ওঁ তৎ-পুরুষায় নমঃ, ওঁ অঘোরায় নমঃ, ওঁ সদ্যোজাতায় নমঃ,—ইতি পঞ্চ মন্ত্রান্ প্রাগাদিক্রমেণ লিখেৎ। তদ্‌বহিরষ্টদলানি রচয়িত্বা তদ্দলেষু মাতৃকাবর্ণান্ লিখেৎ। তদ্‌বহির্ব্বৃত্তং ত্র্যম্বকেন বেষ্টয়েৎ। তদ্‌যন্ত্রে জপহোমাদিঃ কার্য্যঃ।

[৩]অথ মৃত্যুঞ্জয়যন্ত্রম্‌—

মধ্যে সাধ্যাক্ষরাঢ্যং ধ্রুবমভিবিলিখেন্মধ্যমং দিগ্‌দলেষু
কোণেষ্বন্ত্যং মনোস্তৎ ক্ষিতিভুবনমথো দিক্ষু চন্দ্রং বিদিক্ষু।
টান্তং যন্ত্রং তদুক্তং সকলভয়হরং ক্ষ্বেড়ভূতাপমৃত্যু-
ব্যাধিব্যামোহ-দুঃখপ্রশমনমুদিতং শ্রীপ্রদং কীর্ত্তিদায়ি ॥ ১

[৩]অথ রোগশান্ত্যর্থং ত্র্যম্বক মৃতসঞ্জীবনীবিধানম্‌—

ত্র্যম্বকস্য ধ্যানম্—

স্বচ্ছং স্বচ্ছারবিন্দস্থিতমুভয়করে সংস্থিতৌ পূর্ণকুম্ভৌ
দ্বাভ্যামেণাক্ষমালে নিজকরকমলে দ্বৌ ঘটৌ নিত্যপূর্ণৌ।
দ্বাভ্যাং দ্বৌ চ স্রবন্তৌ শিরসি শশিকলাং চামৃতৈঃ প্লাবয়ন্তং
দেহং দেবো দধানঃ[৪] প্রদিশতু বিশদাকল্পজালঃ[৫] শ্রিয়ং বঃ ॥ ২
আদৌ প্রাসাদবীজং তদনু মৃতিহরং তারকং ব্যাহৃতিঞ্চ
প্রোচ্চার্য্য ত্র্যম্বকং যো জপতি চ সততং সম্পুটং চানুলোমম্।

ইহার বিস্তৃত পদ্ধতি—উপরে লিখিত হইয়াছে। এই পদ্ধতি দৃষ্টে এই ভাবে সমস্ত কার্য্য আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও স্নানাদি কার্য্যের উল্লিখিত মন্ত্রপাঠ সহকারে সম্পাদন করিতে হইবে। ৩৬

হরপার্ব্বতীর কথোপকথনে মহাতন্ত্ররাজ ক্রিয়োড্ডীশের সপ্তদশ পটল সমাপ্ত ॥ ১৭

১। খ—দেবীশ্বর। ২। খ—ইদং নাস্তি। ৩। খ—'অথ' নাস্তি।
৪। ক—খ—বিদিশতু। ৫। ক—খ—জালৈঃ।

*গায়ত্র্যাঃ পূর্ব্বপাদং তদনু চ শিবদং ত্র্যম্বকস্যাদিমং তৎ
প্রোচ্চার্য্য ধ্যানপূর্ব্বং জপতি হি মনসাত্যেতি মৃত্যুং ধ্রুবং সঃ ॥ ৩

প্রাসাদবীজং 'হৌং' মৃতিহরং ত্র্যক্ষরং মৃত্যুঞ্জয়মন্ত্রং 'ওঁ জুং সঃ'। তারকম্ ওঁ। ব্যাহৃতয়ঃ 'ভূর্ভুবঃস্বঃ'। তেন 'হৌং ওঁ জুং সঃ ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ'। ততস্ত্র্যম্বক-মন্ত্রঃ পূর্ব্বমন্ত্রেণানুলোমক্রমেণ সম্পুটিতঃ। অস্য জপাৎ সর্ব্বসিদ্ধির্ভবতি। পুনঃ গায়ত্র্যাঃ প্রথম-পাদং ত্র্যম্বকস্য প্রথমপাদম্ ইত্যাদি চ। ধ্যানং পূর্ব্বমুক্তম্।

ইতি ক্রিয়োড্ডীশে মহাতন্ত্ররাজে [১]পার্ব্বতীপরমেশ্বর-সংবাদে
অষ্টাদশঃ পটলঃ ॥ ১৮

একোনবিংশঃ পটলঃ

[২]অথ মৃত্যুঞ্জয়কবচম্

শ্রীদেব্যুবাচ—

ভগবন্ দেবদেবেশ [৩]দেবতানাং প্রপূজিত।
সর্ব্বং মে কথিতং দেব কবচং ন প্রকাশিতম্ ॥ ১
মৃত্যুরক্ষাকরং দেব সর্ব্বাশুভ-বিনাশনম্।
কথয়স্বাদ্য মে নাথ যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি ॥ ২

[৪]শ্রীঈশ্বর উবাচ—

অস্য মৃত্যুঞ্জয়মন্ত্রস্য বামদেব ঋষির্গায়ত্রী ছন্দো
মৃত্যুঞ্জয়ো দেবতা সাধকাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থে [৫]জপে বিনিয়োগঃ ॥ ৩
শিরো মে সর্ব্বদা পাতু মৃত্যুঞ্জয়-সদাশিবঃ।
[৬]ত্রিয়ক্ষর-স্বরূপো মে বদনঞ্চ মহেশ্বরঃ ॥ ৪

এই শিবযন্ত্র, মৃত্যুঞ্জয়-যন্ত্র ইত্যাদির অনুবাদ পূর্ব্বে সপ্তদশ পটলেই করা হইয়াছে।

হর-পার্ব্বতীর কথোপকথনে মহাতন্ত্ররাজ ক্রিয়োড্ডীশের
অষ্টাদশ পটল সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশ পটল

মৃত্যুঞ্জয় কবচ—হে ভগবন্! সর্ব্বদেবপূজিত দেবদেবেশ্বর! আমাকে সমস্তই বলিয়াছেন, একটী কবচ প্রকাশ করেন নাই। যদি আমার প্রতি স্নেহ থাকে তবে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষাকারক সর্ব্বাশুভবিনাশক সেই কবচটী বলুন। মহাদেব বলিলেন—এই মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রের ঋষি বামদেব, ছন্দ গায়ত্রী, দেবতা মৃত্যুঞ্জয়, সাধকের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য জপে ইহার বিনিয়োগ। ১-৩

মৃত্যুঞ্জয় সর্ব্বদা আমার মস্তক রক্ষা করুন। ত্র্যক্ষর মন্ত্রময় মহেশ্বর মুখ-মণ্ডল, পঞ্চাক্ষর মন্ত্রময় ভগবান্ বাহুদ্বয়, এবং ত্রিবীজাত্মা মৃত্যুঞ্জয় আমার আয়ু

১। খ—দেবীশ্বর। ২। খ—'অথ' নাস্তি। ৩। খ—দেবতাভিঃ।
৪। খ—'শ্রী' নাস্তি। ৫। ক—বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। ৬। খ—স ত্র্য—।
* ক—পুস্তকে ইদং পংক্তিদ্বয়ং নাস্তি।

পঞ্চাক্ষরাত্মা ভগবান্ ভুজৌ মে পরিরক্ষতু।
মৃত্যুঞ্জয়স্ত্রিবীজাত্মা হ্যায়ূ রক্ষতু মে সদা ॥ ৫
বিল্ব[1]-মূল-সমাসীনো দক্ষিণামূর্ত্তিরব্যয়ঃ।
সদা মে সর্ব্বতঃ পাতু ষটত্রিংশদ্বর্ণরূপধৃক্ ॥ ৬
দ্বাবিংশত্যক্ষরো রুদ্রঃ কুক্ষৌ মে পরিরক্ষতু।
ত্রিবর্ণাত্মা নীলকণ্ঠঃ কণ্ঠং রক্ষতু সর্ব্বদা ॥
চিন্তামণি বীজপূরে হ্যর্দ্ধনারীশ্বরো হরঃ।
সদা রক্ষতু মে গুহ্যং সর্ব্বসম্পৎ-প্রদায়কঃ ॥ ৮
[2]স ত্র্যক্ষর-স্বরূপাত্মা কূটরূপী মহেশ্বরঃ।
মার্ত্তণ্ডভৈরবো নিত্যং পাদৌ মে পরিরক্ষতু ॥ ৯
ওঁ জুং সঃ মহাবীজস্বরূপস্ত্রিপুরান্তকঃ।
ঊর্দ্ধমূর্দ্ধনি চেশানো মম রক্ষতু সর্ব্বদা ॥ ১৩
দক্ষিণস্যাং মহাদেবো রক্ষেন্মে গিরিনায়কঃ।
অঘোরাখ্যো মহাদেবঃ পূর্ব্বস্যাং পরিরক্ষতু ॥ ১১
বামদেবঃ পশ্চিমস্যাং সদা মে পরিরক্ষতু।
উত্তরস্যাং সদা পাতু সদ্যোজাতস্বরূপধৃক্ ॥ ১২
ইত্থং রক্ষাকরং দেবি কবচং দেবদুর্ল্লভম্।
প্রাতর্মধ্যাহ্নকালে চ যঃ পঠেচ্ছিবসন্নিধৌ।
সোঽভীষ্টফল[3]মাপ্নোতি কবচস্য প্রসাদতঃ ॥ ১৩
কবচং ধারয়েদ্ যস্তু সাধকো দক্ষিণে ভুজে।
সর্ব্বসিদ্ধিকরং পুণ্যং সর্ব্বারিষ্ট-বিনাশনম্ ॥ ১৪
যোগিনীভূতবেতালাঃ প্রেত-কুষ্মাণ্ড-পন্নগাঃ।
ন তস্য হিংসাং কুর্ব্বন্তি পুত্রবৎ [4]পালয়ন্তি তে ॥ ১৫

রক্ষা করুন। ষট্‌ত্রিংশদ্ বর্ণরূপী বিল্বমূলোপবিষ্ট দক্ষিণামূর্ত্তি সর্ব্বদিকে রক্ষা করুন। দ্বাবিংশত্যক্ষর মন্ত্র-মূর্ত্তি রুদ্র কুক্ষিযুগল, ত্রিবর্ণাত্মা নীলকণ্ঠ কণ্ঠদেশ, সর্ব্বসম্পৎপ্রদাতা অর্দ্ধনারীশ্বর ভগবান হর মূলাধারে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ত্র্যক্ষর মন্ত্রময় কূটস্থ চৈতন্যরূপী ভগবান মার্ত্তণ্ড-ভৈরব পাদযুগল এবং 'ওঁ জুং সঃ' এই মহামন্ত্ররূপী ঈশান আমার মস্তকের ঊর্দ্ধদেশ রক্ষা করুন। দক্ষিণে গিরীশ, পূর্ব্বে অঘোর, পশ্চিমে বামদেব ও উত্তরে সদ্যোজাতস্বরূপধারী মহাদেব রক্ষা করুন। ৪-১২

হে দেবি! এই প্রকারের রক্ষাবিধানকারী এই দেবদুর্লভ কবচ যিনি প্রাতঃকাল ও মধ্যাহ্নকালে শিব-সন্নিধানে পাঠ করেন, কবচের অনুগ্রহে তিনি অভীষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকেন। ১৩

যে সাধক দক্ষিণ বাহুতে সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক সর্ব্বরিষ্টবিনাশক এই পবিত্র কবচ ধারণ করেন, ভূত-প্রেত-বেতাল, যোগিনী-কুষ্মাণ্ড ও সর্প প্রভৃতি তাঁহাকে হিংসা করে না, পরন্তু সর্ব্বদা পুত্রবৎ পালন করিয়া থাকে। ১৪-১৫

১। খ—বৃক্ষ-। ২। ক—ত্রিরক্ষর। ৩। ক—মাপ্নুয়াৎ। ৪। ক—পালয়েৎ সদা।

পঠিত্বাভ্যর্চ্চয়েদ্ দেবি ! যথাবিধিপুরঃসরম্ ।
লক্ষং চ মূলমন্ত্রস্য পুরশ্চরণমুচ্যতে ॥ ১৬
তদ্ধারণে মহাদেবি ! মৃত্যুরোগবিনাশনম্ ।
এবং যঃ কুরুতে মর্ত্ত্যঃ পুণ্যাং গতিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭
ইতি জ্ঞাতং মহাদেবি [১]তস্য বক্ত্রে স্থিতং সদা ।
কবচস্য প্রসাদেন [২]মৃত্যুমুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ১৮
অন্যথা সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ সত্যমেতন্মনোরমে ।
তব স্নেহান্মহাদেবি ! কথিতং কবচং শুভম্ ॥
ন দেয়ং কস্যচিদ্ ভদ্রে ! যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্ ॥ ১৯
ইতি মৃত্যুঞ্জয়কবচং সমাপ্তম্ । অস্য পূজা উক্তা ।

ইতি ক্রিয়োড্ডীশে মহাতন্ত্ররাজে [৩]পার্ব্বতীপরমেশ্বর-সংবাদে
একোনবিংশতিতমঃ পটলঃ ॥ ১৯

বিংশঃ পটলঃ

[৪]অথ যন্ত্রপ্রকরণম্

[৪]অথ বন্ধ্যাযন্ত্রম্—

অতঃপরং শৃণু দেবি যন্ত্রধারণমুত্তমম্ ।
যন্ত্রধারণমাত্রেণ সর্ব্বাভীষ্টফলং লভেৎ ॥ ১

হে দেবি ! কবচ পাঠ করিয়া যথাবিধানে অর্চ্চনা করিবে । মূলমন্ত্রের এক লক্ষ জপে ইহার পুরশ্চরণ হইবে । হে মহাদেবি ! তাহা ধারণ করিলে মৃত্যু ও রোগ নাশ হয় । যে মানব এইরূপ (পুরশ্চরণসিদ্ধ কবচ ধারণ) করে সে পুণ্য গতি লাভ করে । ১৬-১৭

হে মহাদেবি ! যাহার বক্ত্রে এই কবচ সর্ব্বদা উপস্থিত থাকে কবচের অনুগ্রহে সে ব্যক্তি মৃত্যুমুক্ত হয়—ইহা জানি । ১৮

হে মনোরমে ! কথিত প্রকারের অন্যথা হইলে সাফল্যের হানি হইয়া থাকে । হে মহাদেবি ! তোমার প্রতি স্নেহবশে কবচটি বলিলাম । নিজ হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি এটী যে কোন ব্যক্তিকে দিবে না । ১৯

মৃত্যুঞ্জয় কবচ সমাপ্ত হইল । ইহার পূজাপ্রণালী উক্ত হইয়াছে ।

হরপার্ব্বতীর কথোপকথনে মহাতন্ত্ররাজ ক্রিয়োড্ডীশের
ঊনবিংশ পটল সমাপ্ত ॥ ১৯

বিংশ পটল

যন্ত্রপ্রকরণ—

বন্ধ্যা-যন্ত্র—হে দেবি ! অতঃপর যন্ত্র ধারণের উত্তম প্রণালী শ্রবণ কর । যন্ত্র ধারণ করিয়াও সমস্ত অভীষ্ট ফল লাভ করা যায় । ১

১। যস্যেতি পাঠো যুজ্যতে। ২। ক—মৃত্যোর্ম্মুক্তো। ৩। খ—দেবীশ্বর।
৪। খ—'অথ' নাস্তি।

জন্মবন্ধ্যা[১] চ যা নারী শুভপুত্রবতী ভবেৎ।
তদা গোরোচনাদ্যেন লিখেদ্ যন্ত্রমনুত্তমম্ ॥ ২
বৃত্তদ্বয়ং সমালিখ্য পদ্মমষ্টদলং লিখেৎ।
প্রতিপদ্মে লিখেন্মায়া-[২]বীজং ভূপুরকং ততঃ ॥ ৩
ভূর্জ্জপত্রে লিখেদ্‌যন্ত্রং ধারয়েত্তু মহেশ্বরি।
কুক্ষৌ ধৃত্বা মহাযন্ত্রং শুভপুত্রবতী ভবেৎ ॥ ৪
[৩]প্রয়োগান্তরমন্যত্র প্রাণসংকটতো নহি।
দক্ষিণাং গুরবে দত্ত্বা গৃহ্নীয়াদ্ যন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ৫
বৃত্তং চতুর্দ্দলং পদ্মং ভূপুরেণ সমন্বিতম্।
বৃত্তমধ্যে লিখেদ্দেবি সাধকাখ্যাং বিশেষতঃ ॥ ৬
পুত্রবতীপদং পশ্চাদ্ ভবত্বিতি পদং ততঃ ॥
প্রণবৈঃ পুটিতা লজ্জা ত্রিধা পত্রেষু সংলিখেৎ ॥ ৭
পূর্ব্ববৎ পূজয়েদ্দেবি ধারয়েদ্ দক্ষিণে ভুজে ॥
সত্যং সত্যং হি দেবেশি বন্ধ্যা পুত্রবতী ভবেৎ।
দুর্ভগা চেদ্ ভবেন্নারী সুভগা মাসতো ভবেৎ ॥ ৮

[৪]অথ রক্ষাযন্ত্রম্

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি মহারক্ষাকরং পরম্।
[৫]ধারণাদ্ দানবপতির্মহারক্ষাকরো ভবেৎ ॥ ৯

যে নারী জন্মবন্ধ্যা, অথচ পুত্রার্থিনী সে উত্তম পুত্র লাভ করিবে। গোরোচনা প্রভৃতি দ্বারা অত্যুত্তম যন্ত্র অঙ্কন করিবে। দুইটি বৃত্ত অঙ্কন করিয়া অষ্টদল পদ্ম আঁকিবে। পদ্মের প্রতিদলে 'হ্রীং' লিখিয়া ভূপুর অঙ্কন করিবে। ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া যন্ত্রটি ধারণ করিবে। কুক্ষিতে ধারণ করিলে উত্তম পুত্র লাভ করিবে। ২-৪

ইহা ধারণ করিয়া একান্ত প্রাণ সংকট উপস্থিত না হইলে অন্য কোনরূপ [ঔষধ, যন্ত্র, কবচাদি] প্রয়োগ করিবে না। গুরুকে দক্ষিণা দান করিয়া এই উত্তম কবচটি ধারণ করিবে ॥ ৫

যন্ত্রান্তর—একটী বৃত্ত ও চতুর্দ্দল পদ্ম অঙ্কন করিয়া তাহা ভূপুর-যুক্ত করিবে। বৃত্তমধ্যে বিশেষভাবে ধারণকর্ত্রীর নাম লিখিয়া "পুত্রবতী ভবতু" লিখিবে। দলগুলিতে 'ওঁ হ্রীঁ ওঁ' তিন বার করিয়া লিখিবে। ৬-৭

হে দেবি! পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিলে বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হইয়া থাকে। যদি কোন নারী ভাগ্যহীনা হয় সে মাসমধ্যে ভাগ্যবতী হইবে। ৮

রক্ষাযন্ত্র

অতঃপর মহারক্ষা বিধায়ক যন্ত্রের কথা বলিতেছি। ইহা ধারণ করিলে দানবরাজও [পীড়ন না করিয়া] রক্ষাকারী হইবে। ৯

১। ক—ভবেন্নারী পুত্রার্থিণী শুভং ভবেৎ। ২। ক—ভূপুরং বিলিখেত্ততঃ।
৩। ক—প্রয়োগান্তরং ন কার্য্যং নান্যচ্চ প্রাণসংকটে। ৪। খ—'অথ' নাস্তি।
৫। ক—যদ্ধারণাৎ।

পঞ্চদলং লিখেদ্দেবি গ্লৌং বীজেনৈব লাঞ্ছিতম্।
গং-পঞ্চকং সর্ব্বমধ্যে লিখিত্বা ধারয়েদ্ যদি ॥ ১০
ন তস্য [১]কুত্র ভীতিঃ স্যাৎ তত্র রক্ষাকরো হরঃ।
গোরোচনা-কুঙ্কুমাভ্যাং ভূর্জ্জে সংলিখ্য[২] ধারয়েৎ ॥ ১১
[৩]তত্র পূজাং মহাদেবি গণপস্য সমাচরেৎ।
পূজিতং ধারিতং চৈব সর্ব্বোপদ্রবনাশনম্ ॥ ১২
বৃত্তমষ্টদলং পদ্মং [৪]প্রতিপত্রেষু লাং লিখেৎ।
গোরোচনাভিঃ সংলিখ্য ধারয়েৎ পরমেশ্বরি ॥ ১৩
[৫]উক্তরূপেণ লিঙ্গস্য পূজাং কৃত্বা মহেশ্বরি!
ধারয়েদ্ যো ভবেত্তস্য হ্যপমৃত্যুবিনাশনম্ ॥ ১৪

[৬]অথ পুত্রজনন-যন্ত্রম্

বিন্দুবৃত্তং সমালিখ্য লিখেদষ্টদলং ততঃ।
প্রতিপত্রেষু [৭]বং বীজং লিখেদথ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৫
পূর্ব্ববৎ পূজয়েদ্দেবি ধারণান্মৃত্যুনাশনম্।
কাকবন্ধ্যা জনস্যাপি বহুপুত্রকরং পরম্ ॥ ১৬
ষট্কোণং বিলিখেদ্ বৃত্তং ততশ্চাষ্টদলং লিখেৎ।
ষট্কোণেষু চ ষড়্ দীর্ঘান্ বিলিখেৎ পরমেশ্বরি ॥ ১৭
ঐঁ হ্রীঁ ওঁ ঐং হ্রীং ফট্ স্বাহা লিখেদষ্টদলে ততঃ।
সর্ব্বমধ্যে লিখেদ্দেবি [৮]তৎ শৃণুষ্ব মহেশ্বরি ॥ ১৮

হে দেবি! পঞ্চদল পদ্ম লিখিয়া তাহার সমস্ত দলে 'গ্লৌং গং' এই মন্ত্র পাঁচ বার করিয়া লিখিয়া ধারণ করিলে তাহার কুত্রাপি ভয় থাকিবে না। মহাদেব রক্ষা করিবেন। গোরোচনা এবং কুঙ্কুম দ্বারা ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া ধারণ করিবে। ১০-১১

হে মহাদেবি! তাহাতে গণপতির পূজা করিবে। পূজাপূর্ব্বক ধারণ করিলে সমস্ত উপদ্রব নষ্ট হইয়া থাকে। ১২

প্রকারান্তর—বৃত্ত ও অষ্টদল পদ্ম লিখিয়া প্রত্যেকটি দলে 'লাং' এই বর্ণটি লিখিবে। গোরোচনা দ্বারা লিখিয়া ধারণ করিবে। উক্তরূপে শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া ধারণ করিলে অপমৃত্যু নিবারিত হয়। ১৩-১৪

পুত্রজনন-যন্ত্র

বিন্দুদ্বারা বৃত্ত অঙ্কন পূর্ব্বক তাহার বাহিরে অষ্টদল পদ্ম লিখিবে। প্রত্যেকটী দলে বং লিখিবে। পূর্ব্ববৎ পূজাপূর্ব্বক ধারণ করিলে মৃত্যুনিবারণ হইবে। কাকবন্ধ্যা নারী ইহাতে বহু পুত্রবতী হইবে। ১৫-১৬

প্রকারান্তর— ষট্কোণ ও বৃত্ত লিখিয়া তার পর অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করিবে। ছয়টী কোণে ছয়টি দীর্ঘস্বর লিখিবে। তারপর আটটি দলে ঐং......ইত্যাদি

১। খ—পুত্র। ২। ধারণাৎ। ৩। ক—তত্র পূজা মহাদেবি গণপতিং প্রপূজয়েৎ। ৪। খ—পুনঃ পদ্মেষু সংলিখেৎ। ৫। ক—উক্তরূপে লিঙ্গপূজা-বিধানং হি মহেশ্বরি। পূজনাদ্ধারণাদেব অপমৃত্যু-বিনাশনম্। ৬। খ—'অথ' নাস্তি। ৭। খ—যং। ৮। খ—'ততঃ শৃণু'।

প্রণবস্তু ততো মায়া সাধকাখ্যং তু ঙেহন্তকম্।
সুপুত্রঞ্চ সমালিখ্য উৎপাদয় পদং ততঃ॥ ১৯
বিধায় চৈবং বিধিবদ্ ধারয়েদ্ যন্ত্রমুত্তমম্।
ধারণাৎ সর্ব্বসম্পত্তির্ভবেদ্দেবি ন সংশয়ঃ॥ ২০
পূজনং পূর্ব্বমুক্তম্। দেবীং কালীমন্ত্রেণ পূজয়েৎ।

[১]অথ বশীকরণ-যন্ত্রম্

বশীকরণযন্ত্রন্তু শৃণু মৎপ্রাণবল্লভে।
যস্য ধারণমাত্রেণ বশীকুর্য্যাৎ পুনঃ প্রিয়ে॥ ২১
চতুর্ব্বৃত্তং সমালিখ্য লিখেদষ্টদলং ততঃ।
'ওঁ শত্রুমুখং বন্ধয়'তি প্রতিপদ্মদলং লিখেৎ॥ ২২
যস্য নামাভিসংলিখ্য বাহৌ সন্ধারয়েচ্ছিবে।
পূর্ব্ববৎ পূজয়েদ্দেবীং জপেল্লক্ষং বিধানতঃ॥ ২৩
[২]চামুণ্ডোক্তবিধানেন পূজয়েদ্ দেবি সাধকঃ।
হুত্বা চৈব বিধানেন স বশীভবতি ধ্রুবম্॥ ২৪

[৩]অথ বন্ধমুক্তি-যন্ত্রম্

প্রথমন্তু লিখেদ্বৃত্তং তদ্বহিস্তু স্বরান্ লিখেৎ।
[৪]বহিস্তু ভূদ্বয়ং লিখ্য চতুর্দ্দিক্ষু চ হ্রীঁ লিখেৎ॥ ২৫
বৃত্তযুগ্মাষ্টপত্রং চ লিখেদ্ গোরোচনাদিনা।
গ্রীবায়াং কণ্ঠদেশে বা শিখায়াং বাপি ধারণাৎ॥ ২৬
বন্ধমুক্তির্ভবেৎ তস্য নবমে দিবসে তথা।
[৫]পূর্ব্বোক্তবিধিনা লক্ষং দুর্গামন্ত্রং জপেদ্ বুধঃ॥ ২৭

মন্ত্রটি লিখিবে। মধ্যভাগে 'ওঁ হ্রীং অমুক্যৈ সুপুত্রং উৎপাদয়'-লিখিবে। এইরূপ করিয়া বিধিমত পূজাদিপূর্ব্বক যন্ত্রটী ধারণ করিলে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ হইবে। পূজাবিধি পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এই যন্ত্রে দেবীকে কালীমন্ত্রে পূজা করিবে। ১৭-২০

বশীকরণ-যন্ত্র—

হে প্রিয়ে! বশীকরণ-যন্ত্র শ্রবণ কর—যাহা ধারণ করা মাত্র লোককে বশীভূত করিতে পারিবে। ২১

চারিটী বৃত্ত অঙ্কন করিয়া অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করিবে। পদ্মের প্রত্যেকটী দলে 'ওঁ শত্রুমুখং বন্ধয়' লিখিবে। ২২

পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া বিধানানুসারে এক লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। চামুণ্ডার বিধান অনুসারে পূজা ও হোম করিতে হইবে। হে শিবে! যাহার নাম লিখিয়া এই যন্ত্র বাহুতে ধারণ করিবে সে অবশ্যই বশীভূত হইবে। ২৩-২৪

বন্ধনমুক্তি-যন্ত্র—

প্রথমে বৃত্ত লিখিবে। তাহার বাহিরে স্বরবর্ণগুলি লিখিবে। তাহার বাহিরে

১। খ—বশীকরণম্। ২। ক—পুস্তকে পাঠো ভিন্নঃ। ৩। খ—অথ নাস্তি।
৪। ক—খ—বহির্ব্ব। ৫। ক—পূর্ব্বমুক্তা যথা পূজা।

[1] অথ ডাকিন্যাদি-ভয়বিনাশনযন্ত্রং

জীববৎসাযন্ত্রং চ—

বৃত্তযুগ্মং লিখেৎ তত্র [2]মায়াবীজচতুষ্টয়ম্।
চতুষ্কোণদ্বয়ং বাহ্যে লিখিত্বা ধারয়েদ্ যদি।
নাশয়েৎ ক্ষণমাত্রেণ ডাকিন্যাদি[3]ভবং ভয়ম্ ॥ ২৮
মৃতবৎসা যদি ভবেন্নারী দুঃখপরায়ণা।
ধারয়েৎ পরমং যন্ত্রং জীববৎসা ততো ভবেৎ ॥ ২৯
দীর্ঘরেখাদ্বয়ং দত্ত্বা তদ্‌গাত্রেঽষ্টদলং লিখেৎ।
'ওঁ হ্রীং দেবদত্ত হ্রীং ওঁ' রেখামধ্যে লিখেচ্ছিবে ॥ ৩০
রেখাগাত্রদলে 'ওঁ হূং' রেখাদ্যন্তদলে চ 'ওঁ' [লিখেৎ]
গোরোচনাকুঙ্কুমেন তথৈবালক্ত[4]কেন বা ॥ ৩১
[5]ঈপ্সা নাম তু সংলিখ্য স্থাপয়েৎ পরমেশ্বরি।
পঞ্চামৃতেষু দেবেশি জীববৎসা ভবেদ্ধি সা ॥ ৩২
তৎসুতস্যাকালমৃত্যুর্নান্যথা জায়তে প্রিয়ে।
উক্তরূপে তথা পূজা লক্ষমন্ত্রং জপেচ্ছিবে ॥ ৩৩

ইতি ক্রিয়োড্ডীশে মহাতন্ত্ররাজে [6]পার্ব্বতীপরমেশ্বরসংবাদে [7]যন্ত্রপ্রকরণং নাম বিংশতিতমঃ পটলঃ ॥ ২০ ॥

দুইটী চতুষ্কোণ লিখিয়া চারিদিকে হ্রীং লিখিবে। তাহার বাহিরে দুইটী বৃত্ত ও অষ্টদল পদ্ম গোরোচনাদি দ্বারা লিখিবে। গ্রীবায়, কণ্ঠে অথবা শিখাতে ধারণ করিলে নবম দিবসে তাহার বন্ধনমুক্তি হইবে। পূর্ব্বোক্ত বিধান অনুসারে একলক্ষ দুর্গামন্ত্র জপ করিবে। ২৫-২৭

অনন্তর ডাকিন্যাদি ভয়বিনাশনযন্ত্র ও জীববৎসা যন্ত্র কথিত হইতেছে। দুইটি বৃত্ত অঙ্কন করিয়া তন্মধ্যে চারিটি মায়াবীজ (হ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং) লিখিবে। বাহিরে দুইটি চতুষ্কোণ লিখিবে। এই যন্ত্রটি লিখিয়া ধারণ করিলে মুহূর্ত্তমধ্যে ডাকিনী প্রভৃতির ভয় বিনাশ করে। ২৮

যদি কোন রমণী মৃতবৎসা হইয়া দুঃখ ভোগ করিতে থাকে, তাহা হইলে ঐ উৎকৃষ্ট যন্ত্রটি ধারণ করিবে; তাহাতে সে জীববৎসা হইবে ॥ ২৯

দুইটি দীর্ঘরেখা দিয়া তাহার গাত্রে অষ্টদল পদ্ম লিখিবে। রেখাদ্বয়ের মধ্যে "ওঁ হ্রীং দেবদত্ত হ্রীঁ ওঁ" লিখিবে। রেখার গাত্রস্থিত দলে 'ওঁ হূং' এবং রেখার আদি ও অন্তদলে ওঁ লিখিবে। গোরোচনা ও কুঙ্কুম অথবা আলতা দিয়া এই যন্ত্রটি লিখিবে। ৩০-৩১

হে পরমেশ্বরি [দেবদত্ত পদের স্থানে] যাহার নাম লিখিয়া যন্ত্রটি পঞ্চামৃত মধ্যে স্থাপন করিবে, হে দেবেশি! সে রমণী: জীববৎসা হইবে। তাহার সন্তানের অকালমৃত্যু হইবে না। হে প্রিয়ে! ইহার অন্যথা ঘটে না। উক্তরূপে পূজা ও লক্ষমন্ত্র জপ করিতে হইবে। ৩২-৩৩

হরপার্ব্বতীর কথোপকথনে মহাতন্ত্ররাজ ক্রিয়োড্ডীশের যন্ত্র প্রকরণ নামক বিংশ পটল সমাপ্ত ॥ ২০

১। খ—'অথ' নাস্তি। ২। খ—মহা-। ৩। ক—বিনাশনম্। ৪। ক—কে তথা। ৫। খ—যস্য। ক-যস্য নামার্থং। ৬। খ—দেবীশ্বর। ৭। খ-'যন্ত্র-প্রকরণং নাস্তি।

একবিংশঃ পটলঃ

[১]অথ বিজয়ানুপানম্

দুগ্ধযোগেন বিজয়া মহাতেজস্করী স্মৃতা।
ক্ষুদ্‌বোধবলকারিত্বাচ্চক্ষুর্দোষাপহারিণী ॥ ১
জলযোগেন সা হন্তি হ্যজীর্ণাদিগদান্ ক্ষণাৎ।
ঘৃতেন মেধাজননী বাগ্‌দেবী-বশকারিণী ॥ ২
কফদোষানশেষাংস্তু মধুনা সহ নাশয়েৎ।
সৈন্ধবেন যুতা সা হি জঠরাগ্নিং বিবর্দ্ধয়েৎ ॥ ৩
সিতয়া লবণেনাপি গুড়েন সহ সেবিতা।
অম্লপিত্তং তথা শূলং বিনাশয়তি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪
বলপুষ্টি-প্রদা প্রোক্তা মধুর-স্বরকারিণী।
[২]কেবলা জ্ঞানদা চেত্থং সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী ॥ ৫

ইতি ক্রিয়োড্ডীশে মহাতন্ত্ররাজে [৩]পার্ব্বতীপরমেশ্বর-সংবাদে
বিজয়ানুপানং নাম একবিংশতিতমঃ পটলঃ ॥ ২১

বিজয়ার (সিদ্ধির) অনুপান—

সিদ্ধি দুগ্ধের সহিত সংযোগে অতিশয় তেজস্করী হইয়া থাকে। উহা ক্ষুধার উদ্রেক করে, বলাধান করে এবং চক্ষুর দোষ নষ্ট করে। ১

জলের সহিত সংযোগে তাহা অজীর্ণাদি নানা রোগ নাশ করে। ঘৃতের সহিত সংযোগে মেধা জন্মায় এবং সরস্বতীকে আয়ত্ত করে। ২

সিদ্ধি মধুর সহিত মিলিত হইলে সর্ব্বপ্রকার কফের বিকার নষ্ট করে এবং সৈন্ধবের সহিত মিলিত হইলে জঠরাগ্নি বর্দ্ধিত করে। ৩

চিনি, লবণ ও গুড়ের সহিত সিদ্ধি সেবন করিলে শূল ও অম্লপিত্ত বিনাশ করিয়া থাকে। ৪

কেবল সিদ্ধি বল ও পুষ্টিদায়িনী, স্বরমাধুর্য্য সম্পাদিনী ও জ্ঞানদায়িনী বলিয়া কথিত হইয়াছে। এইরূপে সিদ্ধি সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী। ৫

হরপার্ব্বতীর কথোপকথনে মহাতন্ত্ররাজ ক্রিয়োড্ডীশের
বিজয়ানুপান নামক একবিংশ পটল সমাপ্ত। ২১

১। খ—'অথ' নাস্তি। অস্মিংশ্চ বিজয়ানুপানপ্রকরণে ক—পুস্তকে সুমহৎ পাঠবৈষম্যং দৃশ্যতে। ২। খ—কৈবল্য। ৩। খ—শিবগৌরী।

দ্বাবিংশঃ পটলঃ

[১]অথ মঙ্গলচণ্ডীপ্রয়োগঃ

ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং সর্ব্বপূজ্যে দেবি মঙ্গলচণ্ডিকে হুং হুং ফট্ স্বাহা—
ইত্যেক[২]বিংশত্যক্ষরো মনুঃ।

ধ্যানং যথা—

দেবীং ষোড়শবর্ষীয়াং শশ্বৎ-সুস্থির-যৌবনাম্।
সর্ব্বরূপগুণাঢ্যাঞ্চ কোমলাঙ্গীং মনোহরাম্॥ ১
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং চন্দ্রকোটিসমপ্রভাম্।
বহ্নিশুদ্ধাং [৩]সুকরালাং রত্নভূষণভূষিতাম্॥ ২
বিভ্রতীং কবরীভারং মল্লিকামাল্য[৪]ভূষিতম্।
বিম্বোষ্ঠীং সুদতীং শুদ্ধাং শশ্বৎ-পদ্মনিভাননাম্॥ ৩
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং সুনীলোৎপল-লোচনাম্।
জগদ্ধাত্রীঞ্চ ধাত্রীঞ্চ সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বসম্পদাম্।
সংসারে সাগরে ঘোরে পোতরূপাং বরাং ভজে॥ ৪

ইতি ক্রিয়োড্ডীশে মহাতন্ত্ররাজে পার্ব্বতী-পরমেশ্বর-সংবাদে
মঙ্গলচণ্ডীপ্রয়োগো নাম দ্বাবিংশতিতমঃ পটলঃ সমাপ্তঃ॥ ২২

মঙ্গলচণ্ডীর প্রয়োগ-পদ্ধতি—

মঙ্গলচণ্ডীর ২১ অক্ষরের মন্ত্রটি উপরে কথিত হইয়াছে ওঁ হ্রীং শ্রীং ইত্যাদি। তাঁহার ধ্যান—"দেবীং ষোড়শবর্ষীয়াং" ইত্যাদি।

দেবী মঙ্গলচণ্ডী সর্ব্বদা ষোড়শবর্ষীয়া যুবতীর ন্যায় স্থিরযৌবনা, রূপবতী ও সর্ব্বগুণসম্পন্না, কোমলাঙ্গী, অতিমনোহরাকৃতি। তাঁহার বর্ণ শ্বেত-চম্পকের ন্যায়, কোটি চন্দ্রের ন্যায় প্রভা বিচ্ছুরিত হইতেছে। তিনি রত্নালংকারে অলংকৃত হইয়া অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল অথচ অতি ভয়াবহ। তিনি মল্লিকা-কুসুমের মাল্যে বিভূষিত কবরীভার বহন করিতেছেন, তাঁহার ওষ্ঠাধর বিম্বতুল্য, দশনপংক্তি সুন্দর, মুখমণ্ডল সর্ব্বদাই পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল ও স্মিতহাস্যে প্রসন্ন, উত্তম নীলোৎপলের ন্যায় নয়ন। তিনি জগন্মাতা, জগতের সকলের জন্য সকল সম্পদ ধারণ করিয়া আছেন [অথবা সকলের জন্য সকল সম্পদের বিধান-কর্ত্রী,] ঘোর সংসার-সাগরে পোতস্বরূপিণী সেই জগজ্জননীর ভজনা করি।

হর-পার্ব্বতীর কথোপকথনে মহাতন্ত্ররাজ ক্রিয়োড্ডীশের
দ্বাবিংশ পটল সমাপ্ত। ২২

১। খ—পুস্তকে মঙ্গলচণ্ডী প্রয়োগাত্মকোঽয়ং দ্বাবিংশঃ পটলো নাস্তি। ২। ক—একবিংশাক্ষরো। ৩। শুক্লবাসাং ইতি পাঠান্তরম্ ক-পুস্তকধৃতম্।
৪। 'ভূষিতাম্' ইতি পাঠান্তরম্ ক-পুস্তকধৃতম্।

॥ ক্রিয়োড্ডীশতন্ত্র সমাপ্ত ॥

॥ নবভারত তন্ত্রপ্রকাশ গ্রন্থমালা ॥

সম্পাদনা চলিতেছে

আগমসার
আনন্দলহরী
উড্ডামরেশ্বর
উড্ডীশতন্ত্র
উৎপত্তিতন্ত্র
কঙ্কালমালিনীতন্ত্র
কামধেনুতন্ত্র
কামকলাবিলাস
কামাখ্যাতন্ত্র
কালীতন্ত্রম্
কালীবিলাসতন্ত্র
কৈলাসতন্ত্র
কুব্জিকাতন্ত্র
কুলার্চ্চনচন্দ্রিকা
কুলামৃততন্ত্র
কৌলাবলীতন্ত্র
কুমারীতন্ত্র
গন্ধর্বতন্ত্র
গায়ত্রীতন্ত্র
গৌতমীয়তন্ত্র
বৃহৎতন্ত্রসার
তন্ত্ররাজতন্ত্র
বিজ্ঞানভৈরব
নিত্যাষোড়শিকার্ণব
শক্তিসঙ্গমতন্ত্র
নিরুত্তরতন্ত্র
নীলতন্ত্র
পরশুরামকল্পসূত্র
নিত্যোৎসব
যোনিতন্ত্র
মহাযোনিতন্ত্র
সময়াচারতন্ত্র

পৌষ্করাগম
ফেৎকারিণীতন্ত্র
বগলামুখীতন্ত্র
বর্ণবীজকোষ
বিশ্বসারতন্ত্র
বীজকোষ
বীজনিঘণ্টু
বৃহন্নীলতন্ত্র
ভৈরবযামল
মন্ত্রাভিধান
মহাকাল-সংহিতা
বারাহীতন্ত্র
মন্ত্রকোষ
মৎস্যসূক্ততন্ত্র
মাতৃকাভেদতন্ত্র
মন্ত্রমহোদধি
মায়াতন্ত্র
মুণ্ডমালাতন্ত্র
মুদ্রানিঘণ্টু
যোগিনীতন্ত্র
যোগিনীহৃদয়
যোগতারাবলী
রুদ্রযামল
শক্তিযামল
রামেশ্বরতন্ত্র
শারদাতিলক
কুণ্ডলিনীতন্ত্র
শ্যামারহস্য
শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি
সনৎকুমারতন্ত্র
ভূতশুদ্ধিতন্ত্র
সিদ্ধিলাতন্ত্র

॥ নবভারত তন্ত্রপ্রকাশ গ্রন্থমালা ॥

(মূল সংস্কৃত, ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদসহ)

প্রকাশিত হয়েছে :

তন্ত্রতত্ত্ব—শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রণীত ॥ ৩০·০০

ভূতডামরতন্ত্র—রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ॥ ৬·০০

কুলার্ণবতন্ত্র—ডঃ উপেন্দ্রকুমার দাস সম্পাদিত ॥ ৬০·০০

তোড়লতন্ত্র—অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী সম্পাদিত ॥ ৬·০০

সরস্বতীতন্ত্র—গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ও সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ ॥ ৩·০০

ষট্‌চক্রনিরূপণ ॥ ৪·০০

গুপ্তসাধনতন্ত্র—শ্রীমৎ হরিহরানন্দ সম্পাদিত ॥ ৫·০০

অন্নদাকল্পতন্ত্র ॥ ঐ ॥ [illegible]

জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্রম্—[illegible] সম্পাদিত ॥ ৪·০০

তারারহস্যম্—শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দগিরি ॥ ১০·০০

নির্বাণতন্ত্রম্—অধ্যাপক শ্রীনিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ ॥ ৬·০০

সৌভাগ্যলক্ষ্মীতন্ত্রম্—অধ্যাপক শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী, নব্যতীর্থ ॥ ৫·০০

ক্রিয়োড্ডীশ—অধ্যাপক শ্রীহেমন্তকুমার তর্কতীর্থ ॥ ৫·০০

তন্ত্রাভিধান—অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী, তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ ॥ ২০·০০

॥ পুরাণ গ্রন্থাবলী ॥

দেবীপুরাণ—২৫·০০

কালিকাপুরাণ—৩২·০০

নবভারত পাবলিশার্স ॥ ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯